রাজনামা

মাধবচন্দ্র চাকমা কর্ম্মি
সঙ্কলিত

রাজনামা

(চাক্‌মা রাজন্যবৃন্দের ইতিবৃত্ত)

গ্রহাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য আচার্য্য লিখিত প্রাচীন পুঁথি হইতে

শ্রী মাধব চন্দ্র চাক্‌মা কর্ম্মি
সঙ্কলিত

প্রকাশক ঃ—
উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

প্রথম সংস্করণ ১৯৪০ ইং
পুনঃ মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭

মুদ্রণে ঃ—
প্রিন্ট বেষ্ট
আগরতলা, ত্রিপুরা

মূল্য - ৪৫.০০

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

১।	মুখবন্ধ	১
২।	ভূমিকা	১২
৩।	সূর্যবংশের বিবরণ	২০
৪।	চাকমা নামের ব্যুৎপত্তি	৩০
৫।	টংচঙ্গ্যা চাকমা	৩২
৬।	আনক্যা চাকমা ও রোয়াংগ্যা চাকমা	৩৪
৭।	রাজবংশলতা	৪৪
৮।	চাকমা জাতির প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র	৪৮
৯।	ধর্মসংস্কার	৫১
১০।	চাকমা জাতি ও শিক্ষা বিস্তার	৫৪
১১।	পার্বত্য ত্রিপুরায় চাকমা জাতি	৬০
১২।	গ্রন্থকারের পরিচয়	৬২
১৩।	ধেয়াগোষ্ঠীর বংশলতা	৬৩

চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায়
(রাজত্বকাল — ১৮৯৭ - ১৯৩৩ খৃঃ)

চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায়
(রাজত্বকাল — ১৯৩৫-৫১ খৃঃ)

চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়
(রাজত্বকাল — ১৯৫৩-৭১ খৃঃ)

চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়
(১৯৭৭ — বর্তমান চাকমা রাজা)

মুখবন্ধ

পণ্ডিতপ্রবর রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন তাঁর 'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা' নামক গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'কিছু সত্য ও কিছু কল্পনা দিয়ে মানুষ রচনা করে তার ইতিহাস।' ইতিহাস রচনার পক্ষে কল্পনার কোন স্থান নেই বটে; তবে এটাও ঠিক যে, ইতিহাসকার তাঁর রচনার ক্ষেত্রে কোন-না-কোন ভাবে যুক্তিনির্ভর অনুমানের উপর নির্ভর করে থাকেন, যা কল্পনারই নামান্তর। তাই, পৃথিবীর প্রত্যেক সুসভ্য জাতির সুপ্রাচীন ইতিহাস মাত্রই শতকরা একশো ভাগ প্রামাণ্য তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কিছু পৌরাণিক আখ্যান, কিছু পরম্পরাগত লোকশ্রুতি বা লোকস্মৃতিমূলক তথ্য এবং কিছু নেহাৎ প্রক্ষিপ্ত, প্রহেলিকাময় অথবা স্বচ্ছ, তবে অপর্যাপ্ত প্রত্ন-উপাদান ইত্যাদি বিষয়ের উপর গবেষণালব্ধ একাধিক বিজ্ঞজনের স্বীকৃত মতামতের সমাহারে গড়ে ওঠে ইতিহাসের ইমারত। জানা যায়, প্রাচীন ইংলণ্ডের ইতিহাসের অংশবিশেষ নাকি গড়ে উঠেছে এংলো-স্যাক্সন জাতির বিভিন্ন লোকশ্রুতিমূলক তথ্যের ভিত্তিতে। তাই বলা যায়— প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর প্রাচীর ইতিহাস মূলতঃ 'যুগের মুকুরে খণ্ড সত্যের প্রতিবিম্ব মাত্র', যার কোন সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নয়। অর্থাৎ জাতিগোষ্ঠী সমূহের সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের কোন কোন অংশ কম-বেশী অনুমান নির্ভর (tentative) সিদ্ধান্ত মাত্র।

প্রাচীন ভারতবর্ষে মহাভারতাদি পৌরাণিক কাব্য-কাহিনী সমুদয়ই ইতিহাস নামে আখ্যায়িত হতো। এমন কি, প্রচলিত প্রাচীন 'উপকথা' মাত্রই পরিগণিত হতো ইতিহাসরূপে। কিন্তু আধুনিক অভিধায় যাকে ইতিহাস বলে ধরা হয়, দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থখানি ঠিক সেরূপ না হলেও এটিই ছিল তার কাছাকাছি চরিত্রের একমাত্র রচনা। তাই, নির্ভরযোগ্য ইতিহাসভিত্তিক সুপ্রাচীন প্রামাণ্য রচনার অভাবজনিত কারণে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস এখনও অনেকাংশে প্রাচীন অভিলেখ, দানপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, মুদ্রা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ইত্যাদি বিষয়ের প্রত্নতাত্বিক গবেষণা-নির্ভর। এ হেন অবস্থায় চাক্‌মা জাতির ন্যায় এমন এক ক্ষুদ্র ও অনগ্রসর একটি জাতির তথ্যভিত্তিক ও প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা সহজ কাজ নয়।

বাস্তবিক পক্ষে, ভারতের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ন্যায় চাক্‌মা জাতির প্রাচীন ইতিহাস এখনও গভীর তমসাবৃত। বিগত একশো বছর ধরে চাক্‌মা জাতির ইতিহাস নিয়ে কতিপয় বিদ্বজ্জনের দ্বারা (যাঁরা আদৌপেশাগত ভাবে ইতিহাস-গবেষক নন) লেখালেখির কাজ চললেও অদ্যাবধি এই জাতির উদ্ভব, বিকাশ ও প্রব্রজন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কোন যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি। যাহোক, এ সম্পর্কে মূল আলোচনার দিকে অগ্রসর হওয়ার আগে চাক্‌মা জাতির ইতিহাসমূলক উল্লেখযোগ্য রচনা সমূহ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লিউইন তাঁর ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত "The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers there in"—নামক গ্রন্থে

সর্বপ্রথম চাক্‌মাজাতির সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচিতিমূলক তথ্য তুলে ধরেন। এই গ্রন্থে তিনি চাক্‌মাদের উদ্ভব তথা প্রাচীন বাসভূমি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন অভিমত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকলেও চাক্‌মারা যে একদা আরাকানের অধিবাসী ছিলেন এবং আরাকান থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের আগমন ঘটেছিল, তা তিনি ব্রহ্ম-আরাকানের প্রচলিত ইতিহাসের আলোকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন।

ক্যাপ্টেন লিউইনের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রচনা সমূহের মধ্যে সতীশ চন্দ্র ঘোষ-এর 'চাক্‌মাজাতি' গ্রন্থখানি অন্যতম। এটি প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। চার শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে লেখক চাক্‌মাদের ধারাবাহিক ইতিহাসের (বিশেষতঃ চাক্‌মাদের ব্রহ্মদেশ ও আরাকান অঞ্চলে অবস্থান কালে এবং তৎপরবর্তী ব্রিটিশ শাসনামল পর্যন্ত) ঘটনাবলী সহ চাকমাদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, লিপি, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার, লোকসাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিপুল তথ্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থখানি দেশ-বিদেশে যথেষ্ঠ সুখ্যাতি অর্জন করেছে বলে জানা যায়. বহুল প্রচারিত এই গ্রন্থে চাকমা জাতির প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি ব্রহ্মদেশের ইতিহাস 'চাইজং ক্যথা', আরাকানের ইতিহাস 'দেঙ্গাওয়াদি আরেদ ফুং' (Dinngawadi Ayeda Pawn) ও একাধিক চাকমা লৌকিক কাব্য থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরে চাকমা ইতিহাসের একটি রূপরেখা নিরূপনের প্রয়াস নেন। অতঃপর, ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় মাধব চাকমা কর্মী এর "শ্রীশ্রী রাজনামা বা চাকমা রাজন্যবৃন্দের ইতিহাস" গ্রন্থখানি। এই পুস্তকে তিনি চাকমা জাতিকে শাক্য বংশোদ্ভূত বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। (এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে)। এরপরের উল্লেখযোগ্য রচনা হলো বিরাজমোহন দেওয়ানের ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত "চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত" গ্রন্থখানি। বলা যায়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ। তিনি এই গ্রন্থে ক্যাপ্টেন লিউইন সহ পূর্ববর্তী যাবতীয় চাকমা ইতিহাসকারদের মতামত ও অন্যান্য তথ্যসূত্র উদ্ধৃত করে বিতর্কিত সন-তারিখ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার মধ্যদিয়ে চাকমা ইতিহাসের ধারাকে যথাসম্ভব সুসংবদ্ধ ও আধুনিকতর করার প্রয়াস নেন। এ ছাড়া বিগত এক শতাব্দী কালব্যাপী বিভিন্ন সময়ে স্বজাতীয় লেখকদের দ্বারা প্রকাশিত স্বল্প-পরিচিত কতিপয় ইতিহাস গ্রন্থ এবং চাকমাদের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বিষয়ে দেশী-বিদেশী লেখকদের লেখা বহু পুস্তকাদি ও সন্দর্ভমালা রয়েছে, যা বাহুল্যতার ভয়ে এখানে নামোল্লেখ করা গেল না। তবে, এ প্রসঙ্গে এখানে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থের কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। তা হলো ঃ অশোক কুমার দেওয়ান প্রণীত 'চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার' (১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, কলিকাতা-১৯৯৩ ইং)। লেখক তাঁর এই গ্রন্থে চাকমা ইতিহাসের এ-যাবৎ প্রচলিত কিছু ধারনা ও তথ্যকে আপাত - মোক্ষম যুক্তির দ্বারা সমূলে উৎপাটিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষভাবে, চাকমাদের ব্রহ্মদেশ ও আরাকান অঞ্চলে অবস্থান কালের যে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ চাকমা ইতিহাসের মূল প্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত বলে ধরা হয়, তৎসমুদয়ই নাকি আদৌ চাকমা ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়। লেখকের মতে ঃ প্রকৃতপক্ষে এসব ঘটনাবলী ব্রহ্মদেশ ও আরাকানে বসবাসকারী 'শান' (Shan) বংশজ 'সাক' (Tsak) বা 'থেক' (Thek)

জনজাতীয় লোকদের ইতিহাস-সম্পৃক্ত বিষয়। তাই তিনি বলেন ঃ 'দেড় হাজার বছরের ইতিহাস অধিকাংশই ফাঁকা।' তাঁর পুস্তকটি পড়লে মনে হয় যে, চাকমারা কখনই বার্মা বা আরাকানে পা রাখেনি। যাহোক, চাকমা ইতিহাসের ঐ গুরুত্বপূর্ণ অংশটি প্রকৃতই ফাঁকা কিনা কিংবা বার্মামুলুকে তথা আরাকানে চাকমাদের রাজ্য বিস্তারের ঘটনা কি নেহাৎ এক ভ্রান্তিবিলাস সে-সম্পর্কে আলোচনার পরবর্তী অংশে প্রসঙ্গান্তরে যাচাই করে দেখা হবে।

এখন চাকমা ইতিহাসের মূলধারাটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। এ-যাবৎ প্রকাশিত যাবতীয় ইতিহাসগ্রন্থাদি (শেষোক্ত 'চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার' গ্রন্থখানি ভিন্ন) আলোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে চাকমা ইতিহাসের মূলধারাটি সৃষ্টি হয়েছে চাকমা রাজা 'বিজয়গিরি'-এর সময়কাল থেকে। (প্রকৃত উচ্চারণে 'বিজক্‌গ্রি', চাকমা ভাষায় 'বিজক' শব্দের অর্থ কুলপঞ্জী বা ইতিহাস)। তিনি ছিলেন চাকমাদের আদি-বাসভূমি বলে কথিত 'চম্পকনগর'-এর যুবরাজ। চম্পকনগর থেকে তিনি সসৈন্যে যুদ্ধাভিযানে বের হয়ে সুদূর দক্ষিণের 'মগ-লো' রাজ্য জয় করেন এবং সেখানেই নতুন এক চাকমা রাজ্যের পত্তন করেন। এই নতুন বিজিত রাজ্যের নামাকরণ হয় সাঃপ্রেই কুল। পরবর্তী কালের চাকমা রাজা মুইসাং গিরি (বার্মিজদের উচ্চারণে মইচ্চ্যাগ্রি) উত্তর-মধ্য ব্রহ্মে চলে গিয়ে নিজের নামানুসারে 'মুইসাংগিরি' বা 'মেচ্চাগ্রি' নামের নতুন এক চাকমা রাজ্যের পত্তন করেন। মুইসাংগিরি রাজ্যের রাজা অরুণযুগ (বার্মিজদের ভাষায় ইয়ংজ্য)-এর রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আরাকানরাজ মেংদি'র আক্রমনে এই রাজ্যের পতন হলে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র সূর্যজিৎ (চজং)-এর দ্বারা উত্তর-ব্রহ্মের অপর একস্থানে 'মংজাম্রু' নামে নতুন এক রাজধানীর পত্তন করেন। কিন্তু আরাকান রাজাদের আক্রমনে সেখানেও টিকতে না পেরে চাকমারা সূর্যজিৎ-এর জনৈক ভ্রাতুঃষ্পুত্র মইসাং-এর নেতৃত্বে প্রথমে চলে আসে আরাকানের সীমান্তবর্তী নিম্নব্রহ্মের 'চক্কোই ধাও' নামক স্থানে। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর আরাকানিজদের তাড়নায় ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে তারা চলে আসে বর্তমান চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত থেকনাফ বা টেকনাফ-এর নিকটবর্তী 'আলিকদম' নামক স্থানে। পরবর্তী সময়ে তারা সেখান থেকে প্রথমে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনীয়ায়, পরে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটিতে তাদের রাজধানী স্থানান্তরিত করে। এই হচ্ছে মোটামুটি চাকমা ইতিহাসের মূল-প্রবহমান ধারা।

এখন কথা হলো, 'চাকমা' জাতির ইতিহাস বিচার' গ্রন্থের লেখক অশোক কুমার দেওয়ান যাই বলুন না কেন, বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের নিরিখে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, চাকমারা প্রকৃতই ব্রহ্ম ও আরাকান অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল যাবৎ অবস্থান করেছিলেন এবং সেখানকার স্থানীয় ইতিবৃত্তে সাক (Tsak) বা থেক (Thek) নামে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তারা বর্তমান চাকমা জাতির লোকদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন। কিন্তু সমস্যা হলো বিজয়গিরিকে নিয়ে। কখন তিনি 'মগ-লো' যুদ্ধে গিয়েছিলেন? কোথা থেকে গিয়েছিলেন? 'চম্পকনগর' ও 'মগ-লো' স্থান দু'টিই বা কোথায়? ইত্যাদি প্রশ্ন। কারণ, আমরা জানি যে, বিজয়গিরি হলেন একজন Legendry পুরুষ। চাকমা লোকসাহিত্যে তাঁর নামোল্লেখ রয়েছে। সুতরাং কীভাবে তাঁকে চাকমা ইতিহাসের আদিপুরুষ হিসেবে স্থান দেওয়া হলো, তা বোধগম্য নয়। ইতিহাসকারগণ অবশ্য বিজয়গিরির সময়কালকে

নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। সতীশ চন্দ্র ঘোষ বিজয়গিরির কালটি অনুমান করেছেন চতুর্থ কি পঞ্চম শতক, বিরাজ মোহন দেওয়ান বলেছেন ষষ্ঠ শতক, 'চাকমা রাজবংশের ইতিহাস' (১৯১১ ইং)-এর লেখক রাজা ভুবন মোহন রায় ধরেছেন চতুর্দশ শতক এবং 'চাকমা জাতি ও সমসাময়িক ইতিহাস' (১৯৯৬ ইং) -এর লেখক বঙ্কিম চাকমা নিরূপণ করেছেন সপ্তম শতক, ইত্যাদি। তাই, কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য হাতে না এসে পৌঁছানো অবধি বিজয়গিরির প্রকৃত সময়কাল নিয়ে কিছুই বলা যাবে না।

'চম্পকনগর'-এর ভৌগলিক অবস্থানের বিষয়টিও খুবই বিভ্রান্তিমূলক। প্রাচীন ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও ভিয়েৎনাম সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই বিস্তৃত ভূ-খণ্ড জুড়ে প্রায় পাঁচ-সাতটি চম্পা বা চম্পানগর নামের স্থান লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে, 'মগ-লো' নামক স্থানটি আরাকানের 'মগ' জাতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হয়। 'মগ-লো' শব্দের অর্থ মগ-ভূমি (লো, লুই, লেই ইত্যাদি শব্দসমূহ তিব্বত-বর্মী বহু জনগোষ্ঠীর ভাষায় 'ভূমি' অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়)। মগ-ভূমি বলতে সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী আরাকান অঞ্চলকে বোঝায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, 'মগ' এই জাতিবাচক শব্দটি চট্টগ্রাম তথা পূর্ববঙ্গেই অধিক প্রচলিত। মূল আরাকান অঞ্চলে এই শব্দটির প্রচলন নেই। তাই, প্রাচীন আরাকান ইতিহাসে এই 'মগ' শব্দটির কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত কী আরাকানের স্থানীয় ইতিবৃত্তে, কী পূর্ববঙ্গের কোন আঞ্চলিক ইতিহাসে কোথাও 'মগ' শব্দের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় না। অতএব, 'চম্পকনগর' ও 'মগ-লো' - এ দু'টি স্থাননামের পরিপ্রেক্ষিতে বিজয়গিরি সম্পর্কিত উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ অমীমাংসিতই থেকে যায়।

(২)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মাধবচন্দ্র চাকমা কর্মী মহাশয় তাঁর 'শ্রী শ্রী রাজনামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস' গ্রন্থে চাকমাদের প্রাচীন শাক্যবংশজ রূপে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে চাকমা রাজ বংশকে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সূর্যবংশের মূলধারাটি শাক্যবংশের সঙ্গে এসে মিলেছে (গ্রন্থাকারের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ চাকমা রাজবংশটি মূলতঃ ক্ষত্রিয় বংশজাত এবং গৌতম বুদ্ধের বংশধারার সঙ্গে যুক্ত। উল্লেখ্য, ভারতের স্বনামখ্যাত সূর্যবংশটিকে রামচন্দ্রের বংশ 'ইক্ষাকু' রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়. অপরদিকে, বৌদ্ধ সাহিত্যে (দীঘ্‌ঘ নিকায়, মহাবস্তু ইত্যাদি) অনুরূপ একটি বৌদ্ধ ক্ষত্রিয় রাজবংশের নামোল্লেখ রয়েছে। তা হলো 'ওক্কাক' বংশ। বলা হয় এই রাজবংশটি পরবর্তীকালে 'শাক্য' বংশ নামে খ্যাত হয়। সিদ্ধার্থ এই রাজবংশের যুবরাজ ছিলেন। তাই, সিদ্ধার্থ তথা গৌতম বুদ্ধকে 'শাক্য-সিংহ' নামে অভিহিত করা হয়। এই দু'টি রাজবংশের পারস্পরিক সাদৃশ্য সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রোমিলা থাপার বলেন ঃ " The Northern Buddhist tradition equates Okkaka with Iksvaku and derives the etymology from iksu, sugercane, the usual etymology in Puranic sources. Was the association with the Iksvakus a latter attempt to

like the ksatriya clans which supported Buddhism with one of the two major royal lineage of the Puranic ksatriya tradition? This may explain why these clans are given no importance in the Puranic accounts." (The Ramayana : Theme and variation', India : History and thought - Ed. by S. N. Mukherjee, Calcutta - 1982, P-226) অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজবংশাদির ক্ষাত্র-কুলগৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এসব বংশধারার (genealogy) সৃষ্টি। তাই, চাকমারা প্রকৃতই সূর্যবংশজাত ইক্ষাকু বা ওক্কাক শাখার ক্ষত্রিয় কিনা, তা আমাদের বিচার্য বিষয় নয়। অথবা চাকমাদের শাক্যবংশীয় কুল-গৌরবে ভূষিত করারও উদ্দেশ্য আমাদের নেই। এক্ষেত্রে আমাদের কেবল এটাই তুলিয়ে দেখার বিষয় যে, একদা উত্তর ভারত এবং হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে বসবাসকারী বহুল পরিচিত 'শাক্য' জনগোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে চাকমাদের উদ্ভবগত সত্যি কোন সম্পর্ক রয়েছে কিনা! যেহেতু, চাকমা ইতিহাসকারগণ প্রায় প্রত্যেকেই একথা উল্লেখ করেছেন যে, চাকমারা তাদের জাতীয় পরিচিতির ক্ষেত্রে নিজেদের বরাবরই শাক্যবংশীয় বলে দাবী করে থাকেন। বলাবাহুল্য, চাকমারা সত্যিই আন্তরিকভাবে নিজেদের শাক্যবংশীয় বলে মনে করেন।

কেউ কেউ ধারনা করেন যে, বুদ্ধদেব তথা শাক্য বংশীয়রা আর্যজাতির লোক। স্বয়ং বুদ্ধদেবও তাঁর প্রচারিত ধর্মকে একাধিকবার 'আর্যধর্ম' বলে উল্লেখ করেছেন। (হয়তো তিনি এ শব্দটি আর্য-ধর্ম অর্থে নয়, মহৎ বা পরিশুদ্ধ ধর্ম অর্থে ব্যবহার করেছিলেন)। কিন্তু সাম্প্রতিককালের পণ্ডিতদের অনেকেই বুদ্ধদেব তথা তাঁর শাক্যবংশীয়দের মঙ্গোলীয় (Mongoloid) বংশোদ্ভূত বলে গণ্য করেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) এর একটি মন্তব্য এখানে তুলে ধরা যায়। তিনি বলেন—"I think it highly probable that Goutama Buddha, the sage of the Sakyas, and the founder of Historical Buddhism was a Mongolian by birth." (The Oxford History of India, 4th Ed. Delhi-1990, p-74). প্রায় অনুরূপ মন্তব্য প্রখ্যাত বৌদ্ধতত্ত্ববিদ রয়েজ ডেভিড্‌স (Rhys Davids), আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতের উপজাতিদের বিষয়ে অন্যতম গবেষক ভেরিয়ার এলুইন প্রমুখদের রচনায় লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, শাক্য তথা তাঁদের স্বগোত্রজ (congnate tribes) লিচ্ছবী, বৃজি, কোলীয়, মল্ল প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর লোকেরা ছিলেন আর্য-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রভাবাধীন লোক। তাঁদের ভাষাই এর প্রামাণ্যতা বহন করে। এ প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন ঃ "These people appear to have been largely of Tibeto-Burman origin with an Aryan veneer in the upper classes, and they developed a mixed language which was Aryan in its basis, although very largely Tibeto-Burman in syntax and vocabulary." (Kirala-Jana-Krti, Calcutta-1974, P-78). আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবাধীন এই শাক্য বংশীয়রা উত্তর ভারত থেকে শত্রুর দ্বারা বিজিত ও বিতাড়িত হয়ে উত্তরে নেপালে এবং পূর্বদেশে পূর্ববঙ্গের প্রান্তীয় অঞ্চল, আসাম সহ বার্মা, থাইল্যাণ্ড, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। এ তথ্যটি লামা তারানাথ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের বহু ঐতিহাসিকের রচনার সূত্রে জানা যায়।

শাক্যজাতির লোকদের উপর আর্যভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব ছিল প্রবল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের কোন কোন গোষ্ঠীর উপর এই প্রভাব ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ। তার প্রমাণ বর্তমানে নেপালে বসবাসকারী নেওয়ারী (Newari) সম্প্রদায়। এরা শাক্যদেরই বংশধর। চীনা ঐতিহাসিক সনাঙ শেহেন-এর মঙ্গোলীয়ার ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, শাক্যবংশ তিন প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। যেমন— মহাশাক্য, লিচ্ছবী শাক্য ও পার্বত্য শাক্য। পার্বত্য শাক্যদের উপর আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব তেমন ছিল না। নেওয়ারীরা এই শাখাভূক্ত হতে পারে। অনুরূপভাবে শাক্যদের অন্যান্য শাখাসমূহের ক্ষীয়মান অবশেষ স্বরূপ 'বর্জি'-রা পূর্ববঙ্গে 'বড়ুয়া' এবং 'কোলীয়'-রা আসামে 'কলিতা' নাম ধারণ করে এখনও টিকে রয়েছে বলে মনে করা হয়। অপরদিকে, চাকমাদের সম্পর্কে বলা হয়- এরা শাক্যজাতির 'চাতুমা' শাখার বংশধর। বুদ্ধের 'মহাপরিনির্বাণ সূত্রে' এই চাতুমাদের কথা উল্লেখ রয়েছে। চাকমা ইতিহাসকারদের অনেকে বলেন— শাক্যবংশীয় এই চাকমারা উত্তর ভারতে বৌদ্ধ-বিতাড়নের প্রাক্কালে আত্মরক্ষার্থে মূল-শাক্যভূমি ছেড়ে সুদূর আরাকান বা ব্রহ্মদেশে চলে যায়। সেখানে গিয়ে তারা নিজেদের শাক্য বা শাক বা সাক নামে পরিচয় দেয়। বার্মিজরা এই সাক শব্দটি ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারেনি। তাই, তারা এদের নাম দেয় 'থেক' (Thek)। বার্মিজদের দ্বারা দন্ত্য 'স'-এর উচ্চারণ যে সঠিক হয় না, তার প্রমাণ আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বার্মা-সম্পর্কিত এক লেখা থেকেও জানা যায়। তিনি বলেছেন ঃ বার্মিজরা দন্ত্য 'স' কে 'থ' রূপে বা 'দ' রূপে, 'র' কে 'য়' রূপে, আর অন্যান্য স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ ভিন্নরূপে উচ্চারণ করেন। (ভারত-সংস্কৃতি, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা-১৯৬৪ ইং, পৃ ঃ ৭৩)। সুতরাং, শাক্য থেকে সাক্ ও সাক্ থেকে 'থেক' হওয়া স্বাভাবিক।

উল্লিখিত এই 'থেক' (Thek) জাতির লোকদের কথা বার্মার 'মাহ্ন্নাম' (Hmannam) এবং আরাকানের 'চুইজ্যং ক্যাথা' (Chuijang Kyatha) নামক প্রাচীন ইতিবৃত্তে উল্লেখ রয়েছে। আধুনিক যুগে প্রখ্যাত বার্মা ইতিহাসবিদ মিঃ জি. ই. হার্ভে তাঁর History fo Burma (London-1925) নামক পুস্তকে এই থেকদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর এই গ্রন্থে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উচ্চ বার্মায় 'মাচ্চাগিরি' (Macchagiri) নামক এক রাজ্যের কথা উল্লেখ করেন, যে-রাজ্য টি তৎকালীন বার্মারাজা নরথিয়াপাতে (১২৫৪ - ৮৭ খ্রীঃ) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। (পৃঃ-৬২)। অবশ্য, তিনি এই রাজ্যকে বার্মার একটি প্রদেশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন. পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ অবদমিত হলে এই রাজ্যের পতন ঘটে। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মিঃ হার্ভে তাঁর পূর্বসূরী বার্মার ইতিহাসকার কর্ণেল ফেইরী, টলেমী-ভূগোলের খ্যাতনামা ব্যাখ্যাকার গেরিণি, বাংলার ঐতিহাসিক নলিনী ভট্টশালী প্রমুখদের মতামত সহ বার্মা ও আরাকানের বিভিন্ন স্থানীয় ইতিবৃত্তের তথ্য ও শিলালিপির বিবরণ ইত্যাদির বিষয় তুলে ধরে উক্ত মাচ্চাগিরি রাজ্যটি পূর্ব বাংলার 'পট্টিকেরা' রাজ্যের পূর্বসীমা থেকে শুরু করে উত্তর বার্মার পাগান রাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে উল্লেখ করেন (পৃঃ ২৭)। সুতরাং মনে করা সঙ্গত যে, চাকমা ইতিহাসে বর্ণিত মেচ্চাগিরি রাজ্যটির কথাই মিঃ হার্ভে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যেহেতু, উল্লিখিত থেক জাতির লোকরাই যে 'সাক' বা বর্তমান চাকমা জাতির লোক ছিলেন তা তিনি অপর এক লেখাতেও

ইঙ্গিত করেছেন। তিনি তাঁর "The Marma Bohmongree" নামক এক নিবন্ধে বলেছেন ঃ Some Chakmas still call themselves Chak (Thek). In pegutimes, the Thek were in the plains from some way south of Pegu, northwards to where their Kadu kinsmen spread from Tagaung westward to the Mu-head waters and beyond the Uyu river. The Thek-kadu were probably among the earliest Burmese to enter Arakan....(Journal of the Burma Research Society, XI, 1 June, 1961). বার্মার ইতিহাসে থেকদের Thayet নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। এই থেটদের জ্ঞাতি বলে কথিত 'কাডু' (Kadu) জাতির লোকেরা এখনও বার্মায় বসবাস করছে। মনে করা যায়, এরা বর্তমান চাকমা জাতির একটি উপশাখা 'কুদুক' গোষ্ঠীর অংশ বিশেষ। সুতরাং বার্মায় চাকমাদের যে রাজ্য বিস্তার ঘটেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই Bangladesh District Gazetteers – Chittagong Hill Tracts -গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ In Burmese history 'Chuijang Kyatha' it mentioned that Burman was devided into three parts one of which was under the Chakma king. (Ed. Muhammad Ishaq. Dacca - 1971, P-33)

(৩)

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যাদির বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে এটা অনুমান করা যায় যে, একদা চাকমা জাতির লোকেরা যেমনি উত্তর-বার্মায় ইরাবতী (Irrawadi) নদীর তীরবর্তী স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল, তেমনি কালক্রমে নিম্ন-বার্মার আরাকান অঞ্চলেও তাদের বসতি-বিস্তার ঘটেছিল। নিম্ন-বার্মায় অবস্থানকালে চাকমা রাজ্যের পশ্চিম সীমা পূর্ববঙ্গের 'পট্টিকেরা' রাজ্য এবং দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগরের তটবর্তী অঞ্চল অবধি প্রসারিত ছিল বলে ধারনা করা যায়। যেহেতু, বর্মার প্রাচীন ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, পূর্বোল্লিখিত 'মাচ্চাগিরি' রাজ্যটি পট্টিকেরা রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ছিল এবং তার দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে, প্রাচীনকালে কোন একসময়ে চাকমাদের বাসভূমি পূর্ববঙ্গের সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে চাকমা লোক-সাহিত্যের বিবরণ থেকেও জানা যায়। চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী লৌকিক কাব্য 'রাধামন-কনপুদি পালা'-য় উল্লেখ রয়েছে ঃ চাকমা রাজা বিজয়গিরির সেনাপতি রাধামন-এর পৈতৃক বাসস্থান 'কনপাদা' নামক গ্রামটি চাকমারাজ্য 'চম্পকনগর'-এর অন্তর্গত মেঘনা নদীর তীরবর্তীস্থানে অবস্থিত ছিল। এই লৌকিক কাব্যে 'খইগাঙ' নামক একটি নদী ও 'দেওমুড়া' নামক একটি পাহাড়ের বর্ণনাও লক্ষ্য করা যায়, যা যথাক্রমে বর্তমান ত্রিপুরায় অবস্থিত 'খোয়াইনদী' ও 'দেবতা মুড়া' হতে পারে বলে অনুমিত হয়। তাছাড়া, এই কাব্যে বর্ণিত অন্যান্য প্রাকৃতিক বর্ণনা থেকে এটা ধারনা করা যায় যে, উল্লিখিত চম্পকনগর রাজ্যটি বাস্তবিকই মেঘনানদীর পূর্বতীরবর্তী স্থানে বিদ্যমান ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালে সুদীর্ঘকাল যাবৎ মেঘনানদীর পূর্বতীর জুড়ে ভোট-বর্মী তথা মঙ্গোলীয় জাতির লোকদের আবাসভূমি ছিল বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতেঃ ব্রহ্মপুত্র নদীর নামটির মতো মেঘনানদীর নামটিও ভোট-বর্মী

ভাষার শব্দসম্ভূত। চাকমারা ভোট-বর্মী জাতির লোক হওয়ার সুবাদে তাই অনুমান করা সঙ্গত যে, চাকমা ইতিহাসে বর্ণিত চম্পকনগর রাজ্যটি হয়তো মেঘনানদীর পূর্বতীরেই অবস্থিত ছিল। এ প্রসঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লার সন্নিকটবর্তী 'চম্পকনগর' এবং ত্রিপুরার 'চম্পকনগর'—এই স্থান দু'টির নাম উল্লেখনীয়। এ দু'টি স্থাননামের কোন একটির সঙ্গে চাকমা ইতিহাসে বর্ণিত চম্পকনগরের কোন সম্পর্ক রয়েছে কিনা তা গবেষণার বিষয়। অবশ্য 'চাকমা জাতি' গ্রন্থের লেখক সতীশ চন্দ্র ঘোষ অনুমান করেছেন— বর্তমান ত্রিপুরার চম্পকনগর নামক স্থানটি চাকমা ইতিহাসে বর্ণিত চম্পকনগর হলেও হতে পারে।

অপরদিকে, উল্লিখিত চাকমা রাজ্যটির দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর অবধি বিস্তৃত ছিল বলে অনুমান করারও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত একটি স্থানের নাম 'থেকনাফ' (Thek-naff)। 'থেক' (Thek) শব্দ থেকেই প্রমানিত হয় যে, এই স্থানটি একদা চাকমাদের বাসভূমির অন্তর্গত ছিল। এছাড়া তৎ-সন্নিকটবর্তী 'কুতুবদিয়া' নামক ছোট্ট দ্বীপটির নামাকরণও বেশ ইঙ্গিতবহ। অনুমান করা যায়, 'কুতুব' এই শব্দটি চাকমাদের অপর এক শাঁখা 'কুদুক' শব্দ থেকেই সৃষ্ট। 'দিয়া' শব্দটি দ্বীপ শব্দের রূপান্তর। উল্লিখিত উভয় স্থাননামই আরাকানী শব্দজাত নয়।

এ প্রসঙ্গে এখন 'রোয়াঙ' বা 'রোয়াং' শব্দটি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। চাকমাদের অপর এক জনপ্রিয় লৌকিক কাব্য 'চাদিগাং ছারা পালা'-য় 'রোয়াং' নামক দক্ষিণের সমুদ্রোপকুলবর্তী একটি রাজ্যের কথা বলা হয়েছে, যা নাকি চাকমা রাজা বিজয়গিরির আক্রমণের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। এই 'রোয়াং' শব্দটি 'রিয়াং' শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য ব্যঞ্জক। রিয়াং উপজাতীয় লোকেরা ত্রিপুরায় আগমনের বহুপূর্বে আরাকানের পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করতো তার প্রমান মেলে। সম্ভবতঃ, 'রিয়াং' এই জাতিবাচক শব্দ থেকেই 'রোয়াং' শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। আরাকানীদের উচ্চারণে এটি হয় 'রোঁয়েইঙ'। মধ্যযুগের আলাওল প্রমুখ মুসলমান কবিগণ আরাকানের এই 'রোয়াং' বা 'রোঁয়েইঙ' রাজ্যটির নামোল্লেখ করেছেন 'রোসাঙ্গ' রূপে। অনুমিত হয় যে, আরাকানের মায়ু, মাতামুরী (মতাইমুরী?) শঙ্খ ইত্যাদি নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে রিয়াংগণ আরাকানীদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে প্রথমে তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের মায়ানী অঞ্চলে (মায়ানট্টাং বা মায়ুং-নি-ট্টাং অর্থাৎ হাতির পাহাড়), পরে গোবিন্দমাণিক্যের আমলে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। রিয়াংদের সঙ্গে চাকমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও মৈত্রীর সম্পর্ক বহুকাল আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল বলে ধারনা করা যায়। চাকমা লোকসাহিত্য 'রাধামন-ধনপুদি পালা'য় রিয়াংরাজ্যকে 'কাঞ্চনদেশ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। (বাস্তবিকই রিয়াংদের রাজ-পদবীকে বলা হয় 'রায়-কাঞ্চন')। চাকমারা ত্রিপুরী ও রিয়াং — এই উভয় সম্প্রদায়কে 'তিবিরা' নামে সম্বোধন করে থাকে। চাকমাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত 'বিজক'-এ উল্লেখ আছে যে, চাকমা রাজা বিজয়গিরির পিতা (মতান্তরে ভ্রাতা) রাজা উদয়গিরির জনৈক সেনাপতির নাম ছিল 'কুঞ্জধন'। সে ছিল 'তিবিরা' অর্থাৎ রিয়াং সম্প্রদায়ের সর্দার। রিয়াংদের প্রাচীন ইতিকথাতেও এই তথ্যের ইঙ্গিত মেলে। তাতে বলা হয়েছে—উদয়গিরি ছিলেন একজন ত্রিপুরী রাজা। যেমন, মিজোরামের ট্রাইবেল রিসার্চ ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত

'A breif account of Riangs in Mizoram' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছেঃ "According to their traditional tale, they formerly settled in the hill terrains to the south of Matamuri river under the leadership of two brothers by name Kilang and Manglay, who were the Karbaris or managers on behalf of Tippera Raja Udaigiri." (Aizawl, Ist edition-1986, P-1) ঐ একই তথ্য মুহম্মদ ইশাক সম্পাদিত 'বাংলাদেশ ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটীয়ারঃ চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস' (ঢাকা, 1971 ইং, পৃঃ 25) গ্রন্থেও লক্ষ্য করা যায়। তাই অনুমান করা সঙ্গত যে, এক্ষেত্রে চাকমা রাজা উদয়গিরিকেই হয়তো ভুলক্রমে ত্রিপুরী রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু, পর্বতরাজ বা শৈলেন্দ্ররাজ এই ভাবগত অর্থে 'গিরি' শব্দের ব্যবহার এতদঞ্চলে কেবলমাত্র চাকমাদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, 'কারবারী' শব্দটিও বিশেষ ইঙ্গিতবহ। একমাত্র চাকমাদের মধ্যেই গ্রামের মোড়ল বা প্রাধান অর্থে এই উপাধিবাচক শব্দটির প্রচলন দেখা যায়। তাই, অনুমান করা যায় যে, অতীতের কোন এককালে চাকমাদের পূর্ব-পুরুষেরা পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার বর্তমান ভৌগলিক পরিসীমার মধ্যে বসবাস করতো।

প্রসঙ্গতঃ আরেকটি ঐতিহাসিক তথ্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তা হলো, ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা' গ্রন্থে উল্লেখিত 'লিকা' জাতির লোকদের সঙ্গে জনৈক ত্রিপুরী রাজার যুদ্ধের প্রসঙ্গটি। কৈলাস চন্দ্র সিংহ সম্পাদিত রাজমালায় উল্লেখ করা হয়েছে—ত্রিপুরী রাজা যুঝারু ফা 'লিকা' নামক এক জাতিকে আক্রমন করে পরাজিত করেন। এই লিকাদের রাজধানীর নাম ছিল 'রাঙ্গামাটি' (বর্তমান ত্রিপুরার উদয়পুর)। তাদের রাজার নাম ছিল ধামাই। এই লিকারা নাকি খুবই শুদ্ধাচারী ছিলেন এবং তারা নদী-মাতৃকার পূজো করতেন। রাজমালার টীকাকার কালীপ্রসন্ন সিংহ লিকাদের 'মগ' উপজাতীয় লোক বলে ধারনা করেছেন। কিন্তু, আমরা মনে করি, এই লিকারা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে চাকমা সম্প্রদায়ের লোক। কারণ, চাকমা সমাজে 'ধামাই' নামক বিশিষ্ট একটি গোষ্ঠী (sect) বিদ্যমান। তাছাড়া, চাকমারা একান্ত ভক্তিসহকারে এখনো গ্রামভিত্তিক নদী-মাতৃকার পূজো করে থাকে, যা 'থানমানা' বা 'গঙাপূজা' (গঙ্গাপূজো) নামে আখ্যায়িত। হয়তো ত্রিপুরীরা প্রাচীন উদয়পুরের রাঙ্গামাটি নামক স্থানে বসবাসকারী চাকমাদের 'লিকা' এই বিশেষ নামে সম্বোধন করেছিলেন। উপজাতিদের মধ্যে প্রতিবেশী ভিন্ন জাতির লোকদের নিজেদের সুবিধামতো নামে সম্বোধন করার রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে। ত্রিপুরীরা মিজোদের বলে সিকাম, মনিপুরীদের মেখলী, বাঙালীদের বলে ওয়ানছা ইত্যাদি। তাছাড়া, রাঙ্গামাটি শব্দটিও বিশেষ ইঙ্গিতবহ। মগ সম্প্রদায়ের ভাষায় এ ধরনের স্থাননাম হওয়ার কথা নয়। যাঁরা মগদের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল, তাঁদের পক্ষে এ কথাটির যথার্থতা সহজেই অনুমেয়। আর্যভাষার শব্দের দ্বারা কোন স্থানের নামাকরন চাকমা সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা হওয়াই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গতঃ এখানে দক্ষিণ ত্রিপুরার পিলাক অঞ্চলের প্রত্ন-সংস্কৃতির বিষয়টিও উথাপন করা যায়। আমরা জানি যে, দক্ষিণ ত্রিপুরার পিলাক এলাকাসহ উদয়পুর, অমরপুর প্রভৃতি স্থান থেকে যে-সমস্ত প্রত্নসামগ্রী এযাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার অধিকাংশই বৌদ্ধ-সংস্কৃতির নিদর্শন। এবং তাদের গঠনশৈলী বা মোটিফ বাংলাদেশ মঙ্গোলীয় শিল্পধারার দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু, বৌদ্ধ-প্রত্নসামগ্রী ছাড়াও সেখানে পাওয়া

গিয়েছে বহু হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি ও পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শন, যা অত্রাঞ্চলে মিশ্র-সংস্কৃতির সপ্রতিভ উপস্থিতি প্রমান করে। তা থেকে এটাই বোধগম্য হয় যে, উল্লিখিত শিল্পকৃতিসমূহ এমন এক জনসমাজের দ্বারা সৃষ্ট, যাঁরা যুগপৎ বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় ভাবধারায় সমৃদ্ধ। চাকমারা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বৌদ্ধ-তন্ত্রযানের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এই বৌদ্ধ-তন্ত্রযানের ধারাটি হিন্দু ধর্মের দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত। চাকমারা বৌদ্ধ-তন্ত্রযানের অনুগামী হওয়ার সুবাদে ব্রহ্মদেশীয় ও আরাকানীরা চাকমাদের বিশুদ্ধ থেরবাদী (স্থবিরবাদী) বৌদ্ধধর্ম থেকে বরাবর বিচ্যুত (deteriorated) বলে মনে করতো। এবং সে কারণে ব্রহ্মী ও আরাকানীরা 'থেক' অর্থাৎ চাকমাদের সঙ্গে একাধিকবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল বলে তাদের জাতীয় ইতিবৃত্তে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং পিলাকের শিল্পধারার সৃষ্টির পেছনে একদা পূর্ববঙ্গের সীমান্তজুড়ে বসবাসকারী চাকমাদের অবদান ছিল এমন ধারণা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার সহ বাংলার বহু ঐতিহাসিক মনে করেন ঃ পূর্ববঙ্গের সঙ্গে ব্রহ্ম ও আরাকানের রাজনৈতিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই। অধিকন্তু বলা হয় যে, প্রাচীনকালে বিভিন্ন সময়ে পূর্ববঙ্গের বহু এলাকা আরাকানীদের অধিকৃত ছিল। কোন এক সময়ে নাকি পূর্ববঙ্গের নৃপতিগণ নিজেদের স্বাধিকার রাক্ষার্থে আরাকানীদের কর দিতে বাধ্য ছিলেন। তাতে অনুমিত হয় যে, পূর্ববঙ্গীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আরাকানীদের গভীর সংযোগ থাকা খুবই স্বাভাবিক। অথচ লক্ষ্য করা যায়, পূর্ববঙ্গীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব আরাকানীদের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষীণ ও অকিঞ্চিৎকর। তাহলে কি আমরা এটাই মনে করতে পারি যে, আরাকানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের পারস্পরিক সংযোগের কথা বলা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষেই হয়তো গড়ে উঠেছে চাকমা জাতির মাধ্যমে। এ-সম্পর্কে অনুমানের একটি বিশেষ সূত্র হলো—বৃটিশ যুগের প্রথম দিকেও চাকমাজাতির লোকদের আরাকানী তথা 'মগ' বলে ভ্রম করা হতো। হয়তো এ ধরনের ভ্রম বহুকাল আগে থেকেই চলে আসছিল। এ ছাড়া আরেকটি প্রধান কারন হলো ঃ চাকমা ভাষার সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গীয় বাংলাভাষার সাদৃশ্য। দীর্ঘকাল সহাবস্থান ও মেলামেশার ফলেই গড়ে ওঠে এরূপ ভাষাগত সাদৃশ্য। যাহোক, পূর্ববঙ্গের লোকদের সঙ্গে চাকমাদের বিভিন্ন বিষয়ে সাদৃশ্যের প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক কোন গভীর সংযোগের সূত্র রয়েছে কিনা, সে বিষয়ে যদি নিশ্চিত হওয়া যায়, আমাদের মনে হয়, তাহলে পিলাক ও ঊনকোটীর প্রত্ন-ভাস্কর্য সৃষ্টিকারীদের পরিচয় সম্পর্কে আমাদের এতোদিনের যে-জিজ্ঞাসা বিদ্যমান রয়েছে, তা হয়তো নিরসন হবে এবং অপরদিকে চাকমা ইতিহাসের একটি আবৃত অধ্যায়েরও উন্মোচন সম্ভব হবে।

(৪)

মাধব চন্দ্র চাকমা কর্মী মহাশয় প্রণীত "শ্রীশ্রী রাজনামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস" গ্রন্থখানি চাকমা ইতিহাসের একটি আকরগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। এ গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যাদির মধ্যে কেবল মাত্র বিজয়গিরির পূর্বেকার পৌরাণিক আখ্যানমূলক অংশটি বাদ দিলে অন্যান্য তথ্যসমূহ এখনও নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ তথা চাকমা ইতিহাস রচনার পক্ষে সহায়ক। বিশেষভাবে, ত্রিপুরীদের সঙ্গে চাকমাদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের বিষয়টি এ গ্রন্থেই প্রথম গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। এ-

সমস্ত তথ্যাদি ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ রাজমালায় উল্লেখিত হয়নি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গ, যাঁরা আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রতি উৎসাহী এবং ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে ভিন্নতর দৃষ্টিকোন থেকে তথ্যাদির নব-মূল্যায়নের পক্ষপাতী—এ গ্রন্থখানি তাঁদের আকৃষ্ট করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এছাড়া এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্য, যথা—চাকমাদের ধর্মশাস্ত্র, ধর্মীয় সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার ও ত্রিপুরায় চাকমাজাতির আগমন শীর্ষক বিষয়সমূহ খুবই প্রাসঙ্গিক, যা ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ চাকমা ইতিহাস রচনার পক্ষে সহায়ক হবে। এ গ্রন্থখানি প্রায় ষাট বছর আগে লেখক নিজস্ব উদ্যোগে এবং শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক আনুকুল্যে প্রকাশ করেছিলেন। বর্তমানে এটি দুষ্প্রাপ্যই বলা চলে। ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র-এর কর্তৃপক্ষ চাকমা ইতিহাসের এ আকর গ্রন্থখানি পুনঃমুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। আমরা আশা করি, ইতিহাস-পিপাসু পাঠকেরা এর ফলে উপকৃত হবেন।

আগরতলা
১-১২-'৯৭ইং

—নিরঞ্জন চাকমা

ভূমিকা

পৃথিবীর যে কোনও (সভ্য ও অসভ্য) জাতিকে সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে সেই জাতির সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা আবশ্যক। নতুবা বাহির হইতে একাংশ মাত্র দেখিয়া ভাসা ভাসা জ্ঞানে সেই জাতির সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিলে তাহা যে সর্ব্বত্র অভ্রান্ত হইবে, এমন স্বীকার করা যায় না। জাতির উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, বিস্তৃতি, পরিণতি, উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে অর্থাৎ জাতির সম্পূর্ণ ধারণা করিতে হইবে, তাহা না হইলে কোনও জাতিকে সম্যক্‌রূপে চিনা অসম্ভব। আমরা জাতি সম্বন্ধে যাহা শুনি, যাহা দেখি, তাহার কারণ দীর্ঘকাল চিন্তা করা আবশ্যক। জাতীয় ইতিহাস আলোচনায় অজ্ঞতা বশতঃ জাতিতে জাতিতে, সমাজে সমাজে পরস্পর নিন্দা, একে অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হয়। ইহাতে কিন্তু প্রত্যেক জাতির যে বিশেষত্ব আছে, তাহা প্রকাশ করা হয় না। ভিন্ন জাতির কথা দূরে থাক, স্বজাতির, স্বধর্ম্মের, স্বদেশের সম্বন্ধেই বা কাহার কতটুকু জ্ঞান আছে? আমাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত, আচার-ব্যবহার,ধর্ম্ম-কর্ম্ম, জাতীয় উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধেই বা সমাজের কয় জনে চিন্তা করিয়া থাকে? স্বজাতি সম্বন্ধেও যদি আমাদের অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তবে ভিন্ন জাতি সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে না বুঝিয়া কোনও মতামত প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এক্ষেত্রে সহসা অগ্রসর হওয়া সুকঠিন। আধুনিক লেখকেরা এ সম্বন্ধে বড়ই অবিচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র (অগভীর জ্ঞানবলে) যে কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন।

ভারতবাসী প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাস রচনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে। ভারতের কোন জাতির ইতিহাস ধারাবাহিক রূপে লিখিত হয় নাই। এ জন্য ভারতের কোন জাতির সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায় না, সুতরাং কোন জাতির ইতিহাস সুসম্পূর্ণ নহে। চাক্‌মা জাতির ইতিহাসও যে এইরূপ অসম্পূর্ণ থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে (বাং ১৩৬৬ সাল) স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় চাক্‌মা জাতির ইতিবৃত্ত "চাক্‌মা জাতি" নামধেয় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। চাক্‌মা জাতির ইতিবৃত্তের উপাদান সংগ্রহে তিনি বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, এ জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার "চাক্‌মা জাতি" পাঠে আমরা পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই। তিনি আমাদের চাক্‌মা জাতি সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আমরা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ না হইলেও তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। দুঃখের বিষয় চাক্‌মা জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে যে দিক দিয়া তাঁহার

গবেষণা করিবার উচিত ছিল, সেই দিকটা তিনি উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি উপযুক্ত উপাদানের অভাবে অপসিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। "চাক্‌মা জাতি" প্রকাশের পর হইতে আমিও স্বল্পজ্ঞানে আমাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াছি। তাহার ফলে আমার মনে চাক্‌মা জাতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইয়াছে।

আমাদের প্রাচীন বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন— চাক্‌মা জাতি চট্টগ্রামের বা আরাকানের আদিম অধিবাসী নহে; তাহারা চম্পানগর ও "নুরনগর" হইতে আগত। প্রাচীন কালে চাক্‌মা জাতি পৈতাধারী ক্ষত্রিয় ছিল। চম্পক নগরের চাক্‌মা রাজা সাধেংগিরি রাজা ছিলেন। অতীত কালে কোন চাক্‌মা নরপতি মুসলমান নবাবের কন্যা বিবাহ করায় স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে পশ্চিম মুখী হইয়া দাহ ক্রিয়া করবস্থ করা হইত— ইত্যাদি প্রবাদ বাক্য লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। এই সকল প্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে কি না চাক্‌মা সমাজে তাহা অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হই। ইতিহাসের একটি উপাদান জাতীয় প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কার সমূহ। এই সকল প্রাচীন বদ্ধমূল সংস্কার সমূহ আলোচনা দ্বারা জাতির প্রাচীন রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের খাঁটি নিদর্শন উদ্ধার করা যাইতে পারে। পুরাতন তথ্য উদঘাটনের নিমিত্ত এই পন্থাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ক্লার্ক সাহেব, কর্ণেল তড্ সাহেব প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই উপায় অবলম্বন দ্বারা অনেক স্থলেই সাফল্য লাভ করিয়াছেন। রাষ্ট্রবিপ্লবে হউক বা ধর্ম্মবিপ্লবে হউক, তাহারা চম্পানগর হইতে স্থানান্তরিত হইতে বাধ্য হইয়াছে। চাক্‌মা জাতি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-কর্ম্ম ব্যতীত প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপে হিন্দু-ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ নিদর্শন স্বরূপ তাল পাতায় লিখিত ছোট বড় ১৮/১৯ খানি "আগর তারা" বা ধর্ম্মগ্রন্থের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে। মহাযান ধর্ম্মের অবশেষ "রাউলী" সম্প্রদায় দেখিতে পাই। বিস্ময়ের বিষয়, আমাদের খাঁটি চাক্‌মা ভাষা প্রায়ই অনুস্বারযুক্ত। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় কোন পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে এই প্রকার ভাষার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের উদারতা গুণে ও আনুকূল্যে যখন পালি ভাষা শিক্ষার প্রবর্ত্তন আরম্ভ হইল এবং কয়েকজন পালি ভাষাবিদ্ পণ্ডিত কয়েকখানা পালি গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিলেন এবং পালি ভাষাবিজ্ঞ ভিক্ষু মহোদয়গণ ধর্ম্মে-কর্ম্মে, পালি ভাষায় গ্রথিত তথাগত বুদ্ধের উপদেশাবলী বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া ব্যাখ্যা বুঝাইতে লাগিলেন, তখন বুঝা গেল এই দুর্ব্বোধ্য "আগর তারা" পালি ভাষায় গ্রথিত শ্রীবুদ্ধের অমিয় বাণী। আমাদের জাতীয় ভাষা অধিকাংশ পালি ভাষা বা প্রাকৃত ভাষার অপভ্রংশ মাত্র। কিন্তু আজ চাক্‌মা জাতি বিদেশে আসিয়া অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছিয়া নিজের জাতি, নিজের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাতির মধ্যে বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় প্রধানতঃ দুই জাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা— বড়ুয়া জাতি ও চাক্‌মা জাতি। এই দুই বৌদ্ধ জাতির প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে বিধর্ম্মী লেখকের যাহা তাহা লিখিয়া যাইতেছে। ইংরেজ লেখকগণের মধ্যে স্যার রিজ্‌লি, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কমিশনার কাপ্তেন হার্ব্বার্ট লুইন, পণ্ডিত প্রবর এফ্ মুলার প্রভৃতি এবং বাঙ্গালী লেখকগণের মধ্যে চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রণেতা

তারক বাবু, ত্রিপুরার ইতিহাস লেখক কৈলাস চন্দ্র সিংহ, রাজ.মালার নূতন সংস্করণের সম্পাদক পণ্ডিত প্রবর কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ, "চাক্‌মা জাতি" প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ সতীশচন্দ্র ঘোষ M.R.A.S. মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। চাক্‌মা জাতির জাতীয় রহস্য জটিল বিধায় সতীশ বাবু চাক্‌মা জাতির মধ্যে বহুকাল বাস করিয়া ও চাক্‌মা জাতিকে সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন নাই। এই সকল লেখকগণের লেখা পড়িয়া অনেক স্থলেই সাতকানা হস্তী দর্শনের কথা মনে পড়ে। এই সকল লেখকগণ প্রত্যেকেই চাক্‌মা জাতির এক একটা স্বতন্ত্র দিক দর্শন করিয়া অনুমান বলে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রত্যেক বিষয়ে সমগ্র জাতির এক একটি বিষয় স্বতন্ত্ররূপে দর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত করা এক কথা, এবং ঐ সকল সমষ্টিরূপে দর্শন করিয়া সিদ্ধান্ত করা অন্য কথা, পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ এই জন্য সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। বিগত যুগের কত নিদর্শন জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। দেশ বিদেশে কত নিদর্শন হয়ত অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? তাহাতে হয়ত কত অজানিত বিষয় আছে, যাহার আবিষ্কারে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গৌরবময় যুগের সংবাদ জানিতে পারি। ঐতিহাসিকের পথ সর্ব্বত্র সুগম নহে উহা দুর্গম কন্টকাকীর্ণ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক্ষেত্রে সহসা অগ্রসর হওয়া সুকঠিন। যে কোনও বিষয় বিশ্লেষণ করিতে হইলে দুইটি নিয়মে করা হয়, একটি বিলোম বা বিশ্লেষণ প্রণালী , অপরটি অনুলোম বা সমবায় প্রণালী Synthesis একটি কারণ ধরিয়া কার্য্য ফলে উপস্থিত করে; অপরটি কার্য্য হইতে কারণে উপস্থিত করে। এইরূপ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিচার ব্যতীত কোনও বিষয় সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা অসম্ভব। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিচারই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। সকল শাস্ত্র, সকল বিদ্যা ঐ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাসও ঐ নিয়মের বহির্ভূত নহে। বর্ত্তমান চাক্‌মা জাতি যে অবস্থায় পরিণতি লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ যে কার্য্যফলে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সঠিক কারণ নির্দ্দেশ করা অতিশয় সুকঠিন। আমাদের মনে হয় কার্য্য বর্ত্তমান, কারণ অতি সূক্ষ্ম, অতীতের গর্ভে নিহিত। চাক্‌মা জাতির আকৃতি-প্রকৃতি, বেশ-ভূষা, ভাব-ভাষা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও লিপি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, রাজা ও প্রজা, গোজা ও গোষ্ঠী, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা আবশ্যক। অপর দিকে ভারতের অতীত ইতিহাসও আলোচনা করা আবশ্যক। ভারতের ইতিহাস ছিল না, আধুনিক প্রথায় তখন ইতিহাস লিখিবার প্রথাও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তখনকার ইতিহাসে প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও জাতি বা বংশ সংক্রান্ত বিষয়ই লিখিত হইত।

এই হিসাবে হিন্দুর বেদ-বেদান্ত, দর্শন-উপনিষদ, ভারত-রামায়ণ, পুরাণ-উপপুরাণ, কালিদাসের কাব্য, সংস্কৃত সাহিত্য এবং বৌদ্ধ-সাহিত্য ত্রিপিটক শাস্ত্র পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসের প্রধান উপাদান। বিশেষতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত কালের ইতিহাস জানিবার জন্য বৌদ্ধ সাহিত্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই। রামায়ণে প্রধানতঃ সূর্য্যবংশীয় রাজন্য বৃন্দের এবং মহাভারতে চন্দ্রবংশীয় রাজন্যবৃন্দের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভারতে যখন যে-জাতি পরাক্রান্ত হইয়াছে, সেই জাতির গুণ বর্ণনার জন্য এইরূপ ইতিবৃত্ত রচিত হইয়াছে। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিনীও ঐরূপে লিখিত। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত ইতিহাস প্রায়ই পক্ষপাতিত্ব দোষে

লুপ্তিত। পরাজিত জাতি কোথায় গেল, কি পরিণতি লাভ করিল এ সম্বন্ধে এ জাতীয় ইতিহাস প্রায়ই লিখিত হয় না, ইতিহাসের মূল্যও এইরূপ। ভারতে প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে বৌদ্ধ যুগ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিপ্লবে ও রাষ্ট্র বিপ্লবে বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতন হইয়াছে, বহু প্রচীন জাতির নাম বিলুপ্ত হইয়াছে, বহু জাতি আবার গঠিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতনের পর পুনরায় হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে অতীত যুগের ভাব, ভাষা, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার কত পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া কত জাতি গঠিত হইয়াছে, কত জাতির পতন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ভারতের ধর্ম্ম ও জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সেই গৌরবময় যুগকে বাদ দিলে অপরাপর বিভিন্ন জাতি কেন, জাতিভেদ প্রধান বর্ণাশ্রম যুক্ত হিন্দু জাতিরও জাতীয় সমস্যা সমাধান হইবে না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম অন্তর্হিতপ্রায় হইলেও তাহার গৌরবময় বৌদ্ধ যুগের শেষ নিদর্শন সকল বিজন পর্ব্বত গুহায়, পর্ব্বতগাত্রে, পাষাণে, মঠে-মন্দিরে, প্রাচীর স্তম্ভে, বিভিন্ন মানব জাতিতে রাখিয়া গিয়াছে। আমার বোধ হয় চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বড়ুয়া ও চাক্‌মা জাতি বিগত বৌদ্ধ যুগের ও ভারতীয় বৌদ্ধ জাতির শেষ নিদর্শন। বাঙ্গলা দেশে প্রায় চারি লক্ষ বৌদ্ধ বাস করিতেছে। তন্মধ্যে চাক্‌মা জাতির সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। এই দেড় লক্ষ চাক্‌মা জাতির মধ্যে অন্বেষণ করিলে বিগত বৌদ্ধ যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।[১]

ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব যখন পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল, তখন বহু জাতি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সার্ব্বভৌম বৌদ্ধধর্ম্মের শীতল ছায়ায় তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আর্য্য-অনার্য্য, সভ্য-অসভ্য সকল জাতিই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী কোথায় গেল, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। বিধর্ম্মিগণের হস্তে কি নিঃশেষে নিহত হইয়াছিল? ইতিহাস কিন্তু তাহা বলে না। বিধর্ম্মিগণের হস্তে যে বৌদ্ধগণ নিহত ও নিগৃহীত হয় নাই তাহা নহে, তবে সমূলে ধ্বংস হয় নাই। নির্য্যাতীত বৌদ্ধগণ কেহ কেহ হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া স্বধর্ম্মচ্যুতির ভয়ে দেশ-দেশান্তরে গমন করিয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি মনে করি ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের ইতিহাসের সহিত চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী বড়ুয়া ও চাক্‌মা জাতির জাতীয় ইতিহাসের সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমরা শুধু এই সূত্র ধরিয়া যদি জাতীয় রহস্য উদঘাটন করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। চাক্‌মা জাতি যদিও উপরোক্ত কারণে স্থানান্তরিত হইতে বাধ্য হয়, তথাপি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় ভাষা, জাতীয় ভাব, আচার-ব্যবহার, যাহা জাতির অস্থি-মজ্জায় গ্রথিত, তাহা অবশ্য বিদেশে আনয়ন করিয়াছিল। পরে বিদেশে ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম্মিগণের প্রভাবে ঐ সকল বহু পুরুষ-পরম্পরা প্রচলিত জাতীয় ভাবগুলি পরিম্লান হইলেও বর্ত্তমানে কিছু না কিছু নিদর্শন রহিয়াছে। এই হেতু বাদে আমি আমাদের জাতীয় রহস্য উদ্ঘাটনে নিয়োজিত হইয়া সমাজের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম-কর্ম্ম তন্মূলক ধর্ম্মশাস্ত্র, উহার প্রয়োগ, পূজা-পার্ব্বণ, পুরাতন-কাহিনী, প্রাচীন পুঁথি-পত্র, বংশতালিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি। ঐ সকল কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিচার করিয়া অনেক বিষয়ে সুযুক্তিমূলক মীমাংসা পাইয়াছি।

বহুদিন সৌভাগ্যবশতঃ আমার জ্ঞাতিদিগের মধ্য বহু পুরাতন কাহিনী, বংশতালিকা, প্রাচীন পুঁথিপত্র সংগৃহীত এবং রক্ষিত আছে। প্রাচীনকালে মদীয় বংশীয়রা ধনে-মানে চাকমা সমাজে উন্নত না হইলেও বিদ্যাচর্চ্চায় উন্নত ছিল। জ্ঞাতিগনের মধ্য সুপ্রসিদ্ধ সাধু-সিদ্ধ মহাপুরুষ শিবচরণ সন্ন্যাসী প্রায় দেড়শতক বৎসর পূর্বে "গোজেনলামা" বা গোঁসাঞি সুত্তং রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই মূল গোজেনলামায় পালি শব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আমাদের বংশ তালিকার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত নাম পাওয়া যায়। ঐ সকল নাম "জ্ঞাতি পিন্ডদান" ব্যাপারে লিপিবদ্ধ করা হত। পুরাতন পুঁথিপত্র যাহা আছে, তাহা চাকমা লিপিতে ও পুরাতন বঙ্গ লিপিতে (বামনী লেখা) লিপিবদ্ধ। ঐ সকল পুঁথিপত্রের পাঠোদ্ধার করা সহজ নহে। ৪-৫ দিন চেষ্টার পর "রাজনামা" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পুঁথি আবিষ্কার করিলাম। তাহা পাঠ করিয়া জানিলাম ইহা সংক্ষিপ্তভাবে চাকমা জাতির সম্পূর্ণ ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। (চাকমা জাতি প্রণেতা সতীশবাবু এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।) পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা কেবল চাকমা নরপতিগণের নামের তালিকা মাত্র নহে, তাহাতে চাকমা জাতির রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের পরিবর্তনের কারণও পরিদৃষ্ট হয়। অনুসন্ধানে চাকমা সমাজে এই প্রকার "রাজনামা" আরো ২-১ টি দেখিতে পাইয়াছি। সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় "চাকমা জাতি" ১৩১৬ সালে ১৯১০ ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। ১৯১৯ ইংরাজীতে ১৩২৬ বঙ্গাব্দে মহামান্য চাকমারাজা ভুবনমোহন রায় বাহাদুর "চাকমা রাজ-বংশ" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সতীশবাবুর গ্রন্থে চাকমা নরপতিগণের নাম ধারাবাহিক রূপে লিখিত হয় নাই। কিন্তু "চাকমা রাজ-বংশ" গ্রন্থে চাকমা নরপতি গণের নাম শাক্য রাজা হইতে ধারাবাহিক রূপে লিখিত হইয়াছে। মৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত দুইখানি "রাজনামায়"ও ঐরূপ উল্লেখ দেখা যায়। আমার কেমন সন্দেহ হইল, ইহার মধ্যে বোধহয় বহু অজ্ঞাতনামা রাজগণের নাম বাদ পড়িতে পারে। কাশ্মীরের ইতিহাস "রাজ-তরঙ্গিনী" গ্রন্থেও এই রূপ উল্লেখ দেখা যায়। (কলহন কৃত রাজ তরঙ্গিনী হিতবাদী সংস্করণ ১ম তরঙ্গ, ৯,১০,১১,১৬,১৭ ,১৮, শ্লোক দেখুন।) এইরূপ চিন্তা করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। পরিশেষে, মুলিমা গোজা (বড় কার্ম্মি গোজার ধেয়াগোষ্ঠীর প্রধান শাখা) ছল্যা গোষ্ঠীজ সূর্য্যচন্দ্র কার্ব্বারীর নিকট একখানি এই "রাজনামা" প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে সূর্য্যবংশ হইতে শাক্য বংশের উৎপত্তি এবং শাক্য রাজা হইতে বিজয় গিরি রাজা পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। বিজয় গিরি রাজার পর সিরিত্তমা প্রভৃতি বহু রাজাগণের নাম পাওয়া যায়, যাহা অন্যান্য রাজনামায় পাওয়া যায় না। পরিশেষে— জব্বর খাঁর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত লিখিত আছে।

মূল পুস্তকখানি দেখিবার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি এইরূপ বর্ণনা করিলেন,—

"রাজা জব্বর খাঁর রাজত্বকালে গ্রহাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য নামে একজন জ্যোতির্ব্বিদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজকীয় পুরাতন পুঁথিপত্র অবলম্বনে সংক্ষেপে "রাজনামা" রচনা করেন। উক্ত রচিত গ্রন্থ হইতে কেহ কেহ নকল করিয়া লইয়াছিল। ঐ সকল গ্রন্থ তৎকালীন প্রচলিত বামণী (প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে) অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল। প্রাচীন পুঁথিখানি বাঁশের চুঙাতে সযত্নে রক্ষিত হইলেও কোনও কালে তাহা হারান গিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি তাহার অনুলিপি মাত্র।" দুর্ভাগ্যের বিষয় বহু অনুসন্ধানেও মূল পুস্তকখানি সন্ধান করিতে পারিলাম না। গ্রহাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের নাম ব্যতীত তাঁহার বাসস্থান

জেনারেল, তাঁহার বংশীয়েরা এখনো আছে কিনা, কিছুই জানিতে পারিলাম না। যাহা হউক যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই যথেষ্ঠ, আমাদের চাক্‌মা কথায় বলে,—

"নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।"

অথবা—

"নেই মোগর চেয়ে কাণা মোগ ভালা,
সবাই ন পেলে রাজা ঝি ভালা।"

এই গ্রন্থ আমি রাজকন্যা মনে করিয়া ছাপাইবার ইচ্ছায় বহুদিন হইল পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে "সংঘ-শক্তি" (৮ম বর্ষের ২য় সংখ্যায়) সূচনারূপে কিছু লিখিয়াছিলাম। তাহা ছাপা হয়। সূচনার শেষে লিখিয়াছিলাম সংস্কৃত-সাহিত্য ও বৌদ্ধ-সাহিত্য এবং ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্তে অভিজ্ঞ কোনও বৌদ্ধ পণ্ডিত এ পুস্তক সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিলে সুখী হইব। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিত থাকিলেও কেহই এ কাজে অগ্রসর হইল না। রাজনামায় বর্ণিত শাক্য বা শাক্যজাতি সম্বন্ধে বৌদ্ধ গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার মতামত দৃষ্ট হয়।

পরবর্তী কালের চাক্‌মা জাতি সম্বন্ধে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

১। ত্রিপুরার "রাজমালা" মহারাজ ত্রিলোচনের সময়।

২। ব্রহ্মদেশের পুরাবৃত্ত "চুই জং-ক্য-থাং"

৩। ব্রহ্মসম্রাট তরবুমার লিখিত চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে সংরক্ষিত ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের একখানি পত্র।

৪। আরাকানের "রাজমালা", "রাজা ওয়াং"।

৫। আরাকানের কাহিনী "দেঙ্গ্যাওয়াদি-আরেদফুং"।

তন্মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থখনি আমাদের প্রধান প্রমাণ্য গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়; কেন না উক্ত গ্রন্থ এবং রাজনামায় লিখিত বিষয় মিলাইয়া পাঠ করিলে অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখা যায়। অধিক কি, রাজগণের নামেরও বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যায় না,—

রাজনামা বর্ণনা	দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদফুং বর্ণনা
১। চাক্‌মা বাঙ্গালী সম্মিলিত যুদ্ধ বাঙ্গালী সর্দ্দার	১। ৪৮০ মগাব্দ ১৭—১৯ পৃষ্ঠা ও ২৪—২৫ পৃষ্ঠা
২। চাক্‌মা রাজ অরুণ যুগ	২। ইয়াংজ, ৬৯৬ মগাব্দ
৩। ঘাগত্যা রাজা	৩। ২৬ - ৩০ পৃষ্ঠা
৪। মইসাং রাজা	৪। মংছুই, ১১২ পৃষ্ঠা
৫। রাজা মারিক্যা	৫। মরেক্যজ, ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা
৬। রাজা জনু	৬। চনুই, ৮৮০ মগাব্দ
৭। সাজেম্বি	৭। সাজাইয়ু, ৮৮১ মগাব্দ ৫৪—৫৯ পৃষ্ঠা

"রাজনামা" গ্রন্থ সম্বন্ধে এই বলা যায়, পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও গবেষণা করিবার বহু বিষয় রহিয়াছে। সেই সকল গবেষণার বিষয় লিপিবদ্ধ করিলে ভবিষ্যতে পুস্তকখানি বিপুল আকার ধারণ করিতে পারে। পুস্তকস্থ বিষয় শিক্ষিত পাঠকবৃন্দ আলোচনা করিবার জন্য এস্থলে নিরস্ত হইলাম। মৎসদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিহীন অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা এইরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা কখনও সম্ভবপর নহে; আমি পদে পদে ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। আমি এ সম্বন্ধে সূত্রমাত্র প্রস্তুত করিলাম। ভবিষ্যতে বোধ হয় আরো বহু বিলুপ্ত গ্রন্থ ও অন্যান্য নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হইতে পারে। আমার পরে কোন নবীন মহারথী আমার আবিষ্কৃত সূত্রের ভাষ্য, টীকা, টীপ্পনী রচনা করিবেন। আমাদের জাতীয় শিক্ষিত বৃন্দের উপর সে ভার অর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

বর্ত্তমানে আমার জীবন একদিকে বয়োভারাক্রান্ত "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনংব্রজেৎ" অপর দিকে স্নেহভাজন তৃতীয় পুত্র দুর্গামোহনের আকস্মিক মৃত্যুতে হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছি, তাহাতে অধিক দিন বাঁচিবার আশা নাই। কেবল স্বজাতি-প্রীতির প্রেরণায় শোক-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কোনও প্রকারে এ কঠিনতম কাজে অগ্রসর হইয়াছি। ত্রিপুরার রাজধানী আগড়তলার মিছিপ মাননীয় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেববর্ম্মা, বসন্ত চিকিৎসক ভ্যাক্সিনেসন্ ইনস্পেক্টার শাকদ্বীপীয় শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ আচার্য্য, ভিষগাচার্য্য, ত্রিপুরার মুখপত্র "ত্রিপুরা" পত্রিকার সম্পাদক আগড়তলার প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত বাবু শঙ্করীমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম এ; বি, এল, প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাকে খুব উৎসাহ দান করিয়াছেন।

চক্‌মা রাজকুমার মাননীয় বিরূপাক্ষ রায় ও শ্রীযুত ভগবানচন্দ্র দেওয়ান কোন কোন বিষয় জ্ঞাপন করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। এবং প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি তাঁহাদের কৃপায় আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। রাঙ্গামাটী রাজবিহারের রাজগুরু কর্ম্মবীর শ্রীমৎ প্রিয়রত্ন মহাস্থবির ও শ্রীমৎ ক্ষান্তিবর ভিক্ষু এবং আয়ুষ্মান শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভিক্ষু বিদ্যারত্ন মহোদয়গণের সাহায্য ব্যতীত এ কার্য্য সম্পন্ন হইত কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ শ্রীমৎ বিমলানন্দ ভিক্ষু বিদ্যারত্ন মহোদয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি লিখিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রাজবিহারের "প্রিয়রত্ন লাইব্রেরী"র নিকটও অল্প ঋণী নহি। চাক্‌মা সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীমোহন দেওয়ান ও ডিষ্ট্রীক্ট কানুনগো শ্রীযুত বাবু বলভদ্র তালুকদার বি, এ, মহাশয় নানাবিধ সদুপদেশ দান করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টার শ্রীযুত বাবু অবিনাশচন্দ্র দেওয়ান মহোদয় গ্রন্থের স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়া চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য যাঁহারা আমাকে আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র মাষ্টার, দীনচন্দ্র তালুকদার, সুধীররঞ্জন চাক্‌মা মাষ্টার, অরুণদাস দেওয়ান প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। পরিশেষে বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু বিপুলেশ্বর দেওয়ান মহাশয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি যে, তিনি বি, এ, পরীক্ষার গুরুভার বহন করিয়াও প্রুফ্ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীমান্ সুনীতিজীবন চাক্‌মাও সময়ে সময়ে সাহায্য করিয়াছেন। ইতি—

সন ১৯৪০ ইংরেজী
তাং ২১ শে জানুয়ারী।
চট্টগ্রাম, রাজাপুর।

বিনয়াবনত—
শ্রীমাধবচন্দ্র চাক্‌মা কর্ম্মী

শ্রীশ্রীরাজনামা সঙ্কলন সময়ে ব্যবহৃত পুস্তকগুলির তালিকা

১। কহলন কৃত রাজ-তরঙ্গিনী হিতবাদী সংস্করণ, ১ম ২য় ভাগ
২। চাক্‌মা জাতি— সতীশচন্দ্র ঘোষ
৩। চাক্‌মা রাজবংশ— রাজা ভুবন মোহন রায়
৪। শ্রীশ্রীরাজমালা ১ম ২য় ৩য় লহর— কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ
৫। জাতক— ঈশান চন্দ্র ঘোষ ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড
৬। অশোক— চারুচন্দ্র বসু
৭। সমসাময়িক ভারত ৮ম ১০ম ১১শ খণ্ড— যোগেন্দ্র নাথ সমাদ্দার প্রণীত
৮। রত্নমালা—গুণালঙ্কার মহাস্থবীর
৯। লিচ্ছবী জাতি—বিমলা চরণলাহা এম, এ, বি, এল,
১০। বৌদ্ধযুগের ভূগোল ঐ.
১১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন ডি লিট ৬ষ্ঠ সংস্করণ
১২। বাল্মিকী রামায়ণ (রঙ্গবাসী সংস্করণ)
১৩। বিষ্ণু পুরাণ ঐ
১৪। ভাগবত পুরাণ ঐ

ইংরাজী গ্রন্থ

Tribes and castes of Bengal স্যার রিজলী
Allgemain Ethnographic By F. Mullar.
The Hill Tracts of Chittagong and the Dewellers therein
By Captain Hebert Lewin.
Fly on the Wheel By Lewin.
Eastern Bengal Gazetteers (Chittagong Hill Tracts)
By Hutchinson.

---

১ বিগত আদম সুমারী ১৯১৩ ইংরাজি গণনায় চাক্‌মা জাতি সংখ্যা ১৩৫৫০৮ তন্মধ্যে করদ রাজ্যে [illegible] জন।

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স

শ্রীশ্রীরাজনামা

বা

চাক্‌মা জাতির ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

সূর্যবংশের বিবরণ

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম।

লোক-পিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পুত্র মরিচী, তৎপুত্র প্রজাপতি কাশ্যপমুনি। কাশ্যপমুনির ঔরসে অদিতীর গর্ভে বিবস্বান বা সূর্য্যদেবের জন্ম হয়। তিনি বিশ্ব শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞাদেবীকে বিবাহ করেন। সংজ্ঞার গর্ভে সূর্য্য বৈবস্বত মনু নামে একটি পুত্র এবং যমুনা নামে একটি কন্যা উৎপাদন করেন। সূর্য্যের আর একটি পত্নী ছিল, তাঁহার নাম ছায়া। ছায়ার গর্ভে সূর্য্য সাবর্ণি মনু নামে একটি পুত্র ও তপতী নামে একটি কন্যা উৎপন্ন করেন। সূর্য্যপুত্র বৈবস্বত মনুই জম্বুদ্বীপে রাজ চক্রবর্ত্তীর পদ লাভ করেন। মনুর জ্যৈষ্ঠ পুত্র ইক্ষাকু। ইক্ষাকুও পিতার ন্যায় সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট হইয়াছিল। মহারাজ ইক্ষাকুর চারি পুত্র, যথা,—

বিকুক্ষি বা অবিক্ষি
নিমি,
দণ্ড ও শাকুনি

। বিকুক্ষির পুত্র পরঞ্জয় বা কাকুৎস্থ। মহারাজা পরঞ্জয় দেবাসুর সংগ্রামে দেবরাজ ইন্দ্রের সহায় হইয়া দানবগণকে নিহত করতঃ দেবগণকে নিষ্কন্টক করেন। মহারাজ পরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা বা

[illegible] বড়ই তেজস্বী ছিলেন। তিনি অতি পরাক্রমশালী হেতু অহঙ্কার বশতঃ মুনি ঋষিগণের অপমান করে অচিরে পঞ্চত্ব লাভ করেন। মহারাজ অনেনার পুত্র পৃথু। পৃথুও সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়া ছিলেন। মহারাজ পৃথুর এক পুত্র বিশ্বগশ্ব, তিনিও সমগ্র ব্রহ্মান্ড জয় করেন। তৎপুত্র আর্দ্র, আর্দ্রের পুত্র শ্রাবস্ত। তিনি সমস্ত কোশল রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যা নগরের আধিপত্য লাভ করতঃ শ্রাবস্তী নামে আর একটি মহানগরী নির্মান করেন। মহারাজ শ্রাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব, বৃহদাশ্বের দুইটি পুত্র যথা,—

কুবলাশ্ব ও
রঞ্জিতাশ্ব।

মহারাজ কুবলাশ্ব ধুন্দু নামক দৈত্যকে সংহার করিয়া দেবগণকে নিরাপদ করেন। এই জন্য তাহার নাম ধুন্দুমার হয়। কুবলাশ্বের তিনটি পুত্র যথা,—

দৃঢ়াশ্ব,
চন্দ্রশ্ব ও
কমলাশ্ব।

মহারাজ দৃঢ়াশ্বের পুত্র বার্য্যাশ্ব, তৎপুত্র নিকুম্ভ, নিকুম্ভের পুত্র সংহতাশ্ব, তৎপুত্র কৃপাশ্ব, কৃপাশ্বের পুত্র প্রসেনজিত। মহারাজ প্রসেনজিতের পুত্র মহারাজ যুবনাশ্ব। মহারাজা যুবনাশ্বের কোন সন্তান না থাকায় পুত্রেষ্টী যাগ করেন। তিনি দৈবগতিকে উক্ত যজ্ঞের মন্ত্র পূত জল পান করায় গর্ভস্থ হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার দক্ষিণ কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া একটি পুত্র সন্তান বহির্গত হইয়াছিল। এই শিশুর মাতা নাই বলিয়া মাংধাতা বা মান্ধাতা নামে বিখ্যাত হইল। দুগ্ধের অভাবে দেবরাজ ইন্দ্র এই শিশুকে তর্জ্জনী অঙ্গুলী চুষিতে দিলে তাহা হইতে নিসৃত অমৃত পান করিয়া তিনি মহাবলবান, মহাশক্তি সম্পন্ন হইয়া পৃথিবীতে চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার তিনটি পুত্র যথা,—

পুরুকুৎস অপর নাম ধর্ম্মসেন।
অম্বরিষ ও
মুচুকুণ্ড।

মহারাজ পুরুকুৎসের পুত্র এসদস্যু, তৎপুত্র সম্ভূত; সম্ভূতের পুত্র অনরণ্য, তৎপুত্র পৃষদশ্ব, তৎপুত্র হর্য্যাশ্ব, হর্য্যাশ্বের পুত্র সুমনা, সুমনার পুত্র বিধন্বা বা ত্রিধন্বা। ত্রিধন্বার পুত্র ঐর্য্যারূপ বা এর্য্যারুণ, এর্য্যারুণের পুত্র সত্যব্রত। সত্যব্রতের পুত্র মহারাজ ত্রিশঙ্কু। মহারাজা ত্রিশঙ্কু রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সহায়তায় স্বশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র অজিত বা অরিজিত সত্যব্রত পালনের জন্য পরে হরিশ্চন্দ্র নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব, তৎপুত্র চম্পু, চম্পুর দুইটি পুত্র যথা, বিজয় ও সুদেব। বিজয়ের পুত্র রুরুক। মহারাজ রুরুকের তিনটি পুত্র যথা,—

বৃক
হৈ হৈ ও
তাল জংঘ।

বৃকরাজের পুত্র বাহু, বাহুর পুত্র মহারাজা সগর। মহারাজা সগর যখন মাতৃ গর্ভে ছিলেন তখন তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য তাঁহার মাতাকে শত্রুগণ গরল বিষ পান করাইয়াছিল; কিন্তু সেই বিষ তাঁহাকে কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিল না। প্রসব কালে গরল সহিত প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম সগরল বা সগর নামে খ্যাতি লাভ করেন। মহামুনি ঔর্ব্ব সগরকে লালন পালন করতঃ নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও রাজনীতিতে সুশিক্ষিত করাইয়া অযোধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বহুবার অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাঁহার ষাট হাজার পুত্র মহর্ষি কপিল মুনির শাপে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত অসমঞ্জ নামে একটী পুত্র ছিল। তিনি সেই পুত্রকে দুশ্চরিত্র বশতঃ রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান সিংহাসন লাভ করেন। অংশুমানের পুত্র মহারাজা দিলীপ। মহারাজা দিলীপ সগর বংশ উদ্ধার করিবার জন্য গঙ্গার আরাধনা করেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। মহারাজ দিলীপের দুইটী পত্নী ছিল, তাঁহারা কাম বশতঃ পরস্পর রমণ করিয়া একটী পুত্র সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। এই পুত্র সন্তানের অস্থি অতি কোমল ছিল, কিন্তু মহামুনি অষ্টাবক্র ঋষির বর প্রভাবে দিব্যদেহ লাভ করতঃ ভগীরথ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তপস্যা বলে স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবীকে ভূতলে আনয়ন করতঃ সগর বংশের উদ্ধার সাধন করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। মহারাজ ভগীরথের সুত নামে মহাগুণবান এক পুত্র ছিল, তিনি পরম দয়ালু প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। মহারাজ সুতের পুত্র না-ভাগ, না-ভাগের পুত্র মহাপ্রতাপশালী পরম বিষ্ণু ভক্ত অম্বরিষ। মহারাজা অম্বরিষ হইতেই মহামুনি দুর্ব্বাসার দর্প খর্ব্ব হইয়াছিল। অম্বরিষের পুত্র সিন্ধুদীপ, তৎপুত্র অযুতাশ্ব, অযুতাশ্বের পুত্র মহামতি ঋতুপর্ণ। মহারাজ ঋতুপর্ণ অক্ষক্রীড়ায় ও গণিত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, পরে মহারাজ নলের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া অশ্ববিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। মহারাজ ঋতুপর্ণের পুত্র সর্ব্বকাম, সর্ব্বকামের পুত্র সুদাস, সুদামের পুত্র মিত্রসহ বা মহারাজ সৌদাস। পরে ইনি কল্মাষপাদ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। সৌদাস বশিষ্ঠ মুনির শাপে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইয়া বহু কষ্ট ভোগের পর বশিষ্ঠ মুনির কৃপায় মুক্তি লাভ করেন। সৌদাসের পুত্র অশ্মক, অশ্মকের পুত্র মুলক। মুলকের শৈশবকালে পরশুরাম ক্ষত্রিয় নিধন করিয়াছিলেন। মুলককে তাঁহার মাতা বস্ত্রে লুক্কায়িত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। মুলকের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র হিলিবিল, হিলিবিলের পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র মহারাজ খট্টাঙ্গ। খট্টাঙ্গের পুত্র দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর পুত্র মহাপ্রতাপশালী রঘুদেব। মহারাজ রঘুদেব মহাপরাক্রান্তশালী দিগ্‌বিজয়ী নরপতি ছিলেন বলিয়া সূর্য্যবংশীয় রাজগণ পরে রঘুবংশ নামে খ্যাতি লাভ করে।

মহারাজা রঘুদেবের পুত্র প্রবৃদ্ধ, তৎপুত্র সংখন, সংখনের পুত্র সুদর্শন, তৎপুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, তৎপুত্র অরু, অরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরিষ, অম্বরিষের পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র নাভগ, নাভগের পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ। মহারাজা দশরথের

তিনটী মহিষী, কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার গর্ভে ত্রেতাবতার রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্দ্র লঙ্কাধিপতি রাবণকে সবংশে নিধন সাধন করেন। রামের ঔরসে জনকনন্দিনী সীতার গর্ভে কুশী ও লব নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। লক্ষ্মণের ঔরসে উর্ম্মিলার গর্ভে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু। ভরতের তিনটী পুত্র, তক্ষ, পুস্কর ও সুবাহু। শত্রুঘ্নের শূর সেন নামে একটী পুত্র হয়। ইহারা বিভিন্ন রাজ্যের রাজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কুশ বা কুশীকে প্রথমে কুশাবতী পরে উত্তর কোশল অযোধ্যার সিংহাসন লাভ করেন। লব শ্রাবস্তীর রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহারাজ কুশ বা কুশীর পুত্র অতিথ বা অতিথি, অতিথির পুত্র নিষদ, নিষদের পুত্র নল, নলের পুত্র নভঃ বা নভাঃ, নভাঃর পুত্র পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা বা ক্ষেত্রধন্বা, ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানিক, দেবানিকের পুত্র হীন বা অহিনগু, অহিনগুর পুত্র রূপ, রূপের পুত্র রুরু, রুরুর পুত্র পারিপাত্র, পারিপাত্রের পুত্র বজ্রনাভ, বজ্রনাভের পুত্র শঙ্খনাভ, শঙ্খনাভের পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র হিরণ্যাভ, তৎপুত্র ব্যুথিতাশ্ব, তৎপুত্র হিরণ্ময়, হিরণ্ময়ের পুত্র পৃশ্য, পৃশ্যের পুত্র ধ্রুবসন্ধী, ধ্রুবসন্ধীর পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র মহাসুদর্শন চতুরন্তবিজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি কোশল, মহাকোশল, কাশী, কোশল, প্রভৃতি মহানগরী সমূহের শাসন করিতেন। মহারাজ মহাসুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ। মহারাজা অগ্নিবর্ণ বহু রমণী সহবাসে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরুক, মরুকের পুত্র অরুক, অরুকের পুত্র প্রথুশ্রুত, তৎপুত্র সুসন্ধি, সুসন্ধির পুত্র অমর্ষ, অমর্ষের পুত্র মহাশ্বান, মহাশ্বানের পুত্র বিশ্রুতবান, বিশ্রুতবানের পুত্র—

বৃহদ্বল।

মহারাজা বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্র মহাসমরে কুমার অভিমন্যু দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন।

মহারাজা বৃহদ্বল পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র বৃহৎকর্ণ সিংহাসনে আরোহন করেন। বৃৎকর্ণের পুত্র উরুক্রয়, তৎপুত্র বৎস, বৎসের পুত্র উৎব্যূহ, তৎপুত্র প্রতিব্যূহ, প্রতিব্যূহের পুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র ভানুরথ, ভানুরথের পুত্র প্রমিত, প্রমিতের পুত্র সুপ্রতিক, সুপ্রতিকের পুত্র অহদেব, তৎপুত্র স্বনক্ষত্র, স্বনক্ষত্রের পুত্র কিন্নর, কিন্নরের পুত্র সুবর্ণ, সুবর্ণের পুত্র মিত্রজিত বা

সুমিত্র।

সুমিত্রের পুত্র বৃহদ্রাজ বা বৃহদ্রত, বৃহদ্রাজের পুত্রধর্ম্মিক, ধর্ম্মিকের পুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণঞ্জয় বা রণসিন্ধু, মহারাজ রণসিন্ধুর পুত্র অরঞ্জিত।

বা সুজাত।

মহারাজ অরঞ্জিতের দুইটী মহিষী ছিল। প্রথমা রাণীর গর্ভে তিনটী পুত্র, একটী কন্যা, দ্বিতীয় রাণীর গর্ভে একটী কন্যা একটী পুত্র হয়। ছোট রাণীর প্ররোচনায় মহারাজ অরঞ্জিত প্রথমা রাণীর পুত্রগণ রাজকুমারগণকে অযোধ্যা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করেন। রাজকুমারগণ পিতৃসত্য পালনের জন্য দ্বিরুক্তি না করিয়া অনুরাগী প্রজাবৃন্দসহ অযোধ্যা নগর হইতে বহির্গত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে মহর্ষি কপিল মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় মুনির অনুজ্ঞা গ্রহণ করতঃ "কপিলবস্তু" নগরী নির্ম্মাণ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। লোক পরম্পরায় মহারাজা অরঞ্জিত কুমারগণের

এতাদৃশ রাজ্য স্থাপনের কথা শুনিয়া মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রীগণকে এবং দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারগণ সেখানে বাস করিতে শক্য কিনা"? তদুত্তরে তাহারা বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, কুমারগণ উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সেখানে সম্পূর্ণরূপে বাস করিতে সমর্থ বা শক্য। এই সময় অযোধ্যা হইতে সূর্য্যবংশীয় রাজবংশ শাক্য নামে বিখ্যাত হইল। কপিল বাস্তুর রাজকুমারগণ পরে সকলেই শাক্য নামে অভিহিত হইয়াছিল।

মহারাজা অরঞ্জিতের নির্ব্বাসিত তিনটী পুত্রের মধ্যে জ্যোষ্ঠকুমার কপিলবাস্তুর রাজসিংহাসনে আরোহন করিয়া নূতন রাজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন করিলেন এবং উপযুক্ত কন্যার অভাবে কণিষ্ঠা ভগ্নির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জ্যেষ্ঠকুমারের নাম পুরঞ্জিত। পুরঞ্জিতের পুত্র রঞ্জিত, রণজিতের পুত্র করগুক, করগুকের পুত্র জ্বালামুখ, জ্বালামুখের পুত্র হস্তিমুখ,হস্তিমুখের পুত্র বৃহদ্ভানু, বৃহদ্ভানুর পুত্র অনুরথ, অনুরথের পুত্র ভীমবাহু, ভীমবাহুর পুত্র ময়ুখ, ময়ুখের পুত্র ক্ষেমকেতু, ক্ষেমকেতুর পুত্র ছত্রধ্বজ, ছত্রধ্বজের পুত্র মহারাজ অভিরথ।

মহারাজ অভিরথ বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণও পরাক্রান্ত হইয়া হিমালয় পর্বতের উত্তর পূর্বাংশে নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। এই প্রকারে কপিলবাস্তু নগরে বহু রাজা রাজত্ব করিবার পর ওপুর নামে এক রাজা সিংহাসনে আরোহন করেন। ওপুরের পুত্র নিপুর, নিপুরের পুত্র করকগুক, করকগুকের পুত্র উল্কামুখ, উল্কামুখের পুত্র হস্তীক, হস্তীকের পুত্র সিংহহনু, সিংহহনুর চারিটী পুত্র যথা,—

শুদ্ধোদন,
ধৌতদন,
শুক্লোদন,
অমৃতোদন।

রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে শাক্য রাজকুমার সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৪]

১। মতান্তরে যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাবস্ত অচিরাবতী বা ইরাবতী নদী তীরে শ্রাবস্তী নামে নগর নির্ম্মাণ করেন।

২। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, রঘু হইতে ত্রেতাবতার রামচন্দ্র পর্যন্ত চাক্‌মা লিপিতে লিখিত রাজনামায় এইরূপ লিখিত আছে, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। কিন্তু গ্রহাচার্য্য লিখিত রাজনামায় অন্যরূপ লিখিত আছে, আমি তাহাই অনুসরণ করিলাম।

৩। পুরাণাদিতে সূর্য্যবংশের এই সুমিত্র রাজার নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু "রাজনামা"তে তৎপরবর্ত্তী নরপতিগণের নামও পাওয়া যায়। "রাজনামায়" বর্ণিত সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের নামের সহিত মহর্ষি বাল্মিকী রচিত রামায়ণে বর্ণিত সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের নামের কোন কোন স্থানে মিল থাকিলেও বংশতালিকায় ক্রম পদ্ধতিতে মিল নাই। সংস্কৃত সাহিত্য রামায়ণ, পুরাণাদি এবং মহাকবি কালীদাসের রঘুবংশে বর্ণিত সূর্য্যবংশের বর্ণনায়ও এইরূপ অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। বৌদ্ধ গ্রন্থে সূর্য্যবংশের বর্ণনায়ও এইরূপ অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। প্রাচীন কালের ঘটনা বহুকাল লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসার পর পরে এই সকল কাহিনী গ্রন্থাকারে রচিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রামায়ণ প্রধানতঃ সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের গুণ বর্ণনার জন্য রচিত হইয়াছিল। মহাভারতও ঐরূপ চন্দ্রবংশীয়

পাণ্ডবদিগের বিজয়কাহিনী (মহাভারতের অপর নাম জয়) বর্ণনার জন্য রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্য ও বৌদ্ধ সাহিত্য আখ্যান বস্তুর জন্য কে কাহার নিকট ঋণী তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। প্রত্যেক আখ্যানবাগ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে গ্রন্থকারগণ গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করাতেই ঐরূপ অনৈক্য ঘটিয়াছে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। "রাজনামা" সম্বন্ধেও ঐরূপ মন্তব্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে; ইহা যে অপ্রাচীন নয়, ইহা প্রমাণ হইতে পারে।

—সম্পাদক

শাক্যগণের কোন বংশানুক্রমিক রাজা ছিল না। রাজ্যের কোন বিষয় সমালোচনা করিতে হইলে সন্থাগার নামক সম্মিলনী গৃহে দেশের নেতৃবৃন্দ একত্রিত হইতেন। এই সম্মিলনীতে যিনি সভাপতি নির্বাচিত হইতেন তাঁহাকে রাজা উপাধি দেওয়া হইত। রাজা শুদ্ধোদনও এইরূপ রাজা ছিলেন। ইহাও দেখা যায় যে শাক্যগণও বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। বুদ্ধঘোষের মতে সিদ্ধার্থ কুমারের মাতৃকুল ৮০ হাজার পরিবার ও পিতৃকুলে ৮০ হাজার পরিবার আত্মীয় ছিল। সিদ্ধার্থ কুমারের মাতা কোলীয় বংশের ছিলেন। এই কোলীয়গণ শাক্যবংশের অন্যতম শাখা। এইরূপ এক এক সম্প্রদায়ের এক একখানি প্রধান নগরের নামও দেখা যায় যেমন চাতুমা, সামগাম, খোমদুস্স, শীলাবতী, মেতলুপ, উলুম্প, সক্কর, দেবদহ ইত্যাদি। উদ্ধৃত কলাপ নগরের কোন ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি না থাকিলেও শাক্যদিগের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতম সম্প্রদায়ের অধিকৃত একখানি ক্ষুদ্র নগর বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহারাজ অভিরথের বংশজাত জনৈক রাজা হিমালয় পর্ব্বতের উপর কলাপ[১] নামক এক নগর স্থাপন করিয়া রাজ্য বিস্তার করেন। ঐ রাজবংশীয় রাজাগণ প্রায়ই শাক্য নামে অভিহিত হইত। এই শাক্য অভিধেয় রাজা হইতে চাক্‌মা নরপতিগণের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। কথিত হইয়াছে,—

ইতিপূর্ব্বে কলাপ নামক নগরে শাক্য নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি খুব জ্ঞানী ছিলেন। তিনি নগরের মধ্যে ঈশ্বরের এক প্রতিমূর্ত্তি[২] নির্ম্মাণ করিয়া পূজার্চ্চনা করিতেন, এবং প্রজাগণকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতেন। কলাপনগর হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থিত। উহার সন্নিকটে সিদ্ধমুনি ঋষিগণের আশ্রমসমূহ বিরাজমান। রাজা আশ্রমবাসী মুনি-ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। শাক্য রাজার একটী পুত্র নাম সুধন্য। মহারাজ সুধন্য অতি তেজস্বী ছিলেন, সর্ব্বদা ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত থাকিয়া মন্ত্রী সাংকুশ্যার পুত্র জয়ধন নামক সেনাপতিসহ পরামর্শ করিয়া ধীর ভাবে রাজ্য শাসন ও শত্রুকে দমন করিতেন। তাঁহার দুইটী মহিষী। প্রথমা মহিষীর গর্ভে গুনধন নামে মহাগুণবান এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্পকাল মধ্যে সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন এবং সাধন বলে যোগ-সিদ্ধি লাভ করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইলেন। ছোট রাণীর দুই পুত্র যথা,— আনন্দমোহন ও লাঙ্গলধন। জ্যেষ্ঠ আনন্দমোহন কপিলবাস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং অচিরে সাধনা বলে নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ করিলেন। কনিষ্ঠ লাঙ্গলধন পিতার মৃত্যুর পর পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া সপরিবারে প্রজাবৃন্দসহ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এবং তিনি ধর্ম্মানুগত রাজ্য শাসন করতঃ প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ সাধন করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন।

লাঙ্গলধনের পুত্র ক্ষতজিৎ বা ক্ষত্রজিন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া দেশকাল বিবেচনা করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য জয়ধন সেনাপতির পুত্র সুবল এবং সুবলের পুত্র শ্যামলকে ক্রমাগত মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

রাজা ক্ষত্রজিতের পর তৎপুত্র সমুদ্রজিত রাজ্য লাভ করেন, তিনিও পিতার ন্যায়-অপক্ষপাতে রাজ্য মধ্যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করতঃ প্রজাগণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদা তদীয় একমাত্র প্রাণসম পুত্রের মৃত্যু হইলে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন। এবং সংসার-বৈরাগ্য-উৎপন্ন চিত্তে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়াতে মন্ত্রী প্রবর শ্যামলকে রাজ্যভার অর্পন করতঃ তপস্যার্থে তপোবনবাসী হইলেন।

মন্ত্রী শ্যামল রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করিবার পর কোনও কারণ বশতঃ কলাপনগর পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে সমতল প্রদেশে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। রাজা শ্যামল পরলোকগত হইলে তৎপুত্র চম্পককলি সগৌরবে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা চম্পককলি প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করতঃ অপর বহুরাজ্য আয়ত্ব করিয়াছিলেন। তিনি নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কামনায় নগরের মধ্যে বহু সুদৃশ্য বৌদ্ধ মঠ, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও মনোরম উপবন সমন্বিত অত্যুচ্চ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। রাজপুরী তখন অতিশয় মনোরম দৃশ্যগৌরবে অতুলনীয় ছিল। তিনি স্বীয় নামানুসারে ঐ নগরের নাম "চম্পকনগর" রাখিয়াছিলেন। ঐ পুরী ঐরাবতী বা অচিরাবতী গঙ্গার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। রাজা চম্পককলি রাজত্বের প্রারম্ভে প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন ও অপররাজ্য জয় করিলেও শেষাবস্থায় কেবল ধর্ম্মালোচনায় দিন অতিবাহিত করিতেন। রাজার শেষ বয়সে পুত্র না হওয়ায় পুত্র কামনায় বহু দান, নানাবিধ সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই পুণ্যফলে ঐশী শক্তি সম্পন্ন সাধনগিরি বা সাধেংগিরি নামে এক পুত্র রত্ন জন্মগ্রহণ করেন।

শাক্য ক্ষত্রিয় রাজগণের মধ্যে রাজা সাধেংগিরি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাতঃস্মরণীয় রাজা। তিনি ব্রহ্মযোগ বিদ্যায়, অস্ত্রে-শস্ত্রে, রাজনীতিতে অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার রাজসভায় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মহাস্থবিরগণ এবং বেদ-পারঙ্গম ব্রাহ্মণগণ আগমন করিতেন ও তুল্যরূপ সমাদর লাভ করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেন। তিনি প্রজাগণের পিতার স্বরূপ ছিলেন, প্রজাগণকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতেন। তিনি সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিবার পর স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিবার মানসে গঙ্গাতীরে গমন করিলে, সমস্ত নগরের লোক তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। তিনি উপস্থিত জনমণ্ডলীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়া, জনগণের অন্তরে পারলৌকিক ধর্ম্মবিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য চন্দ্রাতপ শোভিত চিতাশয্যায় যোগাসনে আসীন হইয়া দেহত্যাগ করেন। চিতা আপনা আপনি ব্রহ্মযোগানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। আকাশে দেববৃন্দসহ দেবরাজ ইন্দ্রের রথ দৃষ্ট হইয়াছিল। রাজা সাধনগিরি দিব্যদেহে ধ্বজ-পতাকা শোভিত দিব্যরথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিতেছেন, এইরূপ দৃশ্য সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। তদীয় গুণানুরক্ত প্রজাগণ তাঁহার চিতাভস্মের উপর সুদৃশ্য স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা সাধনগিরির চরিত্র পুণ্য গাঁথা পালিভাষায় রচিত হইয়া শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের শবদাহকালীন পাঠ করিবার প্রথা এই সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। এবং সাধেংগিরি রাজা যেরূপ রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রথ প্রস্তুত করিয়া শবকে আরোহণ করাইয়া প্রদক্ষিণ করিবার প্রথাও এই সময়ে প্রচলিত হয়, ইহাকে "রথটানা" বা "গাড়ীটানা" বলে।[৩]

রাজা সাধেংগিরি পরলোকগত হইলে তৎপুত্র চৈঙ্গাসুর রাজ্য লাভ করেন, তিনিও পিতার ন্যায় রাজ্যশাসন করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুইটী পুত্র, যথা—

ধর্ম্মাসুর ও

চম্পাসুর।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার অতিশয় ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন বলিয়া কণিষ্ঠ রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক নিজে

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হইয়া নিত্যধাম নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ করেন। রাজা চম্পাসুরের তিনটী পুত্র, যথা—

সমেসুর,
দেহসুর বা দেবসুর ও
বিম্বাসুর।

চম্পাসুরের পরলোক গমনের পর সমেসুর রাজপদ প্রাপ্ত হন। সমেসুরের ভ্রাতা বিম্বাসুর বিদ্যাশিক্ষার জন্য মগধ রাজ্যে পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। তৎকালে মগধ সাম্রাজ্য অতিশয় বিস্তার লাভ করিয়াছিল। রাজকুমার বিম্বাসুর মগধ রাজ্যের রাজনীতি সম্যক্ অধিগত করিয়া রাজ্যে প্রত্যাগত হইলে রাজা সমেসুর তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সহিত কৌশলে মগধ রাজ্যের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করতঃ রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। রাজা সমেসুর ভীমঞ্জয় নামে একটি পুত্র রাখিয়া অমরধামে প্রস্থান করেন।

রাজা ভীমঞ্জয় খুল্লতাত বিম্বাসুরের তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত হইয়া ছিলেন। তিনি বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা যুদ্ধ-কৌশল আয়ত্ত করা ক্ষত্রিয়গণের অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। তাঁহার পরিচালনা গুণে তদীয় সৈন্যগণ অপরাজেয় হইয়া উঠিলে, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ জয় করার তিনি সময়ে সময়ে মৃগয়া করিতে যাইতেন। রাজা ভীমঞ্জয়ের কালাবাঘা নামে একটী সেনাপতি ছিল। উক্ত সেনাপতি রাজার আদেশে দিগ্বিজয় মানসে প্রভূত সৈন্য লইয়া "লোহিত্য" বা "কপিলা" নদীর অপরপারস্থ রাজ্যসমূহ জয় করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেনাপতি সৈন্যসামন্ত সহ লোহিত্য নদী পার হইয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক্ জয় করতঃ তথায় কালাবাঘা নামে এক রাজ্য স্থাপন করিলেন, এবং ঐ রাজ্যের প্রান্তভাগে নূতন চম্পানগর নামে এক নগর স্থাপন করিয়া তাঁহার রাজধানী করিলেন।

একদা রাজা ভীমঞ্জয় মৃগয়ার জন্য সৈন্যসামন্ত লইয়া হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে এক উচ্চতম গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করেন। তথায় জনমানবশূন্য বিজন-অরণ্যে একটী বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত মন্দির দেখিতে পাইয়া অতীব বিস্মিত হইলেন; অধিকন্তু দেখিতে পাইলেন মন্দির মধ্যে মহাতেজোময় বুদ্ধমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে; এবং বুদ্ধমূর্ত্তির পদতলে শ্বেতপ্রস্তরে বুদ্ধের মূলমন্ত্র লেখা রহিয়াছে। রাজা সেই মন্ত্র পাইয়া রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং জীবনের পরিত্যাগ করতঃ জীবনের অবশিষ্ট কাল বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির জন্য উৎসর্গ করিলেন। রাজা ভীমঞ্জয়ের পুত্র সাংবুদ্ধা পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যভার গ্রহন করেন। তাঁহার দুইটি পুত্র, যথা-বিজয়গিরি ও উদয়গিরি।[৫] যুবরাজ বিজয়গিরি অধিক সময় যুদ্ধবিদ্যা-চর্চ্চতেই অতিবাহিত করিতেন।

এই সময় নূতন চম্পানগরের শাসনকর্ত্তা সেনাপতি কালাবাঘার মত্যু হইলে তৎস্থলে রাজা সাংবুদ্ধা যুবরাজ বিজয়গিরি কালাবাঘা[৬] রাজ্যে পৌঁছিয়া স্বীয় আধিপত্য দৃঢ় করিলেন। এবং বিজিগীষার জন্য এক বিপুল বাহিনী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এদিকে রোয়াং রাজা (আরাকানের রাজা) অতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া মগ সৈন্যগণ নগর, গ্রাম লুণ্ঠন পূর্বক অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। এবং মগের ভয়ে বহু গ্রাম, জনপদ জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। ত্রিপুরার মহারাজা অন্তর্বিদ্রোহে লিপ্ত এবং মগের অত্যাচারে পর্বতদুর্গে আশ্রয় গ্রহন করিয়া রহেন।

প্রকারে স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিলেন মাত্র। বঙ্গের জমিদারগণ ও ত্রিপুরার মহারাজ মগদিগকে দমনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই কথা যুবরাজ বিজয়গিরির কর্ণগোচর হইল।

যুবরাজ বিজয়গিরি ত্রিপুরার মহারাজের নিকট মগ দমনের পরামর্শ করিবার জন্য দেখা করিতে চাহিয়া দুত প্রেরণ করিলেন। নির্দ্দেশ মতে ত্রিপুরার মহারাজের সহিত যুবরাজের সাক্ষাৎ হইল। উভয় রাজার মধ্যে পরস্পর সখ্য সংস্থাপিত হইলে প্রাচীনগণ বলেন গোমতী নদীর তীরে "[illegible]দি" পর্বতে প্রস্তরে উভয় রাজার মূর্তি, সৈন্যসামন্ত সহ খোদিত করা হয়। ত্রিপুরার মহারাজ দশভূজা দুর্গামূর্ত্তি এবং যুবরাজ বিজয়গিরি খোদিত করেন। ইহা দ্বারা উভয় রাজার ধর্ম্মমত জানা যায়। ইহার পর যুবরাজ বিজয়গিরি মগরাজ্য আক্রমণের জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি কালাবাঘার অর্দ্ধ প্রদেশ "ঠেওয়া"[৮] নদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়া প্রধান সেনাপতি রাধামোহনকে মগরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন।

সেনাপতি রাধামোহন মগরাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ত্রিপুরার মহারাজা "হৈ চৈ"[৯] নামক একদল ত্রিপুরা সৈন্য সাহায্য প্রদান করিলেন। বাঙ্গালার জমিদার ও রাজগণ বাঙ্গালী সৈন্যদ্বারা সাহায্য প্রদান করিল।

প্রধান সেনাপতি রাধামোহন স্বজাতীয় সৈন্যসামন্ত এবং ত্রিপুরা, বাঙ্গালী অপরাপর সৈন্য-সহ প্রভূত অস্ত্র-শস্ত্র, অশ্ব-গজ সমভিব্যাহারে চাটিগাং বা চৈত্যগ্রাম অথবা চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া তথায় [illegible] করনান্তর প্রথমে "ইধাং"[১০] নামক পর্ব্বতের সন্নিকটে মগের সহিত ঘোর ঘোরতর যুদ্ধ করেন। তারপরে "নাগাঠেগে" যুদ্ধ করেন। ইহার পর স্বয়ং রোয়াং রাজা যুদ্ধে উপস্থি হইলে তাহাকেও সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও বশীভূত করিলেন। ক্রমে ক্রমে খ্যায়ং রাজ্য, অক্সা রাজ্যও জয় করিয়া প্রভূত ধনরত্ন লাভ করিলেন। তথা হইতে পত্যাবর্ত্তন পথে পূর্ব্বদিকে কিরাদিয়া বা কুকিরাজা [illegible] রাজ্য জয় করিয়া পর্ব্বতজাত মণিমাণিক্য গজমুক্তাদি প্রাপ্ত হইলেন। সেনাপতি রাধামোহন এই প্রকারে দিগ্বিজয় সমাপ্ত করিয়া চাটিগাং আসিয়া শিবির সংস্থাপন করতঃ যুবরাজ বিজয়গিরির নিকট যুদ্ধের সংবাদ জানাইতে দূত প্রেরণ করিলেন। এদিকে অন্যতম সেনাপতি কুঞ্জধন রিয়াং দেশ ও মুরুং দেশ জয় করিয়া লইলেন। যুবরাজ বিজয়গিরি যুদ্ধসংবাদ শ্রবণ করিয়া কালাবাঘা রাজ্য হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেনাপতি রাধামোহন যুবরাজ বিজয়গিরির অনু মতি গ্রহণ করিয়া নূতন চম্পকনগরে প্রত্যাবৃত হইলেন। ইহার পর যুবরাজ বিজয়গিরি বিজিত রাজ্য সমূহের সুশৃঙ্খলা স্থাপন পূর্ব্বক উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করতঃ কালাবাঘা রাজ্যে আসিয়া শুনিলেন, তদীয় পিতা রাজা সাংবুদ্ধা ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। রাজার অভাবে রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কায় কনিষ্ঠ উদয়গিরি সিংহাসনে আরোহন করিয়াছেন। কনিষ্ঠের অধিকৃত সিংহাসনে তিনি [illegible]তে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি সৈন্যসামন্ত সেনাপতিগণ সহ পরামর্শ করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি প্রাচীন রাজধানী চম্পক রাজ্যে না গিয়া অধিকৃত রাজ্যসমূহের উপর রাজা হইতে ইচ্ছা করিলেন। সৈন্যগণ যুবরাজ বিজয়গিরির প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। তাহারাও দেশে যাইতে ইচ্ছা করিল না, যুবরাজ বিজয়গিরির সঙ্গেই রহিয়া গেল। তিনি কালাবাঘা রাজ্যে উপযুক্ত প্রতিনিধি নিযুক্ত করতঃ নববিজিত রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধানের জন্য পুনরায় চট্টগ্রামে আসিয়া

শিবির সংস্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। তথা হইতে ক্রমে ক্রমে সাপ্পেরেই কুলে ব্রহ্মদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সৈন্যগণকে সকল জাতি হইতে পত্নী গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং তদ্দেশীয় উচ্চ বংশজাত অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্ন সুন্দরী পত্নী (মতান্তরে আরীজাতীয়) গ্রহণ করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা এই প্রকারে বিজাতীয় কন্যা বিবাহ করাতে এক প্রকার জাতিভ্রষ্ঠ ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইল। পূর্ব্বতন শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও জাতীয় চিহ্নস্বরূপ উপবীত পৈত্রা ধারণ করিত এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অর্থাৎ উভয় ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিত। কেহ কেহ ব্রাহ্মণ হইতে উপনয়ন গ্রহণ করিয়া উপবীত ধারণ করিতেন, কেহ কেহ বা বর্জ্জন করিতেন, তজ্জন্য বাধ্যবাধকতা ছিল না। শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বে স্বীয়জাতিকে অতি উচ্চবংশীয় মনে করিয়া জাত্যাভিমান বশতঃ অন্যজাতি হইতে বিবাহ করা এবং অন্যজাতিকে কন্যা প্রদান করা জাতীয় রীতি-বিরুদ্ধ ছিল।[১১] কিন্তু বিদেশে আসিয়া সে রীতি আর রহিল না। স্বয়ং রাজা ও সৈন্যসেনাপতিগণ বিজাতীয় কন্যা গ্রহণ করতঃ বিবাহ করাতে তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ পিতৃকুল ও মাতৃকুলের আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করিয়া এক অভিনেব জাতিতে পরিণত হইল।

রাজা বিজয়গিরিই আরাকান ও ব্রহ্মদেশের উপনিবেশ স্থাপনকারী প্রথম রাজা। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে বিজাতীয়গণকে বশীভূত করিয়া তদুপরি শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া অপুত্রক অবস্থায় জীবন সম্বরণ করেন। রাজা বিজয়গিরির মৃত্যু হইলে তদীয় অধিকৃত রাজ্য সুযোগ বুঝিয়া ব্রহ্মরাজ অভিযান প্রেরণ করিয়া অধিকার করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু বিজয়গিরির প্রধান মন্ত্রী সুচতুর সিরিত্তমা ব্রহ্মরাজের প্রধন মন্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া পরামর্শ করতঃ পরামর্শানুসারে ব্রহ্মরাজকে দুইটী শ্বেত হস্তী ও নানাবিধ রত্ন উপঢৌকন প্রদান করিলেন। ব্রহ্মরাজ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া মন্ত্রী প্রবর সিরিত্তমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন, এবং পর্ব্বত-সঙ্কুল সমস্ত প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্বভার তাঁহাকে প্রদান করেন।

শাক্ বা শাক্‌মা কিম্বা চাক্‌মা নামের ব্যুৎপত্তি।

শাক্যজাতিকে মগেরা বলিত শাক্ বা ছাক্। যাহারা শাক্য রাজবংশীয় তাহাদীগকে বলিত শাক্‌মাং। "মাং" শব্দে রাজা। অর্থাৎ শাক্য রাজবংশীয়।[১২] কিন্তু বাঙ্গালী গ্রহাচার্য্য ব্রাহ্মণগণ চম্পক-নগরবাসী বলিয়া চাম্পা বা পরিশেষে চাক্‌মা নামে অভিহিত করিয়াছিল।[১৩] রাজা সিরিত্তমাকে কেহ কেহ প্রথম শাকলিয়া বা [১৪] শাক্‌দিগের রাজা বলে। রাজা সিরিত্তমা (শ্রী উত্তম) রাজনীতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া রতনপুর, কাঞ্চনপুর, আরকান, চৈদং, কিল্লাদি, মৈনাং প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল।

রাজা শ্রীউত্তম কেবল রাজনীতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজা নিজে শীলবান ও বিদ্বান বলিয়া রাজ্যমধ্যে চৌর্য্য, ব্যভিচার প্রাণী-পিড়ণ, মিথ্যাভাষণ, মদ্যপানাদি নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা

ভিক্ষুগণের সহিত বিদ্যা ও ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তিনি রাজা বিজয়গিরির দেহাবশেষের উপর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ মন্দির একটী পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিত। পর্ব্বতের নাম বিজয়গিরি পর্ব্বত রাখা হয়।

রাজা সিরিত্তমা সেই বিজয়গিরি পর্ব্বতের পাদমূলেই রাজধানী সংস্থাপন করেন। রাজা সিরিত্তমার পুত্র শরণ্নামা তৎপুত্র উলত্তমা, উলত্তমার পুত্র জনু, জনুর পুত্র কমলজনু, তৎপুত্র উচ্চংগিরি, উচ্চংগিরির পুত্র মইসাগিরি। রাজা মইসাগিরি রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় নামে একটী রাজধানী সংস্থাপন করেন। এই সময় পর্য্যন্ত চাক্মাগণ চম্পকনগরে গমনাগমন করিত। ইহার পর সমস্ত কালাবাঘা রাজ্য ত্রিপুরার মহারাজ অধিকারভূক্ত করিয়া লইলে গমনাগমন রহিত হয়। যাহারা চম্পকনগরে রহিল তাহারা উত্তরস্যা চাক্মা বা চাংমা এবং যাহারা দক্ষিণে রহিল তাহারা দক্ষিণ্যা চাক্মা নামে খ্যাতি রহিল। উত্তরস্যা চম্পকনগরবাসী চাক্মাগণ রাজার অভাবে ত্রিপুরা মহারাজের অধীনে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ত্রিপুরী দফায় প্রবিষ্ঠ হইয়া জাতীয় স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ত্রিপুরা জাতিতেই পরিণত হইল। শুনা যায় এই দফা এখনো আছে।[১৫]

রাজা মইসাগিরির পুত্র কমলযুগ, কমলযুগের পুত্র মদনযুগ, তৎপুত্র জীবনযুগ, জীবনযুগের পুত্র রতনগিরি, রতনগিরির পুত্র ধনগিরি, ধনগিরির পুত্র সন্নগিরি। রাজা সন্নগিরি সন্ন্যাসীর ন্যায় রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিজন পর্ব্বত গুহায় যোগসাধন করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনী শুনা যায়। সেই স্থানে প্রস্তরে তাঁহার নাম লেখা রহিয়াছে। সন্নগিরির পুত্র বুদ্ধংগিরি বা বোধ্যাংগিরি। বোধ্যাংগিরি অতি বুদ্ধিমান নরপতি ছিলেন। তিনি রাজকার্য্য সুনির্ব্বাহের জন্য জনৈক বাঙ্গালী মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ইহাতে মগেরা তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা করে। সুচতুর বাঙ্গালী মন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তৃত হওয়ায় রাজধানী সমৃদ্ধিশালী হইয়া রাজকোষ নানারত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রাজা বোধ্যাংগিরির মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ধর্ম্মগিরি বা ধর্ম্মজিত সগৌরবে পিতৃসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি কুকিরাজ্য, শ্যাকল দেশ জয় করেন। তাঁহার পুত্র মনোরথ, মনোরথের পুত্র অরিজিত, অরিজিতের পুত্র মৈমাংসা, মৈমাংসার পুত্র কেবল, কেবলের পুত্র বৈরিন্দম বা অরিন্দম। অরিন্দমের পুত্র জ্ঞানানু, জ্ঞানানুর পুত্র শ্বেতব্রত, মগেরা বলে, "ঠাকুরবা" রাজা। তাঁহার কোন সন্তান না থাকায় রাজ্য মধ্যে সকলে পরামর্শ করিয়া জনৈক রাজবংশীয় ব্যক্তিকে রাজসিংহাসনে সংস্থাপন করিল। ইহার নাম দ্বিতীয় শাকলিয়া রাজা।[১৬]

এই শাকলিয়া রাজারও কোন পুত্র সন্তান হইল না, কেবলমাত্র একটী কন্যা হইল। নাম হইল মানিকি বা মাণিকবি। এই সময় চাক্মা জাতির সহিত মগের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। "বাঙ্গালী সর্দ্দার" নামে তখন একব্যক্তি রাজার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। বাঙ্গালী সর্দ্দার বঙ্গদেশে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা করিয়া বাঙ্গালী সৈন্যের পরিচালনা করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম বাঙ্গালী সর্দ্দার। রাজা বাঙ্গালী সর্দ্দারের সঙ্গে স্বীয় কন্যা মাণিকবীর বিবাহ দেন। তিনি বাঙ্গালী সঙ্গে মিলিয়া মগের সহিত যুদ্ধ করেন।[১৭]

যেই মগেরা বা মগরাজা চাক্মাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, তাহার পূর্ব্ব পুরুষ চাক্মা রাজার সাহায্যেই আরাকানের রাজা হইয়াছিল; এই মগরাজার নাম "ন্যাসিং রাজা"।[১৮]

মগরাজার বিশ্বাসঘাতকতায় উত্তেজিত হইয়াই চাক্‌মা জাতি মগের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী সঙ্গে মিলিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল। শাকলিয়া রাজার পরলোক গমনের পর দৌহিত্র সূত্রে বাঙ্গালী সর্দ্দার রাজ্য লাভ করেন। ইহার পর তদীয় বংশধরগণ পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে নয়জন রাজা রাজত্ব করেন। যথা,—

১। রাজা মাদালিয়া

তৎপুত্র	২।	রামাথংজা
”	৩।	কলম চেগে
”	৪।	রতনগিরি
”	৫।	কালা থংজা
”	৬।	চক্রধন বা চক্রধর
”	৭।	ফেল্যাধাবিং
”	৮।	মেরমত্যা
”	৯।	অরুণযুগ।

এই অরুণযুগকে মগেরা ইয়াংজ বলিত। চাক্‌মা লিপিতে লিখিত “রাজনামা”য় এই নয়জন রাজাকে বাঙ্গালী সর্দ্দারের পুত্র বলিয়া কনিষ্ঠ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন লিখিত হইয়াছে। ইহা ভুল, কেন না মগের সহিত চাক্‌মা বাঙ্গালী সৈন্য সম্মিলিত যুদ্ধ ৪৮০ মগীতে ঘটে, আর চাক্‌মা রাজ ইয়াংজ বা অরুণযুগের সহিত আরকান রাজ মেঙ্গাদির যুদ্ধ ৬৯৫ মগাব্দে সংঘটিত হয়; সুতরাং উভয় যুদ্ধের ব্যবধান ২১৫ বৎসর হইয়াছে। এই ব্যবধান কালের মধ্যে নয়জন রাজার রাজত্বকাল গত হইয়াছে, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক; এ সম্বন্ধে গ্রহাচার্য্য লিখিত “রাজনামা” এবং আরাকানের ইতিহাসের কথাই অধিকতর প্রামাণ্য বোধ হয়। চাক্‌মা রাজনীতিতে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যাধিকারী হইতে পারে, সর্ব্বকনিষ্ঠ অরুণযুগ যে রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন, ইহাও নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। চাক্‌মা রাজ ভুবনমোহন রায় প্রণীত “চাক্‌মা রাজবংশ” গ্রন্থেও নয়জন রাজার নাম লেখা হইয়াছে।

রাজা অরুণযুগ বহুকাল রাজত্ব করিবার পর রোয়াং রাজা মেংগদি বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া চাক্‌মা রাজধানী মইসাগিরি অবরুদ্ধ করেন (৬৯৫ মগাব্দে)। চাক্‌মা রাজ অরুণযুগ ২/৩ দিন প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে পরাভূত হইয়া চাক্‌মা রাজা তিন রাণী, তিন পুত্র, দুই কন্যা সহ বন্দী হইলেন। আরকানাধীশ্বর বিজিত রাজধানী হইতে বহু হস্তী, অশ্ব, বহু মাণিমাণিক্য, স্বর্ণ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইলেন।[১১] সঙ্গে সঙ্গে চাক্‌মা রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন।

টংচঙ্গ্যা চাক্‌মা

মগরাজা যে সকল চাক্‌মা প্রজাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহারা পরে “দৈংনাগ” বা “টংচঙ্গ্যা” নামে খ্যাতি লাভ করিল।

মগরাজা পরে রাজা অরুণযুগকে আরকানের অন্তর্গত “খেয়াং জাতির” উপর আধিপত্য

লাভ করেন। অরুণযুগের তিনটী পুত্র, যথা—

১।	সূর্য্যজিত	মগেরা বলে	"চংজু"
২।	চন্দ্রজিত	"	"চৌপ্রু"
৩।	শক্রজিত	"	চৌতু।

এই তিনজন রাজপুত্রকে মগরাজা তিনটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মনোনীত করেন। যথা,—সূর্য্যজিতকে কিদেজা (মগভাষায়, কিউদেজা), চন্দ্রজিতকে মিংদেজা, শক্রজিতকে রামব্রী (মগভাষা), এই তিনটী প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। ইহা ব্যতিত অরুণযুগের মধ্যম পুত্রকে[২০] বেপারিদিগের নিকট হইতে কর আদায়ের কাজে নিযুক্ত করেন।[২১] ঘাটের কর সংগ্রহকারক বলিয়া চাক্‌মারা বলিত "ঘাঘত্যা রাজা"। ঘাঘত্যা রাজার সময়ে "মংজা-স্রু" নামক স্থানে ৭২৪ মঘীতে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপিত হয়।

ঘাঘত্যা রাজার এক পুত্রও পিতার পর, পিতার কার্য্যভার পাইয়াছিলেন। কিন্তু খাজানা লইয়া গণ্ডগোল করাতে মগ রাজার ভয়ে বৌদ্ধ-শ্রামণত্ব (মৈসাং) ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহাকে চাক্‌মারা বলে "মৈসাং" রাজা মগেরা বলে "মং চুই"।

মগরাজা বিরক্ত হইয়া মৈসাং রাজাকে মংজাস্রু স্থান হইতে তাড়াইয়া "কলাঠেং" (কলাদিনী) নদীর কূলে চক্রদহ (চাক্যোইধাঁহ) নামক স্থানে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করেন। মইসাং রাজার অপরিণামদর্শীতার দরুণ চাক্‌মাজাতি এতদুর লাঞ্ছনা ও মগের অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহারা মৈসাং রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামে আসিবার মন্ত্রণা করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, যথা—

এলে মৈসাং লালস নেই
ন এলে মৈসাং কেলেস নেই।

তাহারা এ সম্বন্ধে একটী ছড়া বা গান বাঁধিয়া ছিল, যথা,—

চল বাপ ভেই চল যেই
চম্পক নগরে ফিরি যেই
এলে মৈসাং লালস নেই
ন এলে মৈসাং কেলেস নেই।
ঘরৎ গেলে মগে পায়।
ঝারৎ (জঙ্গলে) গেলে বাঘে খায়।
মগে ন পেলে বাঘ পায়
বাঘে ন পেলে মগে পায়। ইত্যাদি

অবশেষে সকলেই মন্ত্রণা করিয়া আরকান পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিল।

মৈসাং রাজার চারিটী পুত্র যথা, —

১ম। মারিক্যা (মগেরা বলে মরেক্যজ)
২য়। কদমবংলা বা কামথংজা
৩য়। রদংসা
৪র্থ। থৈন সুরেশ্বরী। ভগ্নি ভেরলী।

মৈসাং রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র মারিক্যা স্বজাতির দুর্দ্দশা দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া কনিষ্ঠ সহোদর থৈন সুরেশ্বরীকে কতিপয় অনুচরসহ বঙ্গদেশাভিমুখে চট্টগ্রাম শাসনকর্ত্তার নিকট প্রেরণ করেন এবং স্বজাতি সহ আরকান পরিত্যাগ করিবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজকুমার থৈন সুরেশ্বরী চট্টগ্রাম শাসন কর্ত্তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা তাহাকে একদল বাঙ্গালী সৈন্য দিয়া বিদায় করেন।

অতঃপর রাজকুমার থৈন সুরেশ্বরী আরকানে পৌঁছিয়া জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সহ মন্ত্রণা করিয়া চট্টগ্রামের দিকে স্বজাতি বৃন্দসহ প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মগ রাজা এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাধা প্রদানের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সকলকে অগ্রসর হইতে দিয়া নিজে অসীম সাহসে মগদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগতি লাভ করেন। এই ঘটনা ৭৮০ মগীতে সংঘটিত হয়।

রাজপুত্র মারিক্যা শত্রু নিধন করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেও মগেরা আর বাঁধা প্রদান করিতে পারিল না, সুতরাং অপর তিন রাজকুমার বিনা বাঁধায় চট্টগ্রাম সীমানায় প্রবেশ করিলেন এবং চট্টগ্রাম শাসন কর্ত্তা নবাবের [২২] নিকট বারখানী গ্রামে বাস করিতে অনুমতি লাভ করিলেন (১৪১৮-১৯ খৃঃ অঃ)

আনক্যা চাক্‌মা ও রোয়াংগ্যা চাক্‌মা

চাক্‌মা জাতির মধ্যে যাহারা রোয়াং বা আরকান প্রদেশে রহিল, তাহারা "রোয়াংজ্যা চাক্‌মা" বা টংচঙ্গ্যা[২৩] চাক্‌মা এবং যাহারা চট্টগ্রামে আসিয়া বাস করিল তাহারা "আনক্যা চাক্‌মা" নামে অভিহিত হইল। বলা বাহুল্য চট্টগ্রাম প্রদেশকে তখন আরকান বাসীরা "আনক্" বলিত। আরকান প্রদেশবাসী চাক্‌মারাই মূল চাক্‌মা বলিয়া জাহির করিল, ফলতঃ উভয় চাক্‌মা জাতিই মূল চাক্‌মা জাতি হইতে উৎপন্ন।

ক্রমে "আলিকদম" বা কদমতলি নামক স্থানে রাজধানী স্থাপিত হইলে বাঙ্গালার নবাব হইতে থৈন সুরেশ্বরী রাজা "খেতাব" প্রাপ্ত হইলেন; এবং কুকি ও মগ দমনের জন্য একদল বাঙ্গালী সৈন্যের সৈন্যাপত্য লাভ করিলেন। অলিকদম স্থানে রাজধানী স্থাপিত হইলে অবশিষ্ট চাক্‌মাগণ যাহারা আরকানে ছিল, তাহারাও ক্রমে ক্রমে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। চট্টগ্রাম শাসন কর্ত্তার প্রদত্ত সম্মিলিত বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশিয়া রাজা থৈন সুরেশ্বরী মগের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ

করিয়া মগদিগকে পরাভূত করেন। এই যুদ্ধ "টন মুরিগাঙের যুদ্ধ" বলিয়া বিখ্যাত। তিনি এখানে পাথরকিল্লা (প্রস্তর দুর্গ) প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রণপাগালা নামে তাঁহার একজন যুদ্ধ বিশারদ সেনাপতি ছিল। রণপাগালার বংশধরেরা এখনো "বড়ুয়া গোজায়" আছে।

রাজা থৈন সুরেশ্বরী নামানুসারে সেইখানে নদীর নাম "থৈন ছড়ী" বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। রাজা থৈন সুরেশ্বরী প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল যাবৎ সুখে শান্তিতে প্রজা পালন করিয়াছিলেন। এই সময় চট্টগ্রামের আধিপত্য লইয়া মোগল শাসনকর্ত্তার সঙ্গে ত্রিপুরা মহারাজের প্রবল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চাক্‌মা রাজা কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। রাজার ভগ্নি ভেরলী রাজার লস্করকে বিবাহ করে। ঐ লস্কর হইতে লস্কর গোজার উৎপত্তি হইয়াছে।[২৩]

রাজা থৈন সুরেশ্বরী তাঁহার একমাত্র পুত্র জনুকে (মগেরা বলে "চনুই") রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অমর ধামে প্রস্থান করেন। রাজা জনু কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিবার পর বহু সৈন্য লইয়া মগরাজা চট্টগ্রাম দখল করেন। চাক্‌মা রাজা জনু মগরাজাকে দুইটী হস্তী ও অন্যান্য দ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করিয়া তুষ্ট করেন। চাক্‌মারাজ জনুর পুত্র সন্তান ছিল না। দুইটী কন্যা ছিল, যথা—

প্রথমা কন্যার নাম, রাজেস্বি
দ্বিতীয় কন্যার নাম, সাজেস্বি।

এই কনিষ্ঠা কন্যা সাজেস্বির সহিত পরে মগরাজার বিবাহ হইয়াছিল। মগেরা বলিত, "সজাইবু"। চট্টগ্রাম সহরে মগরাজার সহিত রাজকন্যা সাজেস্বির বিবাহ ৮৮১ মগীতে মহাসমারোহ সহকারে সম্পন্ন হয়।[২৪] মগরাজা চাক্‌মা রাজাকে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু ক্ষমতা প্রদান করিয়া "কোং-লাপ্রু" (সদাশয়) খেতাব প্রদান করেন। চাক্‌মারাজ জনুর জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজেস্বির সহিত "বুড়া বড়ুয়া"[২৫] নামক রাজার প্রধান সেনাপতির বিবাহ হয়। বুড়া বড়ুয়ার অপর নাম ভূত্তুস্যা। মগরাজার অনুগ্রহে চাক্‌মা রাজা জনু প্রধান জামাতা সেনাপতি বুড়া বড়ুয়ার সহয়াতায় অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। চাক্‌মারাজ জনুর মৃত্যু হইলে দৌহিত্র সুত্রে বুড়া বড়ুয়া রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। রাজপুরী রক্ষার জন্য বুড়া বড়ুয়া কতিপয় সুশিক্ষিত সৈন্যদলের সৃষ্টি করেন। উক্ত সৈন্যদলের সেনাপতির নাম পাগলা বড়ুয়া। এই পাগলা বড়ুয়ার বংশধরেরা পরে "বড়ুয়া গোজার" সৃষ্টি করে। রাজা বুড়া বড়ুয়ার পুত্র সাতুয়া বড়ুয়া, সাতুয়া বড়ুয়া পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন। ইঁহার প্রবল পরাক্রমে মগেরা দমিত ছিল। ইনি একবার চট্টগ্রাম সহর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। রাজত্বের প্রারম্ভে লুণ্ঠনাদি কার্য্য করিলেও পরিশেষে জনৈক শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণের উপদেশে সে কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রাত্যহিক রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া অবসরক্রমে মস্তিষ্ক বিকার উপস্থিত হইল। এ সম্বন্ধে প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। যথা—

মুনি ঋষি ধ্যান করে।
পাগলা রাজা চিৎকল্‌জ্যা খোয়ই স্যান্ করে।।

তিনি কলিজা বাহির করিয়া ধৌত করিতেন। তিনি অন্যের অলক্ষ্যে গোপনে এই উৎকট যোগসাধন প্রক্রিয়া করিলেও একদিন রাণীর চক্ষুগোচর হইল, ইহাতে তিনি কলিজা ইত্যাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারিলেন না।[২৪] তাঁহার ফলে তিনি উন্মাদ হইলেন। রাজধানীতে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাজাকে কাটিয়া ফেলা হইল। পাগলা রাজার মহিষীকে রাজ্যভার দেওয়া হইল। রাণী দক্ষতা সহকারে কিয়ৎকাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'কাটুয়া কন্যার আমল" বলিয়া থাকে।

পাগলা রাজার দুইটী পুত্র, যথা—চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ[২৫] কন্যার নাম অমঙ্গলী। রাজকন্যা অমঙ্গলীর সহিত রাজ অমাত্য পুত্র মুলিমাথংজার বিবাহ হয়।

মুলিমাথাংজার ঔরসে রাজকন্যার গর্ভে ধুর্য্যা, কুর্য্যা, পীড়াভাঙ্গা ও ধাবানা নামে চারিটি পুত্র সন্তান হয়। মতান্তরে কথিত হইয়াছে, চাক্‌মা রাজমন্ত্রীর পুত্র ধুর্য্যা ও কুর্য্যা রাজকন্যার পুত্র পীড়াভাঙ্গা ও ধাবানা।

পাগলা রাজার মহিষী কাটুয়া কন্যা লোকান্তর গমন করিলে রাজকুমার যুগল চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিবার পর পরলোক গমন করেন। তাঁহাদের কোনও সন্তান না থাকায় রাজসিংহাসন শূন্য হয়।

মতান্তরে কথিত হইয়াছে, রাজ্যলোভে প্রধানমন্ত্রী রাজকুমারদ্বয়কে হত্যা করেন এবং রাজকীয় কাগজ-পত্র গোপন করিয়া ফেলেন। কিন্তু পরে অপরাপর চাক্‌মা সর্দ্দারগণ মন্ত্রীর প্রাধান্য স্বীকার করে নাই।

রাজার সিংহাসন অধিকার লইয়া উক্ত মন্ত্রীর পুত্রদ্বয় ও রাজকন্যার পুত্রযুগলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় সমস্ত চাক্‌মা সর্দ্দারগণের সম্মতিক্রমে ধাবানা রাজসিংহাসন লাভ করেন। ধূর্য্যা তালুকদারী পদ, পীড়াভাঙ্গা ও কূর্য্যা দেওয়ান পদবী লাভ করেন। এই চারিজন হইতে প্রধানতঃ চারিটী গোষ্টির উৎপত্তি হইয়াছে। যথা,—

ধূর্য্যা হইতে বগা গোজা
কুর্য্যা হইতে তন্যা গোজা
পীড়াভাঙ্গা হইতে ধামেই গোজা
ধাবানা হইতে মুলিমা গোজা।

পীড়াভাঙ্গার পুত্র গুজাধাবেং ও মেজাধাবেং। গুজার বংশ নাই। মেজাধাবেংএর কন্যা নুক পদি।

পীড়াভাঙ্গা ও কুর্য্যা দেওয়ান পদবী লাভ করিয়া ক্রমান্বয়ে বংশানুক্রমে রাজমন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন।

রাজা ধাবানা প্রবীণ ছিলেন। তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তির সময়ে মগেরা সাহায্য করিয়াছিল। ধাবানা রাজা হইয়াই চাক্‌মা জাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক সকল দিকে সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তদীয় অধিকারভুক্ত সীমায় যে সকল চাক্‌মা, ত্রিপুরা, কুকি, টংচঙ্গ্যা, রিয়াং, মুরুং, বার, ম প্রভৃতি জাতি প্রজা ছিল তাহাদের প্রধান ব্যক্তিগণকে যথোপযুক্ত উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন

[illegible] জাতীয় ধর্ম্মেরও সংস্কার সাধন করেন। বস্তুতঃ রাজা ধাবানার বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা [illegible] তদীয় শাসনকালে প্রজাগণ সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত করিয়াছিল।

রাজা ধাবানার দুইটী পুত্র যথা,—

ধরম্যা ও

মঙ্গল্যা।[২৬]

রাজা ধবনা স্বর্গগত হইলে ধরম্যা রাজপদ লাভ করেন। তিনি কিয়ৎকাল রাজত্ব করিবার পর নিঃ [illegible] অবস্থায় মৃত্যু হইলে মঙ্গল্যা রাজ সিংহাসন লাভ করেন। রাজা মঙ্গল্যার দুইটী পুত্র যথা,—

সুবলচাঁদ বা সুবল খাঁ

ফতেচাঁদ বা ফতে খাঁ

[illegible] রাজার মৃত্যুর পর সুবল খাঁ রাজা হইয়া প্রজা পালন করেন, অল্পকাল মধ্যে তাঁহার মৃত্যু [illegible] ফতে খাঁ রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করেন। এই সময় চাক্‌মা রাজার প্রভাব বৃদ্ধি হওয়ায় [illegible] মুসলমান শাসন কর্ত্তাকে গ্রাহ্য করিতেন না। রাজা ফতে খাঁ স্বজাতীয় সকল প্রজাকে [illegible], অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। চাক্‌মা রাজার এতাদৃশ প্রতিপত্তি দর্শনে মুসলমান [illegible] জনৈক মোগল সেনাপতিকে বিস্তর সৈন্য, : কামান, বন্দুক, সহ চাক্‌মা রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ [illegible]। রাজা ফতে খাঁ প্রতিপক্ষ মোগল সেনাপতির সহিত অতর্কিতে বনপথে ঘোরতর যুদ্ধ [illegible] জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈন্য বিস্তর অস্ত্র-শস্ত্র, কামান-বন্দুক ফেলিয়া পলায়ন [illegible]। তাঁহার একটী বিজিত কামানের নাম "ফতে খাঁ" রাখা হয়। অপর কামানের নাম [illegible] খাঁ।

রাজা ফতে খাঁ যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া অতিশয় দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহার পর [illegible] ফতে খাঁ মুসলমান শাসন কর্ত্তা[২৭] নবাব বাদশাহ হইতে ১০৭৭ মগীতে কার্পাস করের [illegible] করিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন।

রাজা ফতে খাঁর তিনটী পুত্র যথা,—

১। সেরমুস্ত খাঁ বা সেরমস্ত খাঁ

২। ওরমস্ত খাঁ

৩। খেরমস্ত খাঁ।

রাজা ফতে খাঁর মৃত্যু হইলে সেরমস্ত খাঁ রাজ্য লাভ করেন। এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ বাক্য [illegible] আছে,—

আদৌ রাজা সেরমস্ত খাঁ রোয়াং ছিল বাড়ী।
তার পুত্র শুকদেব বান্ধে জমিদারী।।

রাজা সেরমস্ত খাঁ রাজ্য লাভ করিয়া পিতৃকৃত বন্দোবস্ত পুনরায় নূতন করিয়া লইলেন এবং [illegible] পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম শাসনের ক্ষমতা লাভ করেন। রাজা সেরমস্ত খাঁর পুত্রসন্তান না থাকায় [illegible] ওরমস্ত খাঁর পুত্র শুকদেব রায়কে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রাজা সেরমস্ত খাঁর [illegible] গমনের পর শুকদেব রায় রাজ্য লাভ করেন। তিনি নবাব বাদশাহ হইতে, ঘাটের বন্দোবস্ত,

কার্পাসের বন্দোববস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই কার্য্যে শুকদেব রায়ের সাহায্য করিয়াছিলেন ওরমস্ত খাঁ ও তাঁহার অপর পুত্র সের দৌলৎ খাঁ। নবাব এই বুদ্ধিমান নরপতিকে "রায়" উপাধি প্রদান করেন। এবং "শুকদেব তরপ" নামে একটি তরপ বন্দোবস্ত দেন। তিনি পূর্ব্ব রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া শিলক নদী তীরে একটি মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা "শুকবিলাস" নাম দিয়া রাজধানীরূপে পরিণত করেন। রাজা ফতে খাঁ যেমন মুসলমান ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন, যদিও জাতীয় রীতিমত বৌদ্ধ মতে চলিতেছিলেন, রাজা শুকদেব রায় কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অধিকাংশ হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া কলাপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদূত ত্রিপুরা মহারাজের দরবারে প্রেরণ করিয়া কালীপূজার ব্যবস্থা আনয়ন করিয়াছিলেন এবং কর্ণফুলী নদীর অপর পারে "ত্রিপুরাসুন্দরী" নামে একটি কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। যে স্রোতস্বতীর তীরে এই মূর্ত্তি ছিল, সেই ছড়ার নাম ত্রিপুরা সুন্দরী হয়। ত্রিপুরার মহারাজ চাকুমা নরপতি শুকদেব রায়ের কোনও কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া পরস্পর সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ কয়েকঘর ত্রিপুরা প্রজা প্রদান করেন। এই ত্রিপুরাগণ পরে "রাজার ত্রিপুরা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

রাজা শুকদেবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সের দৌলৎ খাঁ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। ইহার পর চট্টগ্রাম (১৭৬০ ইংরাজির সন্ধি অনুসারে) ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইল। রাজা সের দৌলৎ খাঁ রুনু খাঁ নামে জনৈক সেনাপতির পরামর্শে ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া যুদ্ধ করাই স্থির করেন। রাজা সের দৌলত খাঁর বিরুদ্ধে ইংরাজের দুইবার অভিযান প্রেরিত হয়, কিন্তু দুইবারই ইংরেজ সৈন্য পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।[১৮] রাজা সের দৌলৎ খাঁ একপ্রকার স্বাধীনভাবে প্রজা শাসন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র জানবক্স খাঁ পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য লাভ করেন। এই সময় জানবক্স খাঁ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলে ইংরেজ পুনরায় জলপথে অভিযান প্রেরণ না করিয়া জনৈক রিয়াং সর্দ্দারকে অর্থে বশীভূত করিয়া স্থলপথে অভিযান প্রেরণ করেন। রাজা জানবক্স খাঁ উপায়ান্তর বিহনে ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন। (১৭৮৫)

রাজা জানবক্স খাঁর তিনটী পুত্র যথা—

১। টব্বর খাঁ

২। জব্বর খাঁ

৩। ডোলপেটা

অন্যমতে জানবক্স খাঁর চারিটী পুত্র যথা—

১। টব্বর খাঁ

২। জব্বর খাঁ

৩। ছলাজব্বর খাঁ

৪। ডোলপেটা

রাজা জানবক্স খাঁ নানা উপদ্রবে পুরাতন রাজধানী শিলক পরিত্যাগ করিয়া রাউণ্যা (রাঙ্গুনীয়া) রাজধানী পরিবর্তন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যুবরাজ টব্বর খাঁ রাজপদ লাভ করেন।

...ক বৎসর রাজ্যভোগের পর নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তদীয় ভ্রাতা জব্বর খাঁ ... বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ১১৬৩ মগীতে সিংহাসনে আরোহন করেন। পরে জ্ঞাতিগণের ...যন্ত্রে অল্পকাল মধ্যে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা ... পাইয়াছিল। পূর্ব-পুরুষের নবাবের প্রদত্ত সনন্দ তাম্রলিপি রাজকীয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ...রা লুকাইয়া ফেলে। রাজা জব্বর খাঁর অল্পবয়স্ক বালকপুত্র ধরমবক্স খাঁ ও তদীয় জননী ...ই নিরাশ্রয় অবস্থায় পতিত হন।

রাজা জব্বর খাঁ প্রায় দশ বৎসর কাল রাজত্ব করিবার পর স্বর্গগত হইলে তৎপুত্র ধরমবক্স খাঁ ... বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কতিপয় রাজভক্ত সর্দারগণের ও প্রজাগণের সহায়তায় ১৮১২ ইং ... সিংহাসন আরোহন করেন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে। রাজা ধরমবক্স খাঁ সর্ব্বগুণে গুণবান ছিলেন। ... একাধারে ক্ষমা ও তেজের আঁধার ছিলেন। তাঁহার রাজ্যস্থ সর্ব জাতীয় প্রজাবৃন্দই তাঁহার ... গুণে তৎ-প্রতি অকৃত্রিম রাজভক্তি প্রকাশ করিত। এবং "ধরমবক্স খাঁ" মহারাজ বলিত। ... তাহার শারীরিক কি মানসিক এবং লৌকিক ব্যবহারে সর্ব্বথা যথার্থ রাজন্য গুণ প্রকাশ ...।

রাজা ধরমবক্স খাঁ প্রথমে কুরাকুট্যা গোজার গুজাং চাকমার (পরে দেওয়ান) সর্বসুলক্ষণ-... কন্যা কালাবীকে (কালবর্ণ বলিয়া) বিবাহ করার পর "কালিন্দী রানী" নাম রাখেন। কালিন্দী ... সন্তানাদি না হওয়ায়, রাজা তদীয় জ্ঞাতী-ভগিনী আটকবিকে বিবাহ করেন, এবং পরে ...র সর্দার দৌলৎখাঁর কন্যা হারিবিকে বিবাহ করিয়া কুরাকুট্যার গোজার প্রতি সাতিশয় ... প্রদর্শন করেন। প্রথমা মহিষী কালিন্দীরীনীর একটি পুত্র-সন্তান প্রসূত হইয়াই মারা যায়। ... মহিষী হারিবির একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার নাম মেনকা ওরফে চিকনবি।

মহারাজ ধরমবক্স খাঁ কয়েক বৎসর সগৌরবে রাজ্যশাসন করিবার পর ১৮৩২ ইংরাজী ... ১২৩৯ সালে রাজপরিবারবর্গ এবং রাজ্যস্থ প্রজাবৃন্দকে অসীম শোকসাগরে ভাসাইয়া ...টি রাজপ্রাসাদে স্বর্গলোকে গমন করেন।

রাজকন্যা চিকনবির সহিত প্রসিদ্ধ রণু খাঁ দেওয়ানের প্রপৌত্র গোপীনাথ দেওয়ানের বিবাহ ...। রাজা ধরমবক্স খাঁ পরলোকগত হইলে ইংরেজ গভর্ণমেন্ট প্রথমে কন্যাই রাজ্যের ...রিণী সাব্যাস্ত করিয়া, কন্যার অভিভাবিকারূপে রাণী হারিবিকে রাজ্যভার দেন। ইহাতে ... মহিষী কালিন্দী আপত্তি উত্থাপন করিয়া পরলোকগত স্বামীর রাজ্যভার প্রাপ্তির জন্য ...। ইহার সম্যক মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত রাজা ধরমবক্স খাঁর স্বগোষ্ঠিজ রাজচন্দ্র ... জেষ্ঠ্যতাত সুখলাল খাঁ দেওয়ানকে তাহার সরবরাহকারিত্ব প্রদান করেন। এই বন্দোবস্ত ... পর্যন্ত চালিয়েছিলেন। পরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কালিন্দীরাণী দুই বৎসরের জন্য ইজারা ... ও পরে পরিত্যাগ করেন। ইহার পর দুই বৎসর কাল খাসে সরকার বাহাদুর রাজ্য ...। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কালিন্দীরাণী স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বলিয়া ... সাব্যাস্ত করেন।

... হারিবির কন্যা চকিনবির গর্ভে গোপিনাথ দেওয়ানের ঔরসে হরিশচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র

নামে দুইটি পুত্র চন্দ্রকলা নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র ও চন্দ্রকলা অকালে কালে-কবলিত হওয়ায় একমাত্র পুত্র হরিশ্চন্দ্রই জীবিত রহিলেন। কালক্রমে রাজমহিষী হারিবি ও রাজকন্যা চিকনবিও পরলোক গমন করিলেন। কালিন্দীরাণী জামাতা গোপিনাথ দেওয়ানকে আরো দুইটি বিবাহ দিলেন। তন্মধ্যে স্বীয় ভ্রাতা জয়মনি দেওয়ানের কন্যা কান্দরী, কান্দরীর গর্ভে উর্ম্মিলা নামে একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কাচলং কাট্টলী নিবাসী নীলচন্দ্র দেওয়ানের সঙ্গে উর্ম্মিলার বিবাহ হয়। কান্দরীর মৃত্যু হইলে জামাতা গোপিনাথ দেওয়ানের সহিত পুনরায় "আঙুগোজা" চিকণ খাঁ তালুকদারের কন্যা হীরালাল তালুকদারের ভগ্নি শ্রীমতী জানকীর সহিত বিবাহ দেন। তাঁহার গর্ভে হরচন্দ্র, নবচন্দ্র, ভগীরথচন্দ্র ও ভগবানচন্দ্র নামে চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

কালিন্দী রাণীর একমাত্র দৌহিত্র রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী হরিশ্চন্দ্রের শিক্ষার জন্য রাণী যথোচিত বন্দোবস্ত করেন। হরিশ্চন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে লার্ম্মাগোজার পীড়াভাঙ্গা গোষ্ঠীজ রত্ন খাঁ ওরফে চুচ্যাং দেওয়ানের কন্যা শ্রীমতী "সৌরিস্ত্রীর" সহিত মহাধুমধামে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং রত্ন খাঁ দেওয়ানের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।

কালিন্দীরাণীর রাজত্ব সময়ে কাপ্তেন লুইন সাহেব কালিন্দী রাণীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রাণীর অধিকৃত রাজ্যের অপর অংশ মংচীফ মান রাজাকে বিভাগ করিয়া দেন। অপরভাগ কাচলংমুখ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ঈশানচন্দ্র দেওয়ান মহাশয়কে বন্দোবস্ত দেওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু রাজভক্ত ঈশান বাবু রাণীর বিরুদ্ধাচারণ করা গর্হিত বিবেচনা করিয়া সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

বিবিধ সৎগুণের আঁধার স্বরূপিনী মহিষী কালিন্দীরাণী ক্ষমা ও তেজে, সর্ব্বসাধারণের ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি স্নেহ-মমতায়, বৈষয়িক বুদ্ধিতে, রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি উদার বিশ্বাস, সদ্ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় আস্থাতে ভূমণ্ডলে যে সকল মহিলা রাজদণ্ড ধারণ করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তাঁহার বিবিধ সৎকার্যের মধ্যে,—

১। মহামুনি বুদ্ধমন্দির স্থাপন
১২৭৩ সন বাঙ্গালা ৮ই চৈত্র।
২। মহাদান
৩। বৌদ্ধরঞ্জিকা প্রচার

ইত্যাদি বিবিধ সৎকার্য্য সম্পাদানের পর পৌত্র হরিশ্চন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করতঃ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৫ই আশ্বিন স্বর্গধামে গমন করেন।

কালিন্দীরাণীর মৃত্যুর পর ব্রিটীশ গভর্ণমেন্ট হরিশ্চন্দ্রকে "রাজা" উপাধি প্রদান করিয়া রাজ্যভার অর্পণ করেন। এতদিন পরে মুলিমা গোজার ধাবানা বংশ হইতে ওয়াংঝা গোজার কাঙড়া গোষ্ঠী রাজবংশ গৌরব লাভ করিল। পূর্ব্বেও এই গোজা রাজবংশ বলিয়া "বংশাগোজা" নামে খ্যাতি ছিল।

কালিন্দী রাণীর জীবিতকালে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লুসাই অভিযানে রাণীর আদেশানুক্রমে রাজা হরিশ্চন্দ্র ইংরাজকে যুদ্ধে সাহায্য করায় গভর্ণমেন্ট সন্তুষ্ট হইয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে "রায় বাহাদুর" উপাধি এবং ১৫০০ দেড় হাজার টাকা মূল্যের সোনার ঘড়ী ও চেন উপহার প্রদান করেন। ইতিপূর্ব্বে

তিনি ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের আদেশে রাজানগর পরিত্যাগ করিয়া রাঙ্গামাটী স্ব-প্রজার মধ্যে বাস করিতে থাকেন। ১২৯১ বাঙ্গালা ১১ই মাঘ শুক্রবার রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুর পরলোক গমন করেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুরের প্রথমা পত্নী শ্রীমতী সৌরিস্ত্রী। সৌরিস্ত্রীর গর্ভে পুত্র কিশোরীমোহন—১ম পুত্র ভুবনমোহন এবং স্বর্ণময়ী, হিরণ্ময়ী ও করুণাময়ী নামে তিনটী কন্যার জন্ম হইয়াছিল। দ্বিতীয় পত্নী শ্রীমতী মনোমোহিনীর গর্ভে কুমার রমনীমোহনের জন্ম হয়।

রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহাদুরের মৃত্যুর পর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ভুবমমোহন রায় নাবালক থাকাতে রাজ্য ও জমিদারী কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ কর্ত্তৃক শাসিত হয়। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে চাক্‌মা জাতির অন্যতম প্রধান নেতা রায়-সাহেব কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান মহাশয় এই সময় রাজ্য শাসন করেন।

যুবরাজ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাননীয় গভর্ণমেণ্টের আদেশে ১৮৯৭ ইংরেজীর ৭ই মে স্থানীয় এসিষ্টান্ট কমিশনার মিষ্টার এন, ডেভিলিন সি, এস, মহোদয় রাঙ্গামাটী রাজপ্রাসাদে মহা-সমারোহ সহকারে রাজপদে অভিষিক্ত করেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর বেলভেদিয়া প্রাসাদে লেপ্টেন্যান্ট গভর্ণর সার জন্ উড্‌বরণ্ মহোদয় চাক্‌মা নরপতিকে খেলাৎ প্রদান করেন।

রাজা ভুবনমোহন রায় ১৮৭৬ ইংরাজি ৬ই মে রাঙ্গামাটী রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ্চ মোতাবেক ১৩০১ সনের ১৮ ই ফাল্গুন রাজনগর রাজপ্রাসাদে অত্রত্য কাটাছড়ী নিবাসী কুরাকুট্যা গোজার নেন্দার গোষ্ঠীজ চন্দ্রকান্ত দেওয়ানের প্রথমা কন্যা দয়াময়ীর সহিত রাজা ভুবনমোহনের শুভ-পরিণয় কার্য্য মহাসমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই শুভ-পরিণয়ের ফলে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শীযুত নলিনাক্ষ রায়, কনিষ্ঠ কুমার শ্রীযুত বিরুপাক্ষ রায় ও কন্যা শ্রীমতী বিজনবালা রায়। কন্যা বিজনবালা রায়ই প্রথম সন্তান।

রাণী দয়াময়ী পরলোক গমন করিলে রাজা মহোদয় মৃত রাণীর জ্ঞাতি-ভগিনী গঙ্গামানিক দেওয়ানের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী রমাময়ীকে ১৩১২ সনের ৮ই অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় রাণীর গর্ভে পাঁচটী পুত্র দুইটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম কন্যা সুষমা বালা ২য় কন্যা নীহার বালা। পাঁচটী পুত্রের মধ্যে প্রথম কুমার উৎপলাক্ষ রায় কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসে এসিষ্টেন্ট ম্যানেজারের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। দ্বিতীয় কুমার কোকনাদাক্ষ রায় চাক্‌মা জাতির মধ্যে প্রথম এম এ, পাশ করিয়াছেন। কুমার কুবলায়াক্ষ, কুমার মঞ্জুলাক্ষ ও কুমার দিব্যাক্ষ রায় অধ্যয়নে নিরত আছেন।

রাজা ভুবনমোহন রায় বাহাদুরের রাজত্বকালে রাজ্যে নানাদিকে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মাইনী রিজার্ভ খোলা হইলে উহা রাজার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। রাজা ভুবনমোহন রায় বাহাদুর প্রজারঞ্জক, বিদ্যোৎসাহী অশেষ গুণের আঁধার ছিলেন। তাঁহার অশেষ গুণাবলীর কথা লিপিবদ্ধ করিলে একটী স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়। তিনি রাজনৈতিক নানাপ্রকার প্রতিকুলতার মধ্যে অবস্থিত

হইয়াও অনন্যসুলভ প্রতিভাবলে, রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় ও বৈষয়িক বুদ্ধিবলে রাজ্যের এবং প্রজাপুঞ্জের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

রাজ্যশাসন পটুতা ব্যতীত আর একটী বিষয়ে তাঁহার সদ্‌গুণের অভিনবত্ব দেখা যায়, তাহা অন্যান্য দেশীয় রাজন্যবৃন্দের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা। তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী বিজনবালা রায়ের সহিত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম গ্রাজুয়েট রাজবংশোদ্ভব চন্দ্রমণি দেওয়ানের পুত্র শ্রীযুত যামিনী কুমার দেওয়ান বি, এ-র বিবাহ দেন।

প্রথম রাজকুমার যুবরাজ নলিনাক্ষ রায় ৬ই জুন ১৯০২ ইংরাজিতে রাঙ্গামাটী রাজপ্রাসাদে শুভক্ষণে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অধ্যয়নকালে একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন; এবং সসম্মানে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজী সাহিত্য এম, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

যুবরাজ শ্রীযুত নলিনাক্ষ রায় ও রাজকুমার শ্রীযুত বিরুপাক্ষ রায় এই রাজকুমার যুগলের বিবাহ চাক্‌মা জাতির একটী বিশেষ স্মরণীয় ও চাক্‌মা জাতির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেননা পৌরাণিককালে ভারত বিখ্যাত সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের সহিত পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু মধ্যকালে ঐ সম্বন্ধ নানা কারণে শিথিল হইলেও বর্ত্তমানকালে উভয় বংশের পুনরায় সেই সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

যুবরায় শ্রীযুত নলিনাক্ষ রায়ের সহিত রাঙ্গামাটী রাজপ্রাসাদে ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ ইংরাজিতে (২৭ শে মাঘ) প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক অদ্বিতীয় বক্তা ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পুত্র ব্যারিষ্টার সরল চন্দ্র সেনের প্রথমা কন্যা (ব্যারিষ্টার পি, সি, সেনের কন্যা নির্ম্মলা সেনের গর্ভজাত) শ্রীমতী বিনীতা দেবীর সহিত শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হয়।

রাজকুমার শ্রীযুত বিরুপাক্ষ রায়ের সহিত চন্দ্রবংশজাত ত্রিপুরার মহারাজকুমার নবদ্বীপ চন্দ্র দেব রায় বাহাদুরের দৌহিত্রী (নবদ্বীপ বাহাদুরের প্রথমা কন্যা মৃণালিনীর গর্ভজাত) স্বর্গীয় কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর মহোদয়ের জ্ঞাতি-ভ্রাতা ডাক্তার কুমার শ্রীযুত ভবেন্দ্র নারায়ণ বাহাদুর এম, ডি, সিভিল সার্জ্জন মহোদয়ের কন্যা সুধীরা দেবীর সহিত শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হয়।

এই দুই রাজকুমারের শুভ-বিবাহোৎসব যেরূপ ধুমধাম, মহাসমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইয়াছিল, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে তদ্রুপ আর কখনও হয় নাই।

দ্বিতীয় রাণীর গর্ভজাত রাজকন্যা শ্রীমতী সুষমা বালার সহিত চাক্‌মা জাতির অন্যতম প্রধান নেতা এবং পার্ব্বত্য চট্টল শাসনের গভর্ণমেন্টের প্রথম সাহায্যদাতা ও পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার স্বনামধন্য শ্রীযুত নীলচন্দ্র দেওয়ানের পৌত্র এবং পুলিশ সাব-ইন্‌স্পেক্টার শ্রীশশী কুমার দেওয়ানের প্রথম পুত্র প্রতুল চন্দ্র দেওয়ানের সহিত বিবাহ হয়।

দ্বিতীয় কন্যা নীহার বালা মং রাজার পৌত্র ও মং রাণী নিউমা (কিরণ শশী)র পুত্র মম্‌প্রুচই চৌধুরীর সহিত বিবাহ হয়।

রাজা ভুবন মোহন রায় বাহাদুরের জীবদ্দশায় একটী প্রকাণ্ড বৌদ্ধমন্দির রাজ প্রাসাদের অদূরে নির্ম্মিত হইয়া তথায় পিতলের প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি ১৯১৯ ইংরাজি

১৮ই অক্টোবর "চাক্‌মা রাজবংশের ইতিহাস" নামে একটী পুস্তক প্রকাশিত করেন। ইত্যাদি বিবিধ সৎকার্য্যে সম্পাদনের পর ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রজাবৃন্দকে অসীম শোক-সাগরে ভাসাইয়া অমরধামে প্রস্থান করেন। তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য রাজপ্রাসাদের উত্তরে বৌদ্ধ মন্দিরের সন্নিকটে একটী মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে,—

প্রস্তর মূর্ত্তি
স্বর্গগত মহামান্যবর
রাজা ভুবন মোহন রায়
চাক্‌মা রাজ
জন্ম বুধবার—২২ শে বৈশাখ
১২৮৩ সন ৪ঠা মে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে
রাজ্যভিষেক
৭ই মে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে
স্বর্গারোহণ সোমবার রাত্র ৯-১৫ মিনিট
রাঙ্গামাটী রাজপ্রাসাদে ৩১শে ভাদ্র
১৩৪১ সন ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ

"জন্মিলে মরিতে হ'বে, অমর কে কোথায় কবে
পদ্ম পত্র জল সম মানব জীবন;
সেই ধন্য নরকূলে, লোকে যারে নাহি ভূলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন।"

প্রতিষ্ঠাতা—রাজা নলিনাক্ষ রায়
প্রতিষ্ঠা—গৌতম মুনির মেলা
২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ সন
৬ ই ডিসেম্বর ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে

মাননীয়া রাণী বিনীতা দেবী ও সুধীরা দেবী উভয়েই সুশিক্ষিতা। সাহিত্য, গানে, চারু শিল্পে পারদর্শিনী। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে উভয়েরই সমান আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ ঈদৃশী রূপবতী গুণবতী মহিলার সহিত কুমার যুগল উদ্বাহ সম্মিলনে সম্মিলিত হওয়ায় রাজ্যস্থ প্রজাপুঞ্জের এবং অভিজাতবর্গের আনন্দের কারণ হইয়াছে। রাণী বিনীতা দেবী পিতৃমাতৃ উভয় বংশেরই বিবিধ সদ্‌গুণাবলীর অধিকারিণী হইয়াছেন। তাঁহারই সাহায্যে পরিচালিত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র মুখপত্র "গৈরিকা" ৪ চার বৎসর যাবৎ বাহির হইতেছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের গৌরব রবি সূর্য্যবংশোদ্ভব শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা নলিনাক্ষ রায় বি, এ, চাক্‌মা রাজা ও কুমার বিরুপাক্ষ রায় ও কুমার কোকনদাক্ষ রায় এম, এ, নিয়মিতভাবে "গৈরিকায়" লিখিয়া থাকেন। ভবিষ্যতে আশা করা যায় "গৈরিকা" সারগর্ভ প্রবন্ধ সম্ভারে পরিপূর্ণ হইবে।

রাজা ভুবন মোহন রায় স্বর্গগত হইলে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই মার্চ্চ কুমার নলিনাক্ষ রায় সিংহাসন আরোহণ করিয়াছেন। বিভাগীয় কমিশনার টুইনাম সাহেব তরবারী উপঢৌকন দিয়া রাজগদিতে অভিষিক্ত করেন।

বিগত ১৯৩৯ ইংরেজি ৮ই জুন সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের জন্ম দিবসোপলক্ষে সম্রাট জয়ন্তীতে চাক্‌মা রাজকুমার নলিনাক্ষ রায় "রাজা" উপাধি লাভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে চাক্‌মা রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ রায় বি, এ, মহোদয় স্বর্গীয় পিতার পদাঙ্কানুসরণ পূর্ব্বক উদারভাবে রাজ্য পরিচালনা করিতেছেন। আশা করি তদীয় সুশাসনে চাক্‌মা জাতির গৌরবোজ্জ্বলময় যুগের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে।

প্রাচীন কাল হইতে চাক্‌মা জাতির রাজাই সমাজের নেতা, ধর্ম্মের সংস্কারক, সর্ব্বস্ব অধিনায়ক। প্রজা তৎ-নির্দ্দিষ্ট পন্থারই অনুসরণ করিয়া থাকে। রাজার প্রভাবেই প্রজা প্রভাবান্বিত, গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া থাকে। পরিশেষে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের নিকট সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করি আমাদের মহামান্য চাক্‌মা রাজার ও তদীয় পরিবারবর্গের এবং রাজ্যস্থ প্রজাপুঞ্জের কল্যাণ হউক, মঙ্গল হউক, শুভ হউক।

ইয়দৃষ্ঠ মনন্যত্র প্রজা পুন্যৈর্মহীভুজঃ।
পরিণাক মনোঙ্গ ত্বং স্থেয়াঃ কল্পাতিগাঃ সমাঃ।।
(রজতরঙ্গিনী ৮ম তরঙ্গ, ৩৪০৫ শ্লোক)

ইহার রাজত্ব পরিণাম মধুর হইয়া এই কল্প অতিক্রম করিয়াও স্থায়ী হউক।

রাজ বংশলতা

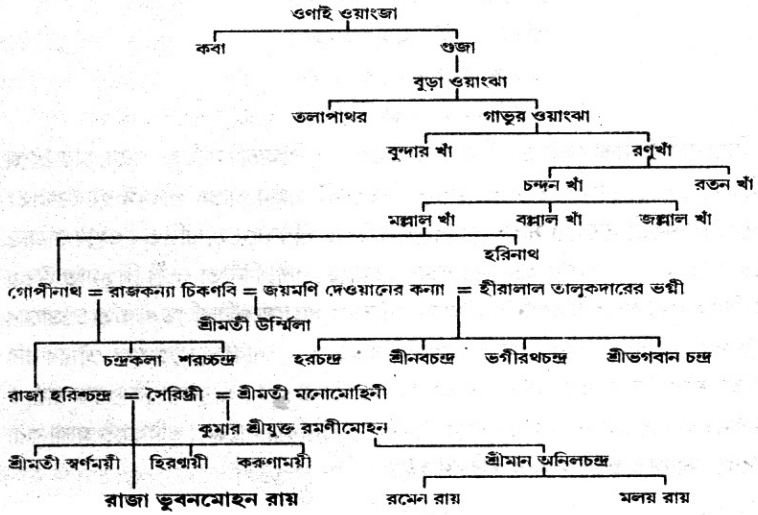

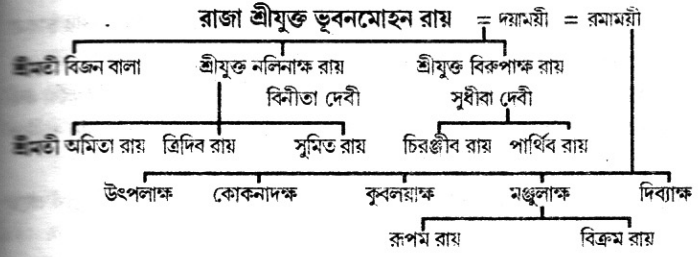

১। কলাপ নগর। কলাপ নগরের বিবরণ—মহাভারত মৌসলপর্ব্বে, বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত পুরাণ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

২। ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি কিরূপ ছিল তাহা জানা যায় না। শাক্য জাতি এই সময় আর্য্য বৈদিক মতের মতানুবর্ত্তী ছিল।

৩। সুদীর্ঘকাল গত হইলেও এইরূপ প্রথা এখনও চাক্‌মা জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। সাধেংগিরি রাজার কাহিনী "সাধেংগিরি তারা" নামক দুইখণ্ড পালি ভাষার গ্রথিত গ্রন্থ আছে। শবদাহ কালীন ইহা পঠিত হয়। ইহা একটী অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ। ধর্ম্মেকর্ম্মে হিন্দুগণও এইরূপভাবে প্রাতঃ স্মরণীয় ব্যক্তিগণের নাম স্মরণ করেন, ইহাও তদ্রূপ।

৪। লোহিত্য বা কপিলা নদী ব্রহ্মপুত্রের নামান্তর।

৫। আমাদের চাক্‌মা জাতির গেংকুলিদের (কথক) "ধনপতি" রাধামোহনের পালা", "চাটিগাং ছাড়া পালা"র সহিত রাজনামার বিবরণে অনৈক্য দেখা যায়। রাজস্থানের চারণ (গেংকুলি) ত্রিপুরা মহারাজের চম্বাইগণ নরপতিগণের কাহিনী গান করেন। নরপতিগণ সময়ে সময়ে শ্রবণ করিতেন, এখনও এই প্রথা দেখা যায়। এইরূপে বহু পুরুষপরম্পরা শ্রুতকাহিনী দুই একটা নামের ব্যতিক্রম হইতে পারে, ইহা খুব সম্ভব। গেংকুলির গানে দেখা যায়, রাজা উদয়গিরির পুত্র বিজয়গিরি ও সমরগিরি। রাজনামা মতে সাংবুদ্ধার পুত্র বিজয়গিরি ও উদয়গিরি। গেংকুলির গান কবিতা বা কাব্য, তাহাতে কল্পনার আধিক্য দেখা যায়। কাব্য ইতিহাস নহে।

—সম্পাদক

৬। কালাবাঘা রাজ্য। শ্রীহট্ট জিলা পূর্ব্বে কালাবাঘা রাজ্য নামে অভিহিত হইত। এখন শ্রীহট্ট প্রদেশের প্রাচীনগণের মুখে মুখে শুনা যায়। শ্রীহট্ট প্রদেশে পূর্ব্বে বৌদ্ধ নরপতি ছিল। পরে হিন্দু রাজার অধীন হয় (শ্রীহট্টের ইতিহাস—অচ্যুতচরণ চৌধুরী)।

৭। চাক্‌মা বলে, "গাদাগাদি" পাহাড়; ইহার নাম দেবতামুরা। (রাজমালা ২য় লহর মধ্যমণি ৩১০ পৃষ্ঠা) ইহাতে খোদিত দেবদেবীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। "রাজনামা"র লিখিত বিবরণ সত্য কিনা বলা যায় না। এই স্থান উদয়পুর ও অমরপুরের সীমান্তবর্ত্তী, গোমতী নদীর বামতীরস্থ উচ্চতম পাষাণময় পর্ব্বতগাত্রে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে; দশভূজা দুর্গার মূর্ত্তি তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মচক্রও থাকিতে পারে।

৮। ঠেওয়া নদী কোথায় জানা যাইতেছে না।

৯। হৈ চৈ ত্রিপুরা। ইহারা প্রথমে আরকানের নিকটবর্ত্তী ছিল। পরে মাতামুরি, শঙ্খ নদী হইয়া অগ্রসর হইতে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা বসতি স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

১০। "ইধাং" পাহাড় কর্ণফুলী নদীর মোহনার সন্নিকটে; বর্ত্তমানে "ধ্যাঙ্" পাহাড় নামে পরিচিত।

১১। সুদীর্ঘ কাল হইল, চাক্‌মা জাতির মধ্যে এখনও এই প্রথা প্রবল রহিয়াছে। মোটের উপর চাক্‌মা জাতি আদান (গ্রহণ) করিবে, প্রদান করিবে না।

১২। ব্রহ্মদেশের পুরাবৃত্ত "চুইজং ক্যংথা" এর মতে বিরাট ব্রহ্ম সাম্রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক ভাগ স্বয়ং ব্রহ্মাধিপতি কর্ত্তৃত শাসিত অপর দুই ভাগ চাক্‌মা ও মগ রাজার শাসনাধীনে শাসিত হইত।

১৩। ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত রাজমালা গ্রন্থে মহারাজ ত্রিলোচনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে চাক্‌মা জাতির উল্লেখ আছে যথা,—(রাজমালা ১ম লহর ৩২ পৃষ্ঠা)

কাইফেঙ্গ চাক্‌মা আর খুলঙ্গ লঙ্গাই।
তনাউ থৈয়ঙ্গ আর রয়াং আদি ঠাই।।
থানাংছি প্রতাপ সিংহ আছে যত দেশ।
লিকা নামে আর রাজা রাঙ্গামাটী শেষ।।

রাজমালার সম্পাদক কালিপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ মহাশয় চাক্‌মা, খুলঙ্গ, লঙ্গাই, রয়াং, থানায়ংছি, প্রতাপ সিংহ লিকা রাঙ্গামাটী প্রভৃতি রাজ্যের যে সঙ্গে বিবরণ (মধ্যমনিতে) দিয়াছেন, তাহাতে চাক্‌মা জাতির বিবরণ ভুল প্রমাদে পরিপূর্ণ। তাহাতে লিখিয়াছেন "চাক্‌মাগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী; ইহাদের আদিম বাসভূমি আরাকান। ইহা কোন প্রমাণে লিখিলেন তাহা বুঝা যায় না। রাজমালায় মূলে চাক্‌মা লেখা আছে কিন্তু টীকাতে চখমা লিখিয়াছেন, ইহা ব্যতীত "রবি" পত্রিকায় চাক্‌মা লিখিয়া কিরাত প্রভৃতি অনার্য্য জাতির পর্য্যায় ভূক্ত করিয়াছেন।

মহারাজ ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক হইলে চাক্‌মা জাতি অতি প্রাচীন মনে হইবে। কিন্তু ইহা চাক্‌মা রাজনামার যুক্তি বিরুদ্ধ। রাজনামা মতে ও শাক্য জাতীয় ক্ষত্রিয়গণ চাক্‌মা নাম প্রায় ১৪০০। ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাপ্ত হয়। রাজমালা সঙ্কলনের কাল ধরিলেও প্রায় ৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে এবং ত্রিপুরা রাজাবলী সঙ্কলন কাল ধরিলেও প্রায় ৭০০ বর্ষ পূর্ব্বে চাক্‌মা জাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৪। শাকলিয়া রাজা চাক্‌মা ভাষায় লিখিত একটী "রাজনামায়" শাকলিয়া রাজা সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে, যথা—"নিঃসন্তান অবস্থায় রাজা বিজয়গিরির মৃত্যু হইলে সকলে পরামর্শ করিয়া রাজার শ্বেতহস্তীকে সজ্জিত করিয়া ছাড়িয়া দিল, শ্বেতহস্তী জনৈক ব্যক্তিকে মাথায় করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিলে তাহাকে রাজ্যভিষিক্ত করিয়া প্রজাগণ রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। তাহার নাম হইল শাকলিয়া রাজা। "ইহা কিম্বদন্তীমূলক ঠাকুরমার উপকথার ন্যায় বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ইহা অপেক্ষা গ্রহাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য লিখিত বিবরণ স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া আমি তাঁহার কথার অনুসরণ করিলাম।

১৫। আছে কিনা জানা যায় না। তবে একথা সত্য যে চাক্‌মা জাতি যেমন অন্য জাতিতে জাতিত্ব হারাইয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে, চাক্‌মা জাতির মধ্যেও সেইরূপ মগ, ত্রিপুরা, রিয়াং প্রভৃতি এইভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

১৬। ইহার বিবরণও প্রথম শাকলিয়া রাজার অনুরূপ।

১৭। আরাকান কাহিনীর (দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদফুং) বর্ণনা মতে চাক্‌মা ও বাঙ্গালী সম্মিলিত মগের সঙ্গে যুদ্ধ ৪৮০ মগাব্দে খৃষ্টীয় ১১১৮-১৯ সনে সংঘটীত হয়, সুতরাং বাঙ্গালী সর্দ্দার প্রায় ৮২০ বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন।

১৮। চাক্‌মা "রাজনামা"য় লিখিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের নামের সহিত আরকান ইতিহাসের উল্লিখিত নামের সাদৃশ্য দেখা যাইবে। এতদ্দ্বারা উভয় ইতিহাসই সত্য ঘটনা পূর্ণ প্রমাণ্য বলিয়া বোধ হয়। এই

"ন্যাসিং রাজা" আরকান রাজাবলী "রাজাওয়াং" গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "৩৫৬ মগাব্দে (৯৯৪-৯৫ খৃঃ) ন্যাসিং ন্যাতৈনছেক বা ছাকদিগের সাহায্যে সিংহাসন লাভ করেন।" এই ছেক বা ছাক চাক্‌মা জাতি ব্যতীত আর কেহ নহে। ইহা প্রায় ৯৪৪ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।

১৯। আরকান কাহিনীতে এই অরুণযুগের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং দ্রষ্টব্য।

২০। আরকান কাহিনীতে অরুণযুগের কণিষ্ঠ পুত্রকে জলকর তহশীলদার দিয়াছেন দেখা আছে। রাজনামা মতে মধ্যম পুত্রই এই পদে আসীন ছিলেন।

২১। জলকর তহশীলদার। ফরেষ্টার অফিসের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

২২। রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দিন

২২। টংচঙ্গ্যা চাক্‌মাগণকে মগেরা দৈংনাগ বলে। আরকান প্রদেশে "দৈং নাগ পাড়া" নামে একটী স্থান আছে। টংঙ্গ্যাগণ বলে চাক্‌মাজাতি একদল রাজাসহ অগ্রে চট্টগ্রাম আসিয়াছিল। তাহারা পথের চিহ্ন স্বরূপ কলাগাছ কাটিয়া আসিয়াছিল। পরে অপর দল আসিলে তাহারা দেখিল, কলাগাছের আগা বা ডিক্ উঠিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা সেইখানেই রহিয়া গেল। এজন্য মগেরা তাহাদিগকে দৈংনাক বলে (টংচঙ্গ্যা কবিরাজ বৈদ্য ও ইন্দ্রমনি মাষ্টার)।

২৪। লালচাঁদ দেওয়ান (দেও নদী পেচারতল গ্রাম বুদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠাতা) ভেরলী গোষ্ঠী।

২৫। আরকান কাহিনীতে ৮৮১ মগী ১৩ই মাঘ তারিখে সাজম্বির সহিত মগরাজার বিবাহ হয়।

২৬। রাজনামায় এই সময় হইতে "বড়ুয়া" শব্দ পাওয়া যায়। ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায় "বড়ুয়া" শব্দ সেনাপতি পদবাচক, জাতিবাচক নয়। বুড়া বড়ুয়া, পাগলা বড়ুয়া, বড়ুয়া গোজা ইত্যাদি শব্দে বড়ুয়া জাতির সহিত চাক্‌মা জাতির একটা সম্বন্ধ আছে তাহা বোধ হয়। চাক্‌মা রাজসরকারে প্রাচীন কাল হইতে বড়ুয়া জাতি চাকুরী করিয়া আসিতেছে। উচ্চপদস্থ সেনাপতি, রাজদপ্তরের মোহরীগিরি এবং পাচকের কার্য্যেও বড়ুয়া জাতি করিত।

২৭। এই প্রক্রিয়া হঠযোগের অন্তর্গত। হঠযোগ প্রদীপিকা, গোরক্ষ সংহিতা, শিব সংহিতা হঠযোগের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২৮। এই সময় হইতে মুসলমান প্রাধান্যে চাক্‌মা রাজগণের "খাঁ" উপাধি হয়।

২৯। রাজা বাহাদুর প্রকাশিত 'চাক্‌মা রাজবংশ' গ্রন্থে ধরম্যার পুত্র মঙ্গল্যা বলিয়া লেখা হইয়াছে।

৩০। একটী রাজনামায় সম্রাট ফরোখ সিয়ারের প্রতিনিধির নিকট বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া লেখা হইয়াছে।

৩১। প্রথম আক্রমণ ১১৩৯ মঘী ১৭৭৭ সনে এবং দ্বিতীয় আক্রমণ ১১৪২ মগী ইং ১৭৮০ সনে যথাক্রমে মি. লেন এবং মি ও টরমারের নেতৃত্বাধীনে অভিযান প্রেরিত হয়।

৩২। এস্থলে গ্রন্থকারের বক্তব্য গ্রহাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য লিখিত "রাজনামাতে" রাজা জব্বরখাঁর রাজত্বকাল পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। চাক্‌মা লিপিতে লিখিত "রাজনামা"তে ধরমবক্স খাঁর মহিষী কালিন্দী রাণীর কাল পর্য্যন্ত লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয়, গ্রহাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য লিখিত "রাজনামা" রাজা জব্বর খাঁর সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে। অপরখানি ইহার পরে লিখিত হইয়াছে। কোনও কারণ বশতঃ রাজকীয় পুস্তকাগার হইতে এই সকল গ্রন্থ অন্তর্হিত হওয়ায় আমরা অন্ধকারে ঘুরিতে ছিলাম। এতদিন পরে এই সকল বিলুপ্ত গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ায় আমাদের জাতির ও রাজন্যবৃন্দের ঐতিহাসিক সত্যের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলাম।

—সম্পাদক

তৃতীয় অধ্যায়

চাক্‌মা জাতির প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্র।

চাক্‌মা জাতির জাতীয় ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে যাইয়া ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম পতনের ইতিহাসের সহিত চাক্‌মা জাতির জাতীয় ইতিবৃত্তের কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা, এ সম্বন্ধে কোন লেখকই আলোচনা করেন নাই। আমরা দেখিতেছি, বিগত বৌদ্ধযুগের শেষ নিদর্শন স্বরূপ পালিভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ বিদ্যমান আছে। চাক্‌মা জাতির ভাষা, বর্ণাবলী (চাক্‌মা লিপি) আচার-বিচার, চাক্‌মা জাতির জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বহু নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই সকল বিষয় উল্লেখ না করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধেই উল্লেখ করিব।

চাক্‌মা জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম "আগর তারা"। "চাক্‌মা জাতি" লেখক সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশায় "আগর তারার" অর্থ করিয়াছেন "পৌরাণিক শাস্ত্র।" বৌদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক সর্ব্বানন্দ বড়ুয়া মহাশয় অর্থ করিয়াছেন "অগ্রত্রাণ"। ইহা কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে, ইহার প্রকৃত অর্থ, নানা ছন্দময় ধর্ম্ম-শাস্ত্র। সাধক শিবচরণ "গোজেন লামায় " লিখিয়াছেন,

অপার পাণি সাগরে
ত্রিশ তিন জাতি ভাষ্,
পার্ত্তুং মুই আগরে।।

বর্ত্তমানে চাক্‌মা সমাজে বহু গ্রন্থ বিলুপ্ত হইলেও অনুসন্ধানে নিম্নোক্ত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

১। আরিন্নামা—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।
২। সিগল মঙ্গল তারা।
৩। মালেম তারা।
৪। অনিচ্চ তারা।
৫। সাহস ফুলু তারা।
৬। সাধেংগিরি তারা, পূর্ব্বভাগ। } সধেংগিরি রাজার
৭। সাধেংগিরি তারা, উত্তর ভাগ। } কাহিনী
৮। ত্রিপুত্তা তারা বা ত্রিকুড্ড সুত্তং।

৯। সুবাদিসা বা জিয়ন-ধরণ তারা।

১০। পুদুম মুলু তারা।

১১। রাখেম ফুলু তারা বা দশ ধর্ম্ম সুত্তং।

১২। পুতুম ফুলু তারা।

১৩। দ্বা পারামি তারা বা দশ পারমিতা সুত্তং।

১৪। চেরাগ ফুলু তারা।

১৫। সামি ফুলু তারা।

১৬। বুদ্ধ ফুলু তারা।

১৭। বড় কুড়ুক। } শান্তি-মন্ত্র।

১৮। ছোট কুড়ুক।

১৯। [illegible]ক্ সুত্তং।

২০। রাজা হোড়া। অধুনা লুপ্ত।

২১। শাক বংশ। পাওয়া যায় না।

২২। তল্লিক। (চিকিৎসা শাস্ত্র)

এই সকল "আগর তারা" পালিভাষায় রচিত। অনেক স্থলে পাঠ-দূষিত ও বিকৃত হওয়ায় অর্থবোধ করা সহজ সাধ্য নহে। ইহাতে স্থল বিশেষে পালি গদ্যে, পদ্যে, গাঁথা, অনুগাঁথা বা দেড়গাঁথা ও ডবল গাঁথায় রচিত।

ইহা কি ভাবে কোন ছন্দে বা কোন সুরে উচ্চারণ করিতে হইবে তাহা শিক্ষা করিতে ৩/৪ মাস লাগিয়া থাকে। এই সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উচ্চারণ প্রণালী এবং চাক্‌মা জাতির প্রধান প্রধান ধর্ম্মে-কর্ম্মে যে নিয়মে ব্যবহৃত হয়, তাহা আরকানের ও ব্রহ্মদেশবাসী বৌদ্ধগণের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং চাক্‌মা জাতির প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রহ্মদেশ বা আরকান দেশ হইতে গৃহীত নহে। ইহা যে প্রাচীন বৌদ্ধযুগের অবশেষ তাহাতে সন্দেহ নাই। "রাজনামা"র উক্তি সত্য বলিয়া মনে হয়।

কোন্ কোন্ কার্য্যে এই সকল আগর তারা ব্যবহৃত হয় ঃ—

১। সিগল মঙ্গল তারা ও আরিন্নামা তারা প্রাচীনকালে রাজা কিম্বা দেওয়ান, তালুকদার প্রভৃতি চাক্‌মা সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকের বিবাহে পাঠ করা হয়। রাজা, সমাজের নেতা, জাতীয় ধর্ম্মের রক্ষক, তিনি বৌদ্ধ মতেই বিবাহ করিতেন।

২। শবদাহে—সাহসফুলু তারা, মালেম, তারা ও অনিচ্চ তারা গৃহে পঠিত হয়। চিতায় সাধেং গিরি তারা পঠিত হয়।

৩। সিদ্ধিপূজা বা ধর্ম্মকামে—সাহসফুলু তারা, মালেম্ তারা, দশপারমিতা তারা পাঠ করা হয়।

৪। পিণ্ডদান বা জ্ঞাতি-ভোজন অন্যতর নাম "ভাত্দ্যা" ব্যাপার চাক্‌মা জাতির রাজসূয় যজ্ঞ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চাক্‌মা জাতির ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ ছিল এইরূপ সুবৃহৎ পুণ্য-কর্ম্মদ্বারা

পরিস্ফুট। বৌদ্ধ-শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মগধ সম্রাট বিম্বিসার ভগবান বুদ্ধের উপদেশে জ্ঞাতিগণকে প্রেতাত্মা হইতে মুক্ত করিবার জন্য পিণ্ডদান দিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভগবান "তিরোকুড্ড সুত্ত" দেশনা করেন। ইহা যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদিম প্রথা চাক্‌মা জাতির মধ্যে বংশ-পরম্পরা সঞ্জীবিত রহিয়াছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ বৃহৎ ব্যাপারে সমস্ত গোষ্ঠী একত্রিত হইয়া সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাতে "সাহস ফুলু তারা", মালেম্ তারা, পুদুম মুলু তারা, পুতুম ফুলু তারা, রাখেম ফুলু তারা, চেরাগ ফুলু তারা, সামি ফুলু তারা, বুদ্ধ ফুলু তারা ও দশ পারামিতা তারা পঠিত হয়।

জ্ঞাতি-পিণ্ডদানে অপমৃত্যুতে প্রেতাত্মার উদ্ধারের জন্য ত্রিপুত্তা বা তিরোকুড্ড সুত্ত পাঠ করা হয়। পিণ্ডদানের সময় জ্ঞাতির মধ্যে কেহ যদি পূর্ব্ব দৈহিক স্মৃতি উদিত হইয়া বর্ত্তমান জন্মে পিণ্ড প্রাপ্তির বিলম্ব ঘটে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। পিণ্ডদান দিয়াও যদি চেতনা না হয় তাহা হইলে সুবাদিশা তারা বা জিয়নধরণ তারা পঠিত হয়।

৫। শান্তির জন্য ছোট কুড়ুক ও বড় কুড়ুক তারা পঠিত হয়। চাক্‌মা জাতি বিদেশে নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে ও আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া অধিকাংশে মাতৃকুলের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং পিতৃকুলের ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইয়া এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র এবং উপরোক্ত প্রধান প্রধান ধর্ম্মকর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। চাক্‌মা সমাজের স্তরে স্তরে আলোচনা করিলে পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন জাতি মগ, রিয়াং, বাঙ্গালী (হিন্দু-মুসলমান) ত্রিপুরা ইত্যাদি জাতির সহিত ভাষায় স্বতন্ত্র হইলেও ধর্ম্ম বিশ্বাসে ও পোষাক পরিচ্ছদে ত্রিপুরা জাতির সহিতই অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কেননা ত্রিপুরা জাতি যে যে দেবতার পূজার্চ্চনা করে চাক্‌মা জাতির অধিকাংশে সেই সেই দেবতার পূজার্চ্চনা করিয়া থাকে। পোষাক পরিচ্ছদে উভয় জাতির বেশী পার্থক্য নাই। কাজেই অনুমান হয় প্রাচীন কালে বহুকাল যাবৎ এই উভয় জাতি পাশাপাশি বাস করিয়াছিল। এবং বর্ত্তমান কালেও (ত্রিপুরা রাজ্য ও চাক্‌মা রাজ্য) ত্রিপুরাজাতি ও চাক্‌মা জাতি পাশাপাশি বাস করিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্ম্ম সংস্কার।

প্রাচীন যুগের বহু বৌদ্ধগ্রন্থ বিলুপ্ত হইলেও বর্ত্তমানে যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থ আছে, তদ্বারা পূর্বে "রাউলী" সম্প্রদায় (অনুপসম্পন্ন শ্রমণের) দ্বারাই ঐ সকল ধর্ম্ম-কর্ম্ম অর্থাৎ পৌরোহিত্য কার্য্য সম্পন্ন হইত। পূর্ব্বে "রাউলী"[১] সম্প্রদায় গ্রামের বহির্ভাগে দূরবর্ত্তী অরণ্যানীতে বিহার নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত, যাহাতে লোকালয়ের সংস্পর্শে আসিয়া সাংসারিক আবর্জ্জনার মধ্যে মন কলুষিত হইয়া সাধনার ব্যাঘাত না ঘটে। ক্রমে রাষ্ট্র-বিপ্লবে স্বজাতীয় "রাউলীগণ" বিহার ছাড়িয়া গৃহীর ন্যায় লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল, ক্রমে ক্রমে শীলাদি বিহীন হইয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্য পালনকারী সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় যাবতীয় গার্হস্থ্য কার্য করিতে লাগিলেন। চাকমা সমাজে বৌদ্ধধর্ম্মের এই রূপ অধঃপতন হইলে প্রথমে রাজা ধরমবক্স খাঁর মহিষী কালিন্দী রাণী স্বজাতীয়গণের মধ্যে ধর্ম্ম সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। ব্রহ্মদেশের সংঘরাজ, আরাকানের অন্তর্গত হারভাঙের গুণামেজু নামক প্রসিদ্ধ মহাস্থবিরের উপদেশে রাজানগরের (রাজবাড়ীর সন্নিকটে) প্রায় সার্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয়ে আরাকানের অনুকরণে একটী মন্দির ও মন্দিরের মধ্যে "মহামুণি" (বুদ্ধ) স্থাপন করেন। (বাঙ্গালা, ১২৭৩ সনে ৮ই চৈত্র)। সর্ব্বসাধারণ প্রজার মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নয়াপাড়া নিবাসী ফুললোথক কৃত ব্রহ্মভাষায় "তদুত্তয়াং" নামক বুদ্ধের জীবনী—বাবু নীলকমল দাস দ্বারা পদ্যে অনুবাদ করাইয়া প্রচার করেন। উক্ত বইয়ের নাম "বৌদ্ধ-রঞ্জিকা"। উহার ১০০০ হাজার কপি ছাপাইয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে চাক্‌মা জাতির মধ্যে ২/১ জন ভিক্ষু হওয়ার কথা শুনা যায়। তখন পালিভাষা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল, পালি ভাষার সূত্রগুলি ভিক্ষুগণ দুর্ব্বোধ্য মন্ত্রের ন্যায় উচ্চারণ করিয়া গেলে তাহার কোনও অর্থবোধ হইত না। চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের বড়ুয়া জাতি ও চাক্‌মা জাতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। বড়ুয়া বৌদ্ধসমাজের মধ্যেও এক সময় বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হওয়ায় তজ্জাতীয় ভিক্ষুগণ বিনয়াচার বর্জ্জিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার আরম্ভ হইলে, চাক্‌মা সমাজেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

বড়ুয়া সমাজে পালিশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চাক্‌মা সমাজেও তাহার বিস্তার লাভ করিল। ভিক্ষুগণের দেশনা অপেক্ষা গ্রন্থ প্রচারই বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কারে অধিকতর ফল প্রসব করিয়াছিল। ধর্ম্মরাজ বড়ুয়ার "হস্তসার" নামক পুস্তকখানি প্রচারিত হওয়ায় চাক্‌মা সমাজে এক নূতন ভাব প্রবাহিত হইল। ওদিকে বঙ্গভাষায় রামদাস সেনের "বুদ্ধদেব" ও পরিশেষে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের "বুদ্ধদেব" গ্রন্থখানির প্রভাব প্রভূত বিস্তার লাভ করিল। বড়ুয়া ভিক্ষুগণের মধ্যে সংঘরাজ চন্দ্রমোহন মহাস্থবির, কর্ম্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির ও ধর্ম্মবংশ মহাস্থবিরগণের কার্য্যাবলী চাক্‌মা সমাজে প্রভাব বিস্তার করিল। পালিশিক্ষা প্রভাবে সেই দুর্বোধ্য সূত্রগুলির এবং চাক্‌মা জাতির প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র "আগরতারার"-ও মর্ম্মোদঘাটন করা সম্ভবপর হইল।

এই সময় চাক্‌মা জাতির মধ্যে দীননাথ ভিক্ষু ওরফে বরমিত্র ভিক্ষু রাজ-গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কাট্টলী নিবাসী পুনং চান ভিক্ষু ওরফে বিজ্ঞানানন্দ ভিক্ষু এবং আরো কয়েকজন ভিক্ষু ধর্ম্ম সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। ইঁহাদের পরে বিদ্যোৎসাহী কালা চৌকা নামে জনৈক চাক্‌মা যুবক ভিক্ষু হইয়া জ্ঞানরত্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি সিংহলের বিদ্যোদয় কলেজে প্রায় ৪/৫ বৎসরকাল অধ্যয়ণ করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করতঃ স্বজাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে কর্ম্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির, গুণালঙ্কার মহাস্থবির পূর্ণানন্দ মহাস্থবির, বৌদ্ধ-দার্শনিক ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির, এবং বৌদ্ধ মিশনের প্রতিষ্ঠিতা প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির প্রভৃতির কার্য্যাবলী শুধু বঙ্গদেশে কেন সমগ্র ভারতে বৌদ্ধ-ভাব জাগ্রত করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর সভা হইতে "জগজ্জ্যোতিঃ" নামক পত্রিকার প্রচার হওয়ায় বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে এক নূতন যুগ আরম্ভ হইল। ধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বড়ুয়া ও চাক্‌মা জাতি শিক্ষা বিষয়ে ও অনেকদূর অগ্রসর হইল। ইহার ফলে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৃহীগণও বুদ্ধের অমৃত বাণী শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বের কুসংস্কার, মিথ্যা দৃষ্টি দূরীভূত করিয়াছে। এই সকল কার্য্যের মূলে রহিয়াছে, আমাদের চাক্‌মা সমাজের মুকুট মণি মহামান্য চাক্‌মা রাজা ভুবনমোহন রায় বাহাদুরের অক্লান্ত প্রচেষ্টা, ভূতপূর্ব্ব স্কুল ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টার অবিনাশ চন্দ্র দেওয়ান, স্বর্গীয় ত্রিলোচন দেওজান, রায় সাহেব কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান তদীয় উপযুক্ত পুত্র সাব ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার নগেন্দ্র নাথ দেওয়ান, শশিকুমার দেওয়ান, রাজচন্দ্র দেওয়ান, ইন্দ্রজয় দেওয়ান, প্রভৃতি নেতাগণের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও স্বজাতি হিতৈষণা। ইহার পর পালকধন নামক জনৈক চাক্‌মা যুবক প্রবজ্যা গ্রহণ করিয়া প্রিয়রত্ন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া মাইয়নি বোয়ালখালী (হাচিনসনপুর), রাজ-বিহারে প্রায় এগার বৎসরকাল অবস্থান করতঃ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামবাসী চাক্‌মা জাতিকে ধর্ম্ম-শিক্ষা ও ১০/১২ জন চাক্‌মা বালকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ইনি নিঃস্বার্থ পরোপকারী; লোকহিতের জন্য ইঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত। ইনি যেরূপ স্বজাতির ও সদ্ধর্ম্মের উন্নতির জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, অন্যান্য ভিক্ষুগণের মধ্যে এই গুণ দুর্ল্লভ। তাঁহার উপদেশে বহু লোকের মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত হইয়া ত্রিরত্নের প্রতি অটল শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছে। তদীয় উপদেশে মাইয়নি বাবুছড়া মৌজার হেডম্যান্ ধনাঢ্য

অবিরত চন্দ্র কার্ব্বারী একটী বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন; এবং চাক্‌মা জাতির সম্ভ্রান্ত যুবক আনন্দ মোহন তালুকদার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতঃ আনন্দ ভিক্ষু নাম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টা ও উপদেশে বুঙ গোজা রুমসা গোষ্ঠীজ ক্ষান্তিবর ভিক্ষু পাহাড়তলী মহামুনি পালি টোল হইতে পালিসূত্রের আদ্যপরীক্ষায় উর্ত্তীণ হইয়াছেন এবং "বগা" গোজা ধুর্য্যা গোষ্ঠীজ বিমলানন্দ ভিক্ষু বিদ্যারত্ন, সূত্রের আদ্য-মধ্য, বিনয়ের আদ্য-মধ্য এবং অভিধর্ম্মের আদ্য পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত মহাস্থবির মহোদয়ের শিষ্য শীলানন্দ ভিক্ষু, রাঙাচান ভিক্ষু, উদয়ানন্দ শ্রামণের, দেবানন্দ শ্রামণের ইত্যাদি বহু শিষ্য আছেন। অন্যতম চাক্‌মা ভিক্ষু রত্নজ্যোতিঃ মহাশয় চাক্‌মা সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করেন। বর্ত্তমানে চাক্‌মা সমাজে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হওয়ায় প্রাচীন অবিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার সাধিত হইতেছে। ক্রমে ক্রমে শীলাচার বিহীন "রাউলী" সম্প্রদায়-ও অন্তর্হিত হইতেছে। যাহাতে প্রাচীন ধর্ম্ম যাজ্ঞিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হয় এবং পূর্ব্বের ন্যায় অঘোর অরণ্যানীতে বিহার নির্ম্মাণে বাস করিতে অন্তরায় মনে করিলে লোকালয়ে ভিক্ষুগণের ন্যায় বিহারে বাস করিয়া শীলাদি পালনে যেন রাউলীগণ নিরত থাকে এইরূপ একটী বাধ্যগত প্রথার প্রতি চাক্‌মা সমাজের নেতৃগণের সুদৃষ্টি থাকা সর্ব্বোতভাবে বাঞ্ছনীয়। কেননা সুপ্রথার স্মৃতি-বিলুপ্ত হইয়া যাওয়া জাতি ও সমাজেরই কলঙ্ক। ভিক্ষুগণ ব্যতীত চাক্‌মা সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিগণও বৌদ্ধ-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধনীতি, বৌদ্ধ ধর্ম্মের কর্ম্মবাদ সম্বন্ধে যথেষ্ঠ আলোচনা করিতেছেন। মাসিক পত্রিকাদিতেও সময়ে সময়ে সারগর্ভ প্রবন্ধ বাহির হয়। চাক্‌মা সমাজের মধ্যে শ্রীমাধব চন্দ্র চাক্‌মা কর্ম্মির লিখিত সংঘশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত, নির্ব্বাণ, বৌদ্ধদর্শন, রহস্য, সমন্বয় যোগ, প্রভৃতি প্রবন্ধ গভীর গবেষণাপূর্ণ।

১। ইউরোপীয়ান পর্য্যটক রালফ্‌ফীচ্ ব্রহ্মদেশের ভিক্ষুগণকে "রোলি" বলিয়াছেন (ইণ্ডিকা দেখুন) শঙ্করাচার্য্যের বদরিকাশ্রমে "রাউলী"কে পূজারী বলা হইয়াছে। "রাউলীর" অপর নাম "থর"। "থর" শব্দটী "থেরো" শব্দের অপভ্রংশ। যে ভিক্ষু ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিয়া দশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহাকে "থেরো" বা স্থবির বলে এবং বিংশতি বর্ষ ভিক্ষুব্রতধারী ভিক্ষুকে "মহাথেরো" বা মহাস্থবির বলা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

চাকমা জাতি ও শিক্ষা বিস্তার

বর্তমান সভ্যতার নৈকষ-পরীক্ষায় পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী জাতিসমূহের মধ্য চাকমাদিগের একতম শ্রেষ্ঠ আসন স্বীকার করা যাইতে পারে। বিদ্যা-বুদ্ধি, শিল্প-সাহিত্যে ইহাদিগের শক্তি সভ্য জাতিরই প্রায় সমকক্ষ, এবং উন্নতিও সন্তোষজনক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি কোন কোন বিজাতীয় লেখক চাকমা জাতীকে সম্যক রূপে না বুঝিয়া অনুমান বলে আদিম অসভ্য বর্বর (Aboriginal) অনার্য্য বংশ সম্ভূত বলিয়া বলিতে চেষ্টা করেন। ভারতের যাবতীয় পুরাবৃত্ত কাহিনী ঘোর তমসাচ্ছন্ন, উপর্য্যুপরি ধর্ম্মবিপ্লবে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রাচীন নিদর্শনাবলী বিলুপ্ত প্রায়। সুতরাং সমস্ত বিষয় না বুঝিয়া কোন বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা অভিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে, প্রত্যুত অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। এ জাতীয় লেখকগণের মধ্যে রহিয়াছে ধর্ম্ম-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, তদুপরি অজ্ঞতা। সুতরাং জাতীয় ইতিহাস লিখিতে হইলে অভিজ্ঞ নিরপেক্ষ চিত্ত লেখকের দ্বারাই লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। চাকমা জাতির জাতীয় ইতিহাস আলোচনা দ্বারা জানা যায়, চাকমা জাতি আর্য্য ছিল। "রাজনামা" মতে সূর্য্য বংশের একটী শাখা শাক্যজাতি ক্ষত্রিয় ছিল। পরে বিবাহ কারণে নানা জাতি সংমিশ্রনে বর্ণশঙ্কর জাতিতে পরিণত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের মতানুসারে ইহাদিগকে "ব্রাত্য-ক্ষত্রিয়" বলা যাইতে পারে। পৌরাণিক কাল হইতে ঐতিহাসিক কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তের আলোচনা করিলে জানা যায় ভারতের সভ্যতা, ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভারতের ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে যেমন দেশ-বিদেশে বিস্তার লাভ করিয়া অসভ্য জাতিকে সভ্য জাতিতে পরিণত করিয়াছিল, প্রাচীন কালে তেমনই ভারতের সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ দেশ-বিদেশে, বহু দূর তম প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল। প্রথমে সূর্যবংশীয় রাজগণ রাজ্য বিস্তার করে, পরে সূর্য্যবংশ হীনপ্রভ হইলে চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ রাজ্য বিস্তার করে। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাস "মহারাজ ওয়াং", আরকানের ইতিবৃত্ত "রাজা ওয়াং" গ্রন্থ পাঠ করিলে এ কথা জানা যায়। "মহারাজা ওয়াং" গ্রন্থ মতে যেই বংশে শাক্য সিংহ (বুদ্ধ) জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে সেই বংশের অভিরাজ নামক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তিনি স্বীয় রাজধানী কপিলাবাস্তু নগর পরিত্যাগ করিয়া ইরাবতী নদীর তীরবর্ত্তী "টাগাউন" নামক নগরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। চাক্‌মা জাতির ইতিবৃত্ত "রাজনামা" গ্রন্থে ঐরূপ বিজয়গিরি রাজা দিগ্বিজয় করিবার জন্য আরাকানে ও পরে ব্রহ্মদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন দেখা যায়। এ সম্বন্ধে আরো আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল, বাহুল্য-ভয়ে নিরস্ত হইলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ইংরেজ শাসনাধিকারের আরম্ভ হইতে শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দয়ালু গভর্ণমেন্টের অনুগ্রহে চাক্‌মা জাতি কতদূর শিক্ষালাভ করিয়াছে তৎসম্বন্ধে একটা ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বর্ত্তমানে আমি সে সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া যাঁহারা এ পর্য্যন্ত শিক্ষিত হইয়া চাক্‌মা জাতির গৌরব রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ—

কোন কার্য্যে নিযুক্ত	নাম	গোজা
	বি, এ,	
ইংলিশ টীচার		
রাঙ্গামাটি হাইস্কুল	প্রভাত কুমার দেওয়ান বি, এ.	ধামেই
প্রথম গ্রাজুয়েট	যামিনী মোহন দেওয়ান বি, এ,	মুলিমা
স্কুল সাব ইনস্পেক্টার	নীরোদ রঞ্জন দেওয়ান বি, এ,	তন্যা
বাজার ফণ্ড হেড্‌ক্লার্ক	পূর্ণ মোহন দেওয়ান বি, এ,	বড়চেগে
সহকারী শিক্ষক		
রাঙ্গামাটী হাইস্কুল	রাজেন্দ্র নাথ তালুকদার বি, এ, বি-টি	বগা
ভূতপূর্ব্ব স্কুল		
সব ইন্‌স্পেক্টার	কৃষ্ণ কিশোর চাক্‌মা বি, এ,	লার্ম্মা
স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টার	ভুবন চন্দ্র চাক্‌মা বি-এ, বি-টি	ধামাই
ডিষ্ট্রিক্ কাননগো	বলভদ্র তালুকদার বি, এ	লক্ষর
	স্নেহকুমার চাক্‌মা বি, এ	লার্ম্মা
	হরিপদ চাক্‌মা বি, এ,	ধামেই
	আই, এ,	
অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটী		
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর	নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান	ধামেই

কোন কার্য্যে নিযুক্ত	নাম	গোজা
চাক্‌মা রাজমন্ত্রী	রসিক মোহন দেওয়ান	কুরাকুট্যা
	আদিচন্দ্র তালুকদার	পেদাংছুরী
বি, এ পড়িতেছেন	বিপুলেশ্বর দেওয়ান	বড়চেগে
” ” ”	জ্যোতির্ম্ময় চাক্‌মা	ধামেই
” ” ”	হেমন্তপ্রসাদ তালুকদার	বগা
পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টার	চন্দ্রমোহন দেওয়ান	তন্যা
ডি, সি, অপিস ক্লার্ক	কান্তমণি চাক্‌মা	বুঙ
পুলিশ সাব ইনস্পেক্টার	নিবারণচন্দ্র দেওয়ান	বড়ুয়া

ডাক্তারী বিভাগ

এসিষ্টেন্ট সার্জ্জন	নির্ম্মলচন্দ্র দেওয়ান এম বি,	মুলিমা
সাব এসিষ্টেন্ট সার্জ্জন	মদনমোহন দেওয়ান, এল, এম, এফ	লার্ম্মা
” ”	সৌরিন্দ্রনাথ তালুকদার	বগা
” ”	প্রমোদকুমার তালুকদার	রাঙেই
ভ্যাক্সিনেশন সব ইন্‌স্পেক্টার	লালমণি চাক্‌মা ও দিগম্বর চাক্‌মা	ধামেই
হাউস সার্জ্জন চিটাগং ম্যাডিক্যাল স্কুল	হিমাংশুবিমল দেওয়ান এল, এম, এফ	মুলিমা
কম্পাউণ্ডার, রাঙ্গামাটী পুলিশ হাসপাতাল	জগৎ চন্দ্র চাক্‌মা	বগা
পশু ডাক্তার ভি.এ.ত্রস.	যামিনীরঞ্জন চাক্‌মা (ম্যাট্রিক)	মুলিমা
হেড্ ক্লার্ক, রাঙ্গামাটী হাসপাতাল	বিনোদলাল চাক্‌মা (ম্যাট্রিক)	বড়ুয়া

আমিনশিপ

কানুনগো	নগেন্দ্রচন্দ্র চাক্‌মা	ছোট কাঙেই
আমিন	নবীনধর চাক্‌মা	লার্ম্মা
”	হৃদয়রঞ্জন কার্ব্বরী	রাঙেই
আমিন	ভগবানচন্দ্র চাক্‌মা	ধামেই
”	বীরেন্দ্রলাল চাক্‌মা	লার্ম্মা
”	বিমলচন্দ্র চাক্‌মা	বড়ুয়া
”	কালঞ্জয় কার্ব্বরী	বুঙ

কোন কার্য্যে নিযুক্ত	নাম	গোজা
	পুলিশবিভাগ (ম্যাট্রিক)	
পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টার	শরৎচন্দ্র দেওয়ান	ধামেই
” ”	ভগবান চন্দ্র বর্ম্মণ রায়	বংশা
” ”	প্রভাত কুসুম চাক্‌মা	ধামেই
এসিষ্টেন্ট সব ইন্‌স্পেক্টার অফ পুলিশ	যামিনীরঞ্জন খীসা	বংশা
” ”	শশাঙ্ক চাক্‌মা	লার্ম্মা
মুন্সি	শশধর চাক্‌মা	মুলিমা
এসিষ্টেন্ট সব ইন্‌স্পেক্টার অফ পুলিশ	জগৎচন্দ্র চাক্‌মা	কুরাকুট্যা
S.I.P.	বিজয়কুমার দেওয়ান	কুরাকুট্যা
এসিষ্টেন্ট সব ইন্‌স্পেক্টার অফ পুলিশ	গুলমণি চাক্‌মা	ছোট কান্তেই
” ”	প্রিয়তম খীসা	মুলিমা
অবসর প্রাপ্ত পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টার	সম্ভুমণি চাক্‌মা	ধামেই
” ”	রাজচন্দ্র চাক্‌মা	ধামেই
” ”	লালমোহন দেওয়ান	ধামেই
এক্সাইজ সব ইন্‌স্পেক্টার	মহেন্দ্রকুমার কার্ব্বারী	রাঙেই
”	নিরুপম রায়	বংশা
ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী ইন্‌স্পেক্টার অব স্কুলস্	অবিনাশচন্দ্র দেওয়ান	মুলিমা
রেইঞ্জার	রাজমোহন দেওয়ান	তন্যা
ফরেষ্টার	বিঘ্নবিনাশন খীসা	লার্ম্মা
”	বর্ণকুমার চাক্‌মা	লার্ম্মা
”	বীরচন্দ্র চাক্‌মা	লেভা
”	সেবাব্রত চাক্‌মা	বড় কান্তেই
ডি, সি অফিসার	মতিলাল চাক্‌মা	ধামেই
” ”	সুধন্য জীবন চাক্‌মা	বড় কান্তেই
” ”	তেজেন্দ্রলাল দেওয়ান	লার্ম্মা
” ”	নিশিকান্ত তালুকদার	রাঙেই

কোন কার্য্যে নিযুক্ত	নাম	গোজা
ডি, সি অফিসার	হিমাংশু বিকাশ দেওয়ান	ধামেই
" "	তুষ্টমুনি চাক্‌মা	ছোট কাম্ভেই
" "	কালীরতন খীসা	চেগে
ডি, সি, অফিসার	রসময় চাক্‌মা	লার্ম্মা
" "	রাজেন্দ্রলাল দেওয়ান	তন্যা

শিক্ষক

এম, ই, স্কুল	চিত্রকিশোর চাক্‌মা (ম্যাট্রিক)	লার্ম্মা
" "	বুদ্ধকিঙ্কর খীসা (")	লার্ম্মা
" "	শশিনাথ চাক্‌মা (")	বড় কাম্ভেই
" "	রূপিনচন্দ্র চাক্‌মা (")	লার্ম্মা

এতদ্ ব্যতীত প্রাইমারী স্কুলে বহু চাক্‌মা জাতি শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

কৃষি বিভাগ

পুষ্পধন চাক্‌মা	ধামেই
নিশিমোহন দেওয়ান	তন্যা
কুমুদ বিকাশ চাক্‌মা	লার্ম্মা
হরচন্দর চাক্‌মা (School teacher)	চেগে
জ্যোতির্ম্ময় দেওয়ান	মুলিমা

চিত্র বিদ্যায়

চুনিলাল দেওয়ান	মুলিমা

চুনিলাল বাবু বহু প্রদর্শনীতে চিত্র প্রদর্শন করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত চাক্‌মা সমাজে বহু কৃতবিদ্য লোক আছেন, যাঁহারা কোনও চাকুরী গ্রহণ না করিয়া বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা চেষ্টা করিলে বিদেশে, করদ রাজ্য সমূহে চাকুরী পাইতে পারেন। বর্ত্তমানে চাক্‌মা জাতি ঘরমুখোভাব পরিত্যাগ করিয়া বহির্জ্জগতে বাহির না হইলে জীবন-সংগ্রামে কখনও জয় লাভ করিতে পারিবে না। বর্ত্তমানে জাতীয় জীবনে সকল সমস্যার সমাধানের জন্য চিন্তাশীল সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তা করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে কি করা কর্ত্তব্য, কেমন করিয়া জাতীয় জীবনের উন্নতি হইতে পারে, আমাদের জাতির শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ কি, আশু-

নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। জাতীয় জীবনের পুরোভাগে যে নিবিড় নিকষ-কৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার হইয়াছে তাহা আমাদের চেষ্টা করিয়া দূর করিতে হইবে। যাহা গত হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদের আয়ত্বের বাহিরে, কিন্তু ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে রহিয়াছে। আমাদের কার্য্যের দ্বারাই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল গৌরবময় করিতে পারিব। তজ্জন্য সমগ্র জাতির সমবেত চেষ্টা, সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য করা একান্ত আবশ্যক। আমরা অগ্রসর হইতে হইলে অতি সন্তর্পণে ও সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। পথ অতি দুর্গম, পাষাণ, কঙ্করময়, কন্টকাকীর্ণ ও বন্ধুর, পদে পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধনা করিতে হইবে; বিলাস ব্যসনের এ স্থলে স্থান নাই। শুধু এক মনে কঠোর অধ্যাবসায় বলে সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে।

আমাদের জাতির আশা ও ভরসা জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ ভবিষ্যৎ শিক্ষিতবৃন্দের ও নব্য শিক্ষিত যুবকগণের উপর নির্ভর করিতেছে। আশা করি তাঁহারাও কর্ত্তব্য কার্য্যে কখনও অবহেলা করিবেন না। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এমন নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর আমাদের সমাজে আবির্ভূত হইবেন, যাঁহার প্রভাবে চাক্‌মা জাতি অচিরে জগৎ সমক্ষে শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। জাতীয় জীবনের পুরোভাগে যে নিবিড় নিকষ-কৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার হইয়াছে তাহা আমাদের চেষ্টা করিয়া দূর করিতে হইবে। যাহা গত হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদের আয়ত্বের বাহিরে, কিন্তু ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে রহিয়াছে। আমাদের কার্য্যের দ্বারাই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল গৌরবময় করিতে পারিব। তজ্জন্য সমগ্র জাতির সমবেত চেষ্টা, সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য করা একান্ত আবশ্যক। আমরা অগ্রসর হইতে হইলে অতি সন্তর্পণে ও সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। পথ অতি দুর্গম, পাষাণ, কঙ্করময়, কন্টকাকীর্ণ ও বন্ধুর, পদে পদে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধনা করিতে হইবে; বিলাস ব্যসনের এ স্থলে স্থান নাই। শুধু এক মনে কঠোর অধ্যাবসায় বলে সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে।

আমাদের জাতির আশা ও ভরসা জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ ভবিষ্যৎ শিক্ষিতবৃন্দের ও নব্য শিক্ষিত যুবকগণের উপর নির্ভর করিতেছে। আশা করি তাঁহারাও কর্ত্তব্য কার্য্যে কখনও অবহেলা করিবেন না। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এমন নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীর ও ধর্ম্মবীর আমাদের সমাজে আবির্ভূত হইবেন, যাঁহার প্রভাবে চাক্‌মা জাতি অচিরে জগৎ সমক্ষে শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় চাক্‌মা জাতি

পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় চাক্‌মা জাতি বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বাস করিতেছে। ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত রাজমালা গ্রন্থে চাক্‌মা জাতির উল্লেখ আছে। মহারাজ ত্রিলোচন চাক্‌মা রাজ্য জয় করিয়াছেন বলিয়া তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে। চাক্‌মা জাতির ইতিবৃত্ত রাজনামায় দেখা যায় যে চাক্‌মা জাতি প্রাচীন চম্পানগর পরিত্যাগ করিয়া "কালাবাঘা" নামক নগর স্থাপন করিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে আলোচনা করিয়া শ্রীহট্ট প্রদেশই "কালাবাঘা রাজ্য" বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছি। শ্রীহট্টবাসী প্রাচীনগণের মুখে মুখে এ কথা শুনা যায়। বর্ত্তমানে এই নূতন চম্পকনগর ও নূরনগর ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত। আগরতলা হইতে রাণী বাজার ও জিরানীয়া বাজার হইয়া চম্পক নগরে যাওয়া যায়। আগরতলার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে অবস্থিত, ব্যবধান প্রায় ১৮ (আঠার) মাইল।

প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কুরাকুট্যা গোজার কীর্ত্তিচন্দ্র নামক কোন দেওয়ান উপাধিধারী সর্দ্দার পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া উদয়পুরের সন্নিকটে গোমতী নদীর তীরে বসতি স্থাপন করিয়া বসবাস করিয়াছিল। কুকি যুদ্ধে ত্রিপুরা মহারাজের সাহায্য করায় "নারায়ণ" উপাধিলাভ করিয়াছিল। কুলাবি নামে তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। গোমতী নদীর মধ্যে (উদয়পুরের পূর্বে) অদ্যাপিও "কুলাবির বাগ" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কোন কারণে ঐ নারায়ণ উপাধিধারী ব্যাক্তি পুনরায় পার্ব্যত্য চট্টগ্রামে চলিয়া আসে। নারায়ণের বংশধরেরা এখনও আছেন। ইহার পরবর্তীকালে মুলিমা গোজা, বড়ুয়া গোজা, তন্যা গোজা, চেগে গোজা, এবং আরও অন্যান্য গোজা ফেণী, মুহুরী, গোমতী প্রভৃতি নদীর তীরে বসতি স্থাপন করে। পার্বত্য চট্টোগ্রামে মাইয়নি রিজার্ভ খোলা হওয়ার পর প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে বড়ুয়া গোজা পন্ডিত নামে এক ব্যাক্তি দশ বার ঘর চাকমা প্রজাসহ কৈলাশহর বিভাগে ফটিকরায় থানার অন্তর্গত মনু নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। তৎকালীন দেও নদী ও মনু নদী উভয় নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত নিবিড় অরণ্য ছিল। ইহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বহু চাকমা প্রজা উক্ত স্থানসমূহে বসতি স্থাপন করিতে লাগিল। গত ১৩৪০ সনের সেন্সাস বিবরণীতে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যের চাক্‌মা জাতির লোক সংখ্যা নানা বিভাগে ৮,৭৩০ জন, তন্মধ্যে অমরপুর ও কৈলাসর বিভাগে সমধিক।

বর্ত্তমানে কৈলাশহর বিভাগে চাক্‌মা প্রজার সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রায় হাজার ঘর প্রজা বাস করিতেছে। চাক্‌মা জাতির মধ্যে মুলিমা গোজা ধেক্কা দেওয়ানের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু লেদরায় দেওয়ান ত্রিপুরা রাজ দরবারে "সর্দ্দার", উপাধি লাভ করিয়াছেন। বড়ুয়া গোজা ভেরলী গোষ্ঠীজ পেচারতল নিবাসী লালচাঁদন দেওয়ান একটী পাকা বৌদ্ধমন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন। মনু-মইনামা নিবাসী শ্রীযুত মাধবচন্দ্র চাক্‌মা কর্ম্মি মহাশয় ত্রিপুরা রাজ্যবাসী চাক্‌মা জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও পরস্পর সখ্য ও ঐক্য সংস্থাপন পূর্ব্বক রাজ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

দেওনদী বাসী শৈলচন্দ্র মাষ্টার, বেগেরা কার্ব্বারী, দীননাথ কার্ব্বারী, জনার্দ্দন তালুকদার, জীরা মোহন খীসা, বীরেন্দ্র লাল মাষ্টার, বুরসিং তালুকদার, নারদমনি কার্ব্বারী, সন্যা কার্ব্বারী প্রভৃতি সর্দ্দারগণের নাম উল্লেখযোগ্য। মনুনদীতে কদেয়া মহাজন, মুরাসিং কার্ব্বারী, ঘটোকচ্চ তালুকদার, বশিষ্টমনি তালুকদার, তিলক চন্দ্র তালুকদার, নরেন্দ্র তালুকদার, শ্যাম কানাই তালুকদার, বিশ্ব তালুকদার, মুন্‌সি তালুকদার, লারুয়াধন তালুকদার, অরুণদাস দেওয়ান, মেঘবর্ণ মাষ্টার, দ্রোন তালুকদার, তনুচন্দ্র কার্ব্বরী, সুধীর রঞ্জন মাষ্টার, ব্যবসায়ী চারুচন্দ্র চাক্‌মা মাষ্টার, নিজচন্দ্র চাক্‌ মা প্রভৃতি সর্দ্দারগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

গত সেন্সাস বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে (৯২/৯৩ পৃষ্ঠা) "শিক্ষা বিষয়ে চাক্‌মাগণ অপেক্ষাকৃত উন্নত। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে এই জাতির মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোক আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের চাক্‌মা সমাজ এ বিষয়ে অধিক অগ্রসর নহে।" বর্ত্তমানে কৈলাশহর বিভাগে প্রায় হাজার ঘর চাক্‌মা প্রজা বাস করিলে ও তন্মধ্যে একখানিও সরকারী সাহায্যকৃত স্কুল নাই। আমরা প্রজাবৎসল মহা মাননীয় ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, এবং শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী রাধা বোজ রাণা বাহাদুর ও অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি শীঘ্রই এই অনুন্নত দরিদ্র চাক্‌মা প্রজাগণের প্রতি কৃপা বিতরণে সরকার হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। দেওনদী ও মনুনদী অঞ্চলে অন্ততঃ ৮টী প্রাথমিক বিদ্যালয় না হইলে চলিবে না।

পরিশিষ্ট অধ্যায়

গ্রন্থকারের পরিচয়

শ্রীশ্রীরাজনামা সংকলয়িতা শ্রীমাধব চন্দ্র চাক্‌মা কর্ম্মির জীবনী সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। তিনি বড় কান্তি গোত্রার ধেয়া গোষ্ঠীজ মঙ্গলধন চাক্‌মার ঔরসে বক্রপতীর গর্ভে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের কাচেলং পেটান্যামা ছড়া গ্রামে ১২৯৭ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে বৃহস্পতিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষার উপযুক্ত বয়স হইলে স্বগ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন। তিনি বিদ্যালয়ে অন্য ছাত্রগণের অপেক্ষা মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সুধন্য জীবন চাক্‌মাও তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। ২/৩ বৎসর কাল পাঠাভ্যাস করিয়া অনিবার্য কারণ বশতঃ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি বাল্যকালে উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলেও কেবল নিজের চেষ্টায় ঘরে অধ্যয়ণ করিয়া বাঙ্গালা ও কিছু কিছু ইংরাজী শিক্ষা করেন। ক্রমে ক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থসমূহ এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির গ্রন্থাবলী ও আয়ত্ব করিতে থাকেন। সুতরাং সকল প্রকার বিদ্যার্জ্জন করাই তাঁহার বলবতী ইচ্ছা ছিল। কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমুহও তিনি আয়ত্ব করিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার অবিনাশ চন্দ্র দেওয়ান মহোদয়ের সময়ে তিন বৎসরকাল শিক্ষকতা করেন। তৎপূর্ব্বে ঝর্ণাল ফরেষ্ট অফিসে এক বৎসরকাল গার্ডের কার্য্য করেন। মাইয়নি রিজার্ভ খোলা হইলে পেটান্যামা ছড়া হইতে মাইয়নি রেংকার্য্যা নামক স্থানে স্থানান্তরিত হইবার পর তথায় ৫। ৬ বৎসরকাল অবস্থান করেন ইহার পর কোন কারণবশতঃ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসহর বিভাগে ফটিকরায় থানার এলাকায় মনু নদী তীরে মইনামা নামক স্থানে স্থায়িভাবে বসতি স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকেন। সেইস্থানে আজ প্রায় ২৫ বৎসর কাল বাস করিতেছেন। তাঁহার স্বরচিত একখানি উৎকৃষ্টি জীবন চরিত আছে। ঐ গ্রন্থে তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। এই দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি সাহিত্য চর্চ্চায় নিরত আছেন। তাঁহার পুস্তকাগারে বহু মূল্যবান গ্রন্থ, প্রাচীন পুঁথিপত্র সঞ্চিত আছে। চাক্‌মা জাতি সম্বন্ধে ইতিহাস, গান, গল্প, পুরাতন কাহিনী, চাক্‌মা জাতির চিকিৎসা, অধ্যাত্মতত্ব সম্বন্ধীয় যে সকল পুস্তক সংগ্রহ আছে, উপযুক্তভাবে উহা ব্যবহৃত হইলে এক-একখানি গ্রন্থ লিখিত হইতে পারে। তাঁহার লিখিত জীবন বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়, তিনি এক সময়ে প্রায় দুই বৎসর কাল যোগ সাধনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বহু অধ্যাত্মতত্ত্বের রহস্য অবগত হইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার অলৌকিকভাবে কবিত্ব শক্তির স্ফুরণ হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার অন্তরে এত দ্রুতভাবে ভাবপ্রবাহ প্রবাহিত হইত যে, যদি কোন লেখক লিখিয়া যাইতেন তাহাও এক একখানি গ্রন্থ হইতে পারিত। তিনি বলিতেন, সাধনা ব্যতীত কবি হওয়া যায় না। এইভাব বহু বৎসরকাল পর্য্যন্ত তাঁহার ছিল। ইহার পর তিনি চিকিৎসা বিদ্যা আলোচনা করেন। পরে তিনি এই কার্য্যেও বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি ধর্ম্মচর্চ্চা, সাহিত্যচর্চ্চা ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ফলতঃ বিদ্যালয়ে যথোচিত শিক্ষা না পাইয়াও কেবল নিজের চেষ্টায় শিক্ষাবিষয়ে কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারে তাঁহার জীবনী ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শ্রীশ্যামাকুমার চাক্‌মা
মইনামা এল, পি, স্কুলের শিক্ষক।

ধেয়া গোষ্ঠীর বংশলতা

কাম্ভেই গোজার সংজ্ঞাঃ—কাম্ভেই, কার্ম্মি, কার্বুয়া শেগে ইত্যাদি। চাক্‌মা রাজারা কোন প্রিয়জনক কার্য্য করিয়াছিল বলিয়া কাম্ভেই আখ্যা লাভ করে। কার্ব্বুয়াচেগের পুত্র ধেয়া, নাদেংজ্ঞ ও অংজ্ঞ এই তিন পুত্র। নাগাটেক অবস্থানকালে তঞ্চঙ্গ্যা হইতে পৃথক হইয়াছে। তঞ্চঙ্গ্যার মধ্যে এখনও এই কার্ব্বুয়া গোজা আছে। বর্ত্তমানে কার্ব্বুয়া গোজার মধ্যে গজাল্যা, বাঙাল, পারাংসা, বুঙ, লাপুসা এই পাঁচ গোষ্ঠী। প্রায় ৫০০ ঘর চট্টগ্রামে ও আরকানে আছে।

কার্ম্মি গোজা দুই প্রকার—বড় কাম্ভি ও ছোট কাম্ভি। কার্ব্বুয়া চেগের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত প্রথমপুত্র ধুংঞা, এবং তৎপুত্র মেন্দর, মেন্দর হইতে মেন্দর গোষ্ঠী হইয়াছে। গুড়া কাম্ভি গোজাতে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ আছেন। তন্মধ্যে ধনাকাজি কারবারি ১১৮ নয় ধনপাতা মৌজার হেড্‌ম্যান, ইনি চাক্‌মা রাজার প্রিয় পাত্র। শ্রীনগেন্দ্রলাল চাক্‌মা কানুনগো, এসিষ্টাণ্ট সাবইন্‌স্পেক্টার অফ পুলিশ গুলমনি চাক্‌মা, এবং তুষ্টমনি চাক্‌মা D. C. অফিসের কেরাণীপদে আছেন।

বড় কাম্ভিগোজার কার্ব্বুয়াচেগের তিনটী পুত্র হইতে প্রথম ধেয়া হইতে ধেয়াগোষ্ঠী, নাধেংজ্ঞ হইতে নাধেংজ্ঞ গোষ্ঠী, অংজ্ঞ হইতে অংজ্ঞ গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে ধেয়াগোষ্ঠীর বিবরণ প্রাচীন কাগজ পত্রে পাওয়া গিয়াছে। অংজ্ঞর গোষ্ঠীর বিবরণও পাওয়া যায়। নাধেংজ্ঞ গোষ্ঠীর বিবরণ পাওয়া যায় না। ধেয়ার প্রথম পুত্র পয়দ্যা ও নারেসুং ও প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত প্রথম পুত্র গুল্যা ও মালেয়া, দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ছল্যা ও তাহার তিনটি সহোদর। জ্ঞাতি পিণ্ডদানের সময় তাহারা পৃথক হইয়া মুলিমা গোজায় প্রবিষ্ট হইয়া ছল্যা গোষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ছল্যা গোষ্ঠীতে প্রায় ১৮০ ঘর ছল্যা গোষ্ঠী আছে।

কাম্ভেগোজায় মগ গোষ্ঠী বলিয়া এক গোষ্ঠী আছে। মায়ের শাপে ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় না।

গুল্যার পুত্র ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়ের দুই পুত্র, বুল্যা ও নল্যা। বুল্যার তিনটী পুত্র রক্কা, রংখাঁ মংখাঁ। রক্কার পুত্র সেবুর খাঁ, সুলাং খাঁ। সেবুর খাঁর চারিটী পুত্র, রাধামন, কালামন, গোলকধন, গোয়ালধন। রাধামনের পুত্র উদয়সিং উদয় সিংয়ের তিনটী পুত্র, মঙ্গলধন, কিনারাম,রজনীরঞ্জন। মঙ্গলধনের পুত্র, শ্রীমাধবচন্দ্র চাক্‌মা, কর্ম্মি। তাঁহার চারিটী পুত্র, মনোমোহন, প্রেমমোহন, দুর্গামোহন, রূপমোহন। মনোমোহনের পুত্র রামেশ্বর।

পয়দ্যার দ্বিতীয় পুত্র নারিসং। নারিসংয়ের দুইটী পুত্র, পরজেয়া ও তুর্য্যা। পরজেয়ার পুত্র লক্ষ্যা ও দিঙাল্যা। দিঙাল্যার তিনটী পুত্র গঙ্গারাম, দুঙ্গি ও গুম্‌সিং। দুঙ্গির দুইটী পুত্র, কালীচরণ ও শিবচরণ। শিবচরণই "গোজেন লামা' বা গোজেন সুত্তং ১১৮৪ বঙ্গাব্দে রচনা করেন।

তুর্য্যার কনিষ্ঠ পুত্র, রজুল খাঁর তিনটী পুত্র, যথা,— রাজারাম, পরিরাম ও মুণিরাম। মুণিরামের পুত্র চণ্ডীচরণ। চণ্ডীচরণের পুত্র জয়চন্দ্র, রাজচন্দ্র জব্বর খাঁ ও নয়ন খাঁ। জয়চন্দ্রের পাঁচটী পুত্র সুলোচন, সুধন্যজীবন, সুরতমণি, চিত্তমণি ও অমরচান।

সুধন্য বাবু কাম্বি গোজার মধ্যে প্রথমে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তিনি আই, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ণ করিয়াছিলেন. তিনি প্রথমে চট্টগ্রামে স্কুল সাব ইন্‌স্পেক্টারের কার্য্য করিয়া পরে, ডেপুটী কমিশনার আফিসের ক্লার্ক হইয়াছিলেন ; বর্ত্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার তিনটী পুত্র, ১টি কন্যা। যথা, ১ম পুত্র সুনীতি জীবন, ২য় সুশীল জীবন, ৩য় সুশান্ত জীবন, কন্যা পঙ্কজিনী।

সুনীতি জীবন ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলে পড়িতেছে। সুশীল জীবন এ বৎসর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে। সুধন্য বাবুর খুল্লতাত জব্বর খাঁর তৃতীয় পুত্র যামিনী রঞ্জন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেঙ্গল ভেটেরিনারি কলেজে পড়িতেছে। অংজ্ঞা গোষ্ঠীর তালুকদার

বংশজ আজিং খাঁ পণ্ডিতের পুত্র সেবাব্রত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফরেষ্টার নিযুক্ত হইয়াছে। উক্ত তালুকদার বংশজ ধাকবাটীর পুত্র শশীনাথ চাক্‌মা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া টাইপ রাইটিং কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। শ্রীযুত আজিং খাঁ পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিনারাম চাক্‌মার পুত্র হংসধ্বজ চাক্‌মা একটী বৃহৎ মৌজার হেড্‌ম্যান বা মৌজাদার। তাহার দুইটী পুত্র প্রতিভা রঞ্জন ও অনিলচন্দ্র পাহাড়তলী মহামুণি হাই স্কুলে পড়িতেছে।

তালুকদার বংশজ হরিশ্চন্দ্র চাক্‌মা মাষ্টার ও কল্পতরু চাক্‌মা উভয় ভ্রাতাই বিখ্যাত শিল্পি। ইহারা হস্তীদন্তের বুদ্ধ মূর্ত্তি, বালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে সুদক্ষ। কল্পতরু চাক্‌মা রৌপ্যের অলঙ্কার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করিয়া চাক্‌মা জাতিকে এক নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছে।

—ঃ টীকা ঃ—

(অনেক স্থলে নিম্নে টীকা দেওয়া হইয়াছে। সময়ের অভাবে অনেক বিষয়ে টীকা দিতে পারিলাম না। নিম্নে কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের টীকা যোজনা করা হইল। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থোক্ত বিষয় সমূহের সবিস্তার আলোচনা করিতে পারিব।)

শাক্য জাতি ঃ— সূর্য্যবংশ হইতে শাক্য জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বৌদ্ধ গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। সতীশ বিদ্যাভূষণের বুদ্ধদেব গ্রন্থে ঐ সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সনাঙ সেহেন সাহেবের "মঙ্গোলিয় ইতিহাসে" শাক্যবংশ তিনটী প্রধান ধারায় বিভক্ত করিয়াছেন। যথাঃ"মহাশাক্য, শাক্যলিচ্চবী ও পার্ব্বত্য শাক্য"। আমার মনে হয় পার্ব্বত্য শাক্য জাতিই চাক্‌মা জাতির আদিম পুরুষ।

কলাপ নগর ঃ— কলাপ নগর বা কলাপ গ্রাম বদরী কলাপ গ্রাম। কলাপ নগর বা কলাপ গ্রাম কোথায় মহাভারত বলিতেছেন;

হিমালয় মতিক্রম্য কলাপ গ্রাম মাবিশন।

মৌষল পর্ব্ব

কলাপ গ্রাম বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩৭,২২-৩ ভাগবত পুরাণ ১০।৮৭

ব্রহ্মবিদ্যা ঃ- শাক্য রাজা ও সাধেংগিরি রাজা ব্রহ্ম বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইহারা রাজ্য শাসনের সঙ্গে সঙ্গে মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যারও চর্চ্চা করিতেন। ব্রহ্মবিদ্যা অর্থে এখানে অধ্যাত্ম জ্ঞান, কিম্বা বেদ, উপনিষদ, ষড় দর্শনের মধ্যে বেদান্ত দর্শনকে বুঝাইতেছে কিনা জানা যায় না। তবে একথা সত্য যে প্রাচীনকাল হইতে চাক্‌মা জাতির মধ্যে একটা আধ্যাত্ম জ্ঞানের স্রোতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে যাহার জন্য রাজত্ব ত্যাগ করিয়া রাজা ও রাজপুত্র সন্ন্যাসী সাজেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আনন্দমোহন, সমুদ্রজিত,ধর্ম্মসুর, রাজা সন্নগিরি, পাগালা রাজা ইত্যাদি। পরবর্ত্তীকালে সাধু শিবচরণ, তন্যা গোঁজার পোয়া ফকির আধ্যাত্ম জ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এ জ্ঞান যে চাক্‌মা সমাজে নাই তাহ নহে, তবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বহু পূণ্যফলে সহস্র ব্যক্তির মধ্যে দুই এক জনেরই ঘটিয়া থাকে। চম্পকনগর বা চম্পা রাজ্য, রাজনামার মতে রাজা চম্পক কলি প্রতিষ্ঠিত। অচিরাবতী বা ঐরাবতী গঙ্গার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। ফা-হিয়ান ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন "গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে চম্পা নামক সুবৃহৎ রাজ্যে উপনীত হইলেন। চাক্‌মা জাতির চম্পক নগরের স্থানে চম্পা নগরের অস্তিত্ব ব্যতীত, ভারতের বহির্ভাগেও তাহার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়?" অশোক চরিত, জাতক, বৌদ্ধযুগের ভূগোল দ্রষ্টব্য। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সম্পাদক

সমাপ্ত